বার্ষিকী ২০০০

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

CENTRAL LIBRARY
INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY, CTG.
Acc. No: D — 11634
Date: 13 — 01 — 17

বার্ষিকী ২০০০
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

উপদেষ্টা পরিষদ

প্রফেসর মোহাম্মদ আলী
প্রফেসর ডঃ আবু বকর রফিক
আলহাজ্ব মোঃ বদিউল আলম

সম্পাদনা পরিষদ

আ, জ, ম ওবায়েদুল্লাহ
কাজী দ্বীন মোহাম্মদ
গিয়াস উদ্দীন হাফিজ
মোহাম্মদ ইয়াসিন শরীফ
আব্দুস সালাম আজাদী
মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ

সম্পাদক

মোঃ এনায়েত উল্যা পাটওয়ারী

প্রচ্ছদ, কম্পোজ ও মুদ্রণ

সাইলেক্স
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। ফোনঃ ৬২০৮২৯

MESSAGE

A learner at the University level, in order to turn himself into an educated person in the true sense of the word, shall think for himself about everything in this world and the hereafter. He or she should also learn as to how his or her thoughts and emotions, because thoughts generate emotions and feelings-might be shared with others in a coherent manner, through words, spoken or written. In other words, IUC students, alongside their quest for knowledge in their respective disciplines, shall also develop their communication skills. This student magazine-gives them an opportunity to share their ideas and perceptions with their fellow students, and readers in general. Passing, as they do, through an exciting and challenging time of their life, our students should be able to produce compositions reflective, literary or otherwise, bearing an imprint of felicity and imagination.

I do trust and hope that this publication will become an effective organ of the students appearing at regular intervals.

I wish it long life and every success.

21.3.2001

(Prof. Mohammad Ali)
Vice-Chancellor
Islamic University Chittagong.

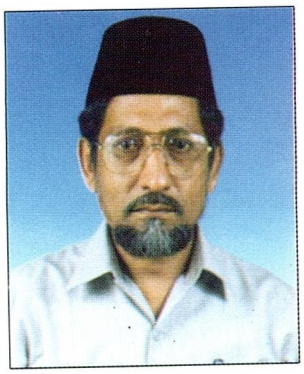

MESSAGE

I express my gratitude to Almighty Allah (SWT) for His boundless favour, which He has gifted to the members of IUC family. The IUC, by the grace of Allah (SWT), has succeeded to gain the highest degree of acceptability, and we have been able to maintain quality education, conducive atmosphere, moral orientation and policy of accepting the students purely on the basis of merit, and to open the opportunity to all for studying at IUC without any bar of faith, region or race.

With this issue, we are going to publish a University Magazine for the first time. A University Magazine is a forum for all where the students and teachers shall get the equal opportunity for participating through their literary products, hence it is like a barometer to determine the level of maturity of its writers. I hope that the Board of Editors shall be careful in choosing the products of its contributers so that it can play a vital role in upholding the aims, objectives and ideology of the Islamic University Chittagong to the eyes of its readers at home and abroad.

10/04/01

(Porf. Dr. Abu Bakr Rafique Ahmad)
Pro Vice-Chancellor (Academic)
Islamic University Chittagong.

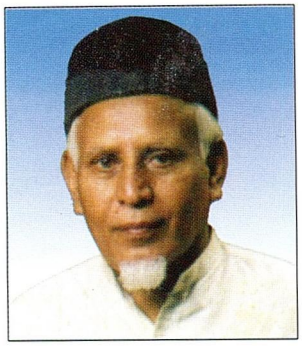

বাণী

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অশেষ মেহেরবাণীতে দ্বাদশ ব্যাচের ক্লাশ শুরু করেছে। বর্তমানে পঞ্চম বৎসর অতিক্রম করে ৬ষ্ঠ বছরের শেষ পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় দেশের ভেতরে এবং বাইরে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শুরুর প্রাক্কালে তিনটি ফ্যাকাল্টির অধীনে তিনটি ডিপার্টমেন্ট নিয়ে শুরু করা হলেও বর্তমানে চারটি ফ্যাকাল্টির অধীনে ৬টি ডিপার্টমেন্ট ও দুইটি ইনস্টিটিউটে পড়াশুনা চলছে। বর্তমানে প্রধান ক্যাম্পাস চট্টগ্রামে প্রায় ৭৫ জন সার্বক্ষণিক শিক্ষক ও প্রায় ২০০০ ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করছে। এ ছাড়া ঢাকা ক্যাম্পাসে আরো প্রায় ৭০০ জন ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করছে। অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমান অস্থায়ী ক্যাম্পাস থেকে স্থায়ী ক্যাম্পাসে স্থানান্তর করার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি চলছে। আশা করা যায় ২০০২-২০০৫ সালের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক কার্যক্রম তার নিজস্ব স্থায়ী ক্যাম্পাসে স্থানান্তর করা যাবে।

এ পর্যায়ে আমি আনন্দের সাথে জানাতে চাই যে, চট্টগ্রামে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা ছিল দীর্ঘ দিনের। মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ১৯৩০-৪০ দশকে একটি আরবী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছিলেন। নানা প্রতিকূল অবস্থার কারণে তাঁর এ প্রচেষ্টা কামিয়াব হয়নি। এ ধারাবাহিকতায় ১৯৯২ সনে চট্টগ্রামের অত্যন্ত সুপরিচিত শিক্ষা, সেবা ও জনকল্যাণ মূলক প্রতিষ্ঠান ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ চট্টগ্রামের মাধ্যমে সর্ব প্রথম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম প্রতিষ্ঠার কাজকে সার্বজনীনতা ও ব্যাপকতা দান করা হয়। দেশ বিদেশের বিশিষ্ট সুধীবৃন্দকে ট্রাস্টের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। বর্তমান ইসলমী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম ট্রাস্টই প্রতিষ্ঠাতা কর্তৃপক্ষ হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রেখে চলেছে।

আমি আরো কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করছি, বর্তমানে একবিংশ শতাব্দিতে এসে চট্টগ্রামবাসীর তথা দেশবাসীর আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এখন স্বপ্ন নয়; বাস্তব। দেশের এবং বিদেশের বুদ্ধিজীবি ও ইসলামী চিন্তাবিদদের সহযোগিতায় এটি অব্যাহত ভাবে অগ্রগতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। আমরা আশা করি এক সময় এই বিশ্ববিদ্যালয় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠে পরিণত হবে। এ বিশ্ববিদ্যালয় চিন্তা গবেষণা ও অনুশীলনের মাধ্যমে এই অঞ্চলের বিপুল সম্ভাবনাকে কাজে লাগাবে এবং এ অঞ্চলের জনগণের মুক্তির দিক নির্দেশিকা দিতে সক্ষম হবে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এ বিশ্ববিদ্যালয়কে তার লক্ষ্য পথে পরিচালিত করার শক্তি দিন। আমিন।

নব প্রতিষ্ঠিত এ বিশ্ববিদ্যালয়ের Student Affairs Division সর্ব প্রথম বার্ষিক ম্যাগাজিন প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছে শুনে আমি যারপর নাই আনন্দিত এবং আত্মতৃপ্তিতে আপ্লুত। আমি আশাকরি এ ম্যাগাজিনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক কার্যক্রম ফুটে উঠবে।

(মুহাম্মদ বদিউল আলম)
সেক্রেটারী
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম ট্রাস্ট।

MESSAGE

It is gratifying to note that the first annual Magazine is going to be published from Islamic University Chittagong. Islamic University Chittagong does not want its students to confine only to books; rather it has always been encouraging them to take a wider view of things through its various co-curricular avtivities besides its academic programs. The publication of this magazine bears the testimony to it.

Such publication, no doubt, serves to provide the students with a medium for self-expression. It is also a necessary aid to foster and bring out their latent talents. I take the opportunity of extending my heart-felt congratulations to those who have worked hard to bring out this magazine.

Shah Abdul Hannan
Chief, Dhaka Campus
Islamic University Chittagong

EDITOR'S NOTE

All praises and gratitude be to Allah (SWT)who has given us the opportunity to bring out this first issue of 'IUC Magazine'. Islamic Univesity Chittagong (IUC) was established in 1995 under the Private University Act 1992 with a noble objective to produce graduates with academic excellence & moral awareness to serve the nation in particular & the humanity in general.

IUC has designed its curricular & co-curricular programs in such a way, so that its graduates would be skilled & ideal citizens who will be able to lead the society efficiently & properly. IUC is always trying to explore the latent talent of its students. I do believe that this magazine has given a scope to the students to exposer their intellect & creativity.

I am grateful to the exceutives, teachers & students who have contributed aticles, essays, poems etc. for this first iuuse. I express my heartfelt thanks to the honorable advisors & members of the editorial board for their kind co-operation & painstaking labor in publishing the magazine. Every care has been taken to produce the publication with minimal errors, though could not get rid of some errors. Suggestion & comments towards further improvement of the next issue are welcome.

May Allah grant all of our efforts and award us in the life hereafter.

Allah Hafeez.

25/3/2001

(Md. Enayet Ullah Patwary)
Director
Student Affairs Division

সূচীপত্র

প্রবন্ধ

প্রসঙ্গঃ বিজয় দিবস ২০০০ সাল	১০	অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী
A Brief Account of Academic Development of IUC	১২	Prof. Dr. Abu Bakr Rafique
Gateway to a Research Paper	১৪	Mhod. Yasin Sharif
Establishment of IUC and Some Mermorable Events	১৭	Md. Enayet Ullah Patwary
ইসলামী চেতনায় ভবিষ্যৎ দর্শন	২০	কামাল আহসান
কম্পিউটারের ইতিবৃত্ত	২৪	মোঃ ইদ্রিস চৌধুরী
রক্ত রাঙা সময় আজ	২৬	তানভীর শাহরিয়ার রিমন
এখানে কি কেউ নেই	২৭	মোঃ শরীফুল হক
অপসংস্কৃতির বিভীষিকা	২৮	এম.এম. জাহাঙ্গীর
প্রাক্ কথন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়	২৯	আহমাদ আদনান সাইফুল্লাহ
أشياء جذبتنى إلى الجامعة الإسلامية شيتاغونغ	৩০	عبد القادر محمد أنوار حسين

গল্প

সুখ ও স্বপ্ন	৩২	মোঃ মাহবুবুর রহমান
আত্মার আত্মীয়	৩৪	সাজেদা চৌধুরী মিলি
Happy New Year 2000	৩৫	ছিদ্দিক আহমদ
কারাগারের কথা	৩৭	মুঃ মাহবুবুর রহমান

স্মরণীয় অভিজ্ঞতা

কালো মানিক	৩৯	মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম
প্রতীক্ষিত ওরিয়েন্টেশন	৪০	মুহাম্মদ আমিনুল হক
ভূতের চেরাগ	৪১	আবু নাসের মোহাম্মদ হোসেন
এক ঝড়ের রাতে	৪৩	এম. এম জাহাঙ্গীর
আমার স্মৃতিতে ৩০ শে অক্টোবর এবং প্রাসঙ্গিক ভাবনা	৪৫	তাসমিনা ইফাত চৌধুরী
ফরমূলা	৪৬	এম. জিয়াউল হক
সাগর তীরে নববর্ষ	৪৬	মুহাম্মদ ইকবাল হোসাইন
التكلم فى الحلم	৪৮	محمد أمين الحق

কবিতা

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম	৪৯	মোঃ হাবিবুর রহমান (মঞ্জু)
প্রেম প্রেম	৪৯	এম. এ. আওয়াল চৌধুরী
ভাবনা	৪৯	মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম
আমি ঘুমাতে পারিনা	৫০	সিরাজুল ইসলাম
মরণ প্রত্যাশী একজন	৫০	জাহেদ আহমদ শরীফ
স্পন্দিত পূর্ণিমা	৫১	তাহমিনা আখতার
নেতা আমি	৫১	মোহাম্মদ আওলাদ হোসেন মুনশী
আসল রূপ	৫১	মোঃ জাকির হোসেন
প্রেয়সী	৫১	এম, এম, জাহাঙ্গীর
গাঁয়ের ভালবাসা	৫২	মুহাম্মদ আব্দুল আলীম
একটি মিছিল একটি স্লোগান	৫২	মোঃ শফিকুল আলম

বিবিধ

Highlights on Students' Co-curricular Activities in the Calender Year 2000	৫৩	Muhammad Mamunur Rashid
Album	৫৭	

প্রসঙ্গ : বিজয় দিবস ২০০০ সাল

অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী
ভাইস চ্যান্সেলর, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

আজ থেকে ঊনত্রিশ বছর আগে নয় মাস ব্যাপী রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের অবসানের পর স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয় ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে। আমাদের ইতিহাসে এ দিনটি বিজয় দিবস হিসেবে চিহ্নিত। এ বিজয় অর্জনের পিছনে রয়েছে অনেক আত্মত্যাগ আর বীরত্বের ইতিহাস যা লেখা আছে রক্ত আর অশ্রুর অক্ষরে, স্বজন হারানোর বেদনায়। বিজয়ের এ ইতিহাস লেখা হয়েছে বিপুল প্রত্যাশা আর আকাঙ্খার ভাষায়। কী সে প্রত্যাশা যা মানুষকে চরম ত্যাগে উদ্বুদ্ধ করে? সে প্রত্যাশার নাম স্বাধীনতা।

ঊনত্রিশ বছর আগে ১৬ই ডিসেম্বর আমাদের জাতীয় মানসে স্বাধীনতা ছিল এক বহুমাত্রিক উপলব্ধি। এই উপলব্ধিতে ছিল সার্বভৌমত্ব, জাতীয় সংহতি, সর্বক্ষেত্রে স্বয়ম্ভর হবার প্রতিজ্ঞা এবং এমন এক জাতীয় জীবনের আশ্বাস- যে জীবন নিরাপদ ও নির্ভয় যা কিনা একজন স্বাধীন মানুষের আত্মমর্যাদার জন্য একান্ত প্রয়োজন।

স্বাধীনতার তিন দশক পূর্ণ হতে চলেছে। তিন দশক আগের বিজয় দিবসের উজ্জ্বলতা, বিজয় দিবসের রঙ্গীন উজ্জ্বলতা ২০০০ সালের বিজয় দিবসে এসে যেন কিছুটা ম্লান, কিছুটা বিবর্ণ হয়ে গেছে।

কেন এমন হল- তা সম্পূর্ণ সততা ও স্বচ্ছ, নির্মোহ দৃষ্টি নিয়ে বিচার করার সময় এসেছে।

অস্বীকার করার উপায় নেই দেশের যে প্রেক্ষাপটে আজকের বিজয় দিবস উদযাপন, তা হতাশা আর অনিশ্চয়তার। স্বাধীনতার উত্তর পর্বে জাতীয় মানসে কয়েকটি বিষয়ের অগ্রাধিকার ছিল। অগ্রাধিকার ছিল যুদ্ধোত্তর জাতীয় পুনর্গঠনের। যুদ্ধ জাতির সামষ্টিক জীবনে রেখে যায় একটা প্রচণ্ড আঘাতের ক্ষতচিহ্ন। একজন মানুষ যদি দেহমনে প্রবল রকম আঘাতে আক্রান্ত হয়, তার পুনর্বাসনের প্রয়োজন হয়- সুচিকিৎসা ও স্নেহপূর্ণ যত্নের মাধ্যমে। তবেই সে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মানুষ প্রচণ্ড trauma-য় আক্রান্ত হয়। তাই national rehabilitation ছিল আমাদের প্রথম priority।

পাকিস্তানের neo-colonial শাসন ব্যবস্থা এবং তার শাসক গোষ্ঠীর দুঃশাসনের অবসান সূচনা করেছিল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার নিশ্চয়তা। আর তার জন্য প্রয়োজন ছিল democratic institutions গুলিকে ধীরে ধীরে নতুন করে উজ্জীবিত করা। যেমন সামরিক বাহিনীকে, আক্ষরিক অর্থে শুধু নয়, সকল অর্থে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিয়ে Civilian Govt. এর সহায়ক শক্তিরূপে দেশ রক্ষার কাজে নিয়োজিত করা। আইন শৃঙ্খলা প্রয়োগকারী সংস্থাগুলিকে দূর্নীতি

মুক্ত, স্বশাসিত রূপ দেওয়া। বিচার বিভাগকে Executive কর্তৃত্ব মুক্ত করা অর্থাৎ Complete separation of Judiciary from the Executive.

সর্বোপরি প্রয়োজন ছিল- দেশের সর্বস্তরের শিক্ষা ব্যবস্থাকে স্বাধীন দেশের উপযুক্ত করে তোলা। সন্ত্রাস ও রাজনীতি মুক্ত করে শিক্ষার সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনা বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ তথা উচ্চ শিক্ষার সকল কেন্দ্রগুলিতে।

গত তিন দশকে জাতি হিসেবে আমরা এসব national priority কে যে আদৌ কোন গুরুত্ব দিয়েছি, আজকের জাতীয় জীবনের কোন ক্ষেত্রেই তা দৃশ্যমান নয়।

এই পরিস্থিতির জন্য কারা দায়ী? দায়ী আমরা সকলে আমি, আপনি, আমরা সবাই। পারস্পরিক দোষারোপের যে প্রতিযোগিতা আমাদের জাতীয় জীবনে দেখছি তা সঠিক নয়; এ কখনো সুস্থ জাতীয় জীবনের লক্ষণ হতে পারে না।

আমরা যদি বস্তুনিষ্ঠভাবে আত্মসমালোচনা করি- তাহলে দেখব আমরাই আমাদের নিজেদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। কী রকম এ বিশ্বাসঘাতকতা? Eternal vigilance is the pricee of liberty। স্বাধীনতা অর্জন যেমন বড়ো কঠিন, তেমনি তাকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত করাও কম কঠিন নয়। এই কঠিন কাজটি আমরা কেউ করিনি। ব্যক্তি, দল বা গোষ্ঠী স্বার্থের ঊর্ধ্বে আমরা দেশকে বড়ো করে দেখতে শিখিনি। আমাদের দেশের মানুষকে রাজনীতিক আদর্শের কথামালার আফিম খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যাঁরা অগ্রণী- সেই শিক্ষক, সাংবাদিক, লেখকরাও তাঁদের জাতীয় কর্তব্য পালনে সচেষ্ট নন- যতটা তাঁরা তাঁদের নিজস্ব স্বার্থ সংরক্ষণে আগ্রহী।

আজ যা সবচেয়ে বড়ো প্রয়োজন তা হল জাতীয় ঐক্য, national solidarity। দেশের সকল মানুষের এক রকম দৃষ্টিভঙ্গি আমরা আশা করতে পারি না। কোন বিশেষ মতবাদ সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে তাও সম্ভব নয়। কেননা তা মানুষের স্বভাব বিরুদ্ধ। তবে আমরা এক হতে পারি একটি বিষয়ে- তা হল দেশের জন্য ভালবাসায়। আমরা যেন এই একতাটুকু অর্জন করতে পারি- মহান আল্লাহ তায়ালা যেন আমাদের সে তৌফিক দান করেন।

আমিন।

A BRIEF ACCOUNT OF ACADEMIC DEVELOPMENT OF IUC

Prof. Dr. Abu Bakr Rafique
Pro Vice-Chancellar (Academic)

Having been established in 1995 and started it's academic activities from September 1995 with a handful of students numbering only 43 the Islamic University Chittagong has marked a unique example of rapid development in the history of the Private Universities. As a matter of fact, Islamic University Chittagong had started its journey with almost zero preparation to attain something great and to establish an exceptional example in the arena of education. And I think it has succeeded to a great extent in accomplishing that.

Within a short span of 5 years time we have extended our program from Chittagong to the capital city of Dhaka, and the number of students in both the campuses is almost 2000, with the intake of Spring Semester. While the University's academic activities were started the number of faculty members was 4 regular and 4 part timers. But at present IUC is a large family, having its academic staff members only around 100 in both the campuses, Chittagong & Dhaka. On the top it there are about 50 others who are teaching different specialized courses at different levels as adjunct faculties, most of them are in the rank of Professor & Associate Professor.
Until the end of year 2000 we had been suffering from the lack of senior staff in each and every department. By the grace of Almighty Allah (swt) we have now entered a new era with the commencement of the new millennium. We have now at least one professor in each and every department, two among them are Egyptians and of international repute.

Islamic University Chittagong is ranked within the top five Non-Government Universities of Bangladesh if not on the top, but it is characterized in some other aspects with some features for which it claims to be the unique institution of higher learning within the country. To mention some of these:

(a) It combines in its syllabi the compulsory religious studies along with the core courses of each discipline.

(b) Especial emphasis is given on moral orientation of the students through compulsory Study Classes and other co-curricular activities. An independent Division (STAD) has been set up and left dedicated to this noble objective.

(c) It provides separate campus for female students to ensure complete security and an atmosphere of dignity for them. This campus is equipped with all necessary facilities.

(d) It follows the philosophy of Islamization of Knowledge, which combines the revealed knowledge with the acquired knowledge. This philosophy tries to find out the similarities between the principles of natural sciences and those of nature itself. This in fact, is the foundation upon which all religious values are based.

(e) The IUC has been established to produce a group of qualified and competent scholars for the advancement of knowledge, as well as of society to fill the vacuum of leadership to lead the country to a new direction.

(f) In the IUC it is mandatory for Muslim students and staff to observe the Islamic way of life and to be sincere in performing their religious duties as long as they remain members of the University Community. Non-Muslim students are required to be respectful to the Islamic Code of conduct while within the campus of the University.

(g) The University is making its utmost effort to produce scholars and professionals who seek to improve the quality of human living and achieve high morality in line with the Islamic faith and way of life.

To equip the students with these characteristics the Islamic University Chittagong has designed its curricular, co-curricular and extra curricular activities in such a way that a student can have a vivid idea of the fundamentals of Islamic beliefs, the way of leading his life in accordance with the teachings of Islam and an awareness about the glorious chapter of Islamic history. He also has to be acquainted with at least two major international languages like English and Arabic and thus, he gets interested and oriented in how to quench his thurst of acquiring knowledge from the global field of learning.

Scope for higher studies abroad:

The Islamic University Chittagong has succeeded by this short period to gain the confidence and acceptability to many universities of Asia, Europe and America. It has signed formal MoU with the International Islamic University Malaysia (IIUM), Multimedia University Malaysia (UMM), University College of Cape Breton (UCCB) Canada, the Lough Bara University, U.K. and Leicester University, U.K. Apart from these prestigious universities there are at least half a dozen universities in the East and the West who accept the students of IUC with full credit transfer for furthering their studies.

To mention some of these Universites:

1. The National University of Malaysia (UKM)
2. The University of Science Malaysia (USM)
3. International Islamic University Islamabad (IIUI), Pakistan
4. Al-Azhar University, Cairo, Egypt
5. The University of Kuwait
6. The University of Windsor, Canada
7. The Acadia University, Canada

We are trying to extend collaboration program for exchange of faculties and students for organizing some programs on joint collaboration with some other universities of Australia, Canada and USA. Some of our faculty members are furthering their studies with scholarship at the University of Portsmouth, U.K., University of Anteoup, Belgium, University of Sarawak, Malaysia and University of Sains Malaysia etc.

We do hope that the IUC will continue its journey towrds its noble destination. May Allah give us Tawfique.

GATEWAY TO A RESEARCH PAPER

Mohd. Yasin Sharif.
Head (In-charge), Dept. of English Language and Literature

"A writer keeps surprising himself.....he doesn't know what he is saying until he sees it on the paper." - Thomas Williams.

It is a common practice with man to relate what he has seen and heard. But unfortunately all of us have not been endowed with creative power, I mean all of us can not be a creative artist and write down great epic, novels, poems, stories etc. Needless to mention here that some fortunate few among us who have been gifted with creative power takes writing and story telling as a profession. But having a sound knowledge of the pattern of creative works will be helpful to read with more enjoyment and also to write and talk more interestingly. Almost every one of us wants to speak out his mind on certain occasions, want to relate his thoughts and vision to others effectively. But how to start? What to start with? We just center around all these questions.

I can bet on this matter because it happened in my case. For the last few months I have been struggling very hard to write an article. The same thing happened-centering around vacuums. What will be the topic? Where to get the materials from? For whom to write? Suddenly without giving any deep thinking I started with the most blasphemous work- Salman Rushdie's *"The Satanic Verses"* which to many Muslim- East and West appeared as a vicious series of insult to many of their most cherished beliefs. To a conservative Muslim, Islam is not just a religion in the sense that most Western use the term, a private faith which provides hope and consolation with a way of life, a body of law, an all embracing cultural framework within which novels are distinctly unimportant and potentially troublesome. That a mere novelist should dare to satirize fundamental religious belief is intolerable. Similarly Mikhail Bulgakov's 1939 novel" The Master and Margarita" takes an equally heterodox look at the genesis of Christianity and the world of communist Moscow of the 1920s. He, too blasphemes in a religious sense, questioning the origins of a religion that millions throughout the world hold sacred.

The proposal of my work was to look at the healthy blasphemy of the artist Salman Rushdie and Mikhail Bulgakov in their respective novels *"The Satanic Verses"* and *"The Master and Margarita"*. In a very short time I had piled up a huge treasures of various writers, critics, journalists, and publishers both on Rushdie and Bulgakov. But ere long a well wisher of mine informed me that the topic I was working on is a controversial one, more over *"The Satanic Verses"* has been banned all over the world, the work may create confusion about the author among the readers, the writing may not be accepted by any press etc. The same person also suggested me to have a look on the thematic and structural side of my writing, for my paper in most cases failed to conform to the rules and regulations followed in writing a research or essay paper. All my effort went in vain.

Now I am decided that I should not go any further in writing anything out of my own before I have a clear concept of the methods and means of writing a lengthy paper, article or a research

paper. So I started a totally new adventure to explore the ways, methods and purposes of writing an article, publication, research paper etc. What I have seen to my utter surprise that over the years, the practice of inventing, creating, and creative writing has grown into a highly systematized art form. The following is a miniature of my long procurement which might serve as a guideline to our tender and young learners who might one day be the proud presenter of a research or thesis paper or may also prove helpful to any of my colleagues.

The most vital and primitive requisite in writing any lengthy paper, article or a research paper, is organization. A step-by-step analysis of the following procedure will be helpful for an effective research paper preparation.

Preliminary:

While preparing your paper, you should choose such topic that interests you as well as your readers. You should also keep in mind that the relevant reference materials can be easily procured. For all these materials encyclopedias, dictionaries and almanacs, as well as books, pamphlets, and magazines and newspapers articles should be consulted.

Gathering Data

You are settled now. You have selected the topic for your essay- "Micro Computer Programs and the Writing Process". You are to gather as many good and bad ideas, suggestions, examples, sentences, false starts etc. as you can. You are also to visit your nearby library and consult different encyclopedias, magazines, books of general knowledge, and all relevant materials. Then comes the most vital task of preparing the working bibliography, which will help you from time to time during your long process of writing. In this matter cards- 3" x 5" are preferable, which have proved helpful and effective in the case of most renowned research personalities. The cards should be ear marked with sub-topics on which we are to jot down the category of books, name of books, author's name, accession number, etc, You are done, You have an over all picture of the library and reference books you are to use in writing our research paper. Using each card at a time you are to proceed on with your research work, as we have the cards bearing the sub-topics, name of the books and locations of its availability.

Taking notes:

Prior to taking notes it would be prferable to sketch out a preliminary outline of the paper. An out line is a logical, general description, a schematic summary or an organizational pattern. An outline reflects logical thinking and correct classification. In writing an outline, coordination heads should be expressed in parallel form. That is noun should be made parallel with nouns, verb forms with verb forms, adjective with adjective and so on(Example: Noun- computer, programs, users; verb-to compute, to program, to use; Adjective-home coputers, new programs, experienced users.) Although parallel structure is desired, logical and clear writing should not be sacrificed simply to maintian parallelism(For example, there are times when nouns and gerunds used at the same level of an outline are acceptable.) Reasonableness and flexibility of form is perfrred to rigidity.

On top of each card of paper thd sub-topic under disussion is to be printed.Then you are to quote by summaizing in our own words thd essential information and ideas expressed in a new form, you expect to use in our paper along with the exact book's name & page number from which the informatioin is taken.This is called Parapharisng is a valuable skill because it is

better than plagiarism. Plagiarism is the using of material from books and other sources without giving proper credit.

But there is no harm in using verbatim. Verbatim is word for word copying of one's work encosing it in quotation marks giving proper credit.

Writing the paper :

your paper is ready to be printed.You got the title of your paper, dedicate your woirk to someone very special to yopu and pay due homage to the people you are indebted to in preparing your paper - acknowledgement .What is missing -an abstract. An Abstract in other word is the gist of the complete research giving out in brief the purpose,method,scope,result, conclusion and recommendations .It allows readers to decide whether they want to proceed further or not. What follows abstract is the introduction.An introduction can often be the most thought-provoking element of a paper,but it can be most chllenging to compose. There is no right or wrong way to begin a paper just as there are no right and wrong ways to start conversation. An introduction serves mainfold purposes. It establishes a frame of references for the reader. The introduction should inform the reader of your paper's general topic,the interdisciplinary perspective you have adopted and the type of terminolgy, evidence and logic he or she can expect throughout the paper. It invities the reader to continue reading the rest of the paper. Now everything is in your hand. You are only to arrange them in order and the work is done.Take out the information filled up in your cards and make a draft of the same.

Give a final touch to your work - I mean the conclusion. Usually conclusion is the writer's own views, experiences,assumptions and his exceptions. It should be rich in tone and should contain a message for the readers.

After conluding the paper you should give out the detail sources of the material exposed in the body of the paper in the form of notes.A note helps us to know detailed informationn about the source with full name of the book with page number. They are usually field up numerically at the end of the research paper.

There is a basic difference between a note and a bibliography, which comes at the end of the paper soon after the notes. The bibliography includes the name of the books, publications, places and dates of publication which the notes do not.In fact a bibliopgraphy is a list of books, publication etc in alphabetical order that have been used in preparing the research paper. Thus a bibligoraphy serves as a guidline for the readers where they should go for more information of the same kind.That all we are done!!! Edit out the final copy keeping the format-title page, text of the paper,notes page,and bibliography page.

Finally we can say it can be said that a reserch paper is no other than one's own creation and presentation which firmly proves his art of presentation and gives the reader an opportunity to have a glimpse of the author's taste, intellect and his ability to express anything accurately and precisely as possible.In other word the language,evidences and logic used in your paper will serve as stimulator as an encouragement for the amateurs to come.Then only we can call a research work successful and fruitful .

Source: ***Lester, James D.****: Writing Research papers: A complete Guide. Glenview,Illionors: Scott, Foresman and Company,1971.*

ESTABLISHMENT OF IUC AND SOME MEMORABLE EVENTS

Md. Enayet Ullah Patwary
Director- Student Affairs Division

Islamic University Chittagong is one of the leading Private Universities in Bangladesh. It has been established with a view to producing a new generation of blanced personality equipped with proper knowledge and modern technology. The establishment of this University was initiated by some renowned scholars, educationists and Islamic thinkers of Chittagong and elsewhere. To materialize the noble objectives and building up an institution of higher learning a meeting was held on 15.9.1992 at Baitus Sharaf Foundation, Chittagong. The meeting was attended by renowned Islamic thinkers, scholars, social workers,educationists. The meeting came up with a resolution to establish a Private University namely Islamic University Chittagong and formed a committee with Alhaj Mawlana Shah Abdul Jabbar (Peer Shaheb, Baitus Sharaf) as its Chairman and Alhaj Md. Badiul Alim as its Secretary. Renowned Islamic thinker Mawlana Md. Shamsuddin and renowned scholar Principal A.A. Rezaul Karim Chy. were two Vice-Chairmen of the committee. Mr. Md. Nurul Ameen was the Assistant Secretary of that committee. Initially Islami Shamaj Kallayan parishad (ISKP) had taken a decision on 1st June 1992 to establish an Islamic University in Chittagong and formed a Site Selection Committee headed by Alhaj Md. Badiul Alim the then Secretary Of ISKP.

On 12th September 1993 Prof. Dr. Muhammad Loqman of Chittagong University was requested to act as the Project Director (Honorary) of the University. The committee also requested him to prepare a syllabus and curricula with the help of Prof. Dr. Muhammad Nurul Islam, Prof. K.M. Golam Mohiuddin, Prof. Dr. A.Q.M Shamsul Alam, Prof. Abdun Nur and some other respected teachers of Chittagong University. I am very sorry not to quote all the names. But myself and the Authority of IUC are grateful to those teachers & persons who helped to prepare the prospectus of IUC.

After the completion of Masters Examination I was asked to join this noble effort on 19th June, 1994. On that day I was handed over some raw sheets for computer compose and to make them final. For completing the prospectus of IUC, Bio-data of proposed teachers were necessary. To Collect the Bio-data, I had to go to some institutions and persons on foot ingnoring fierce sunshine. Having got the prospectus prepared, we filled in application in prescribed form and it was done sitting at the office of a Real Estate Firm as there was no office of IUCT or IUC at that time. We had submitted the application to the University Grants Commission (UGC) of Bangladesh on 4th August, 1994 for getting permission to establish a private university under Private University Act 1992.

The UGC held a threadbare discussion and several meeting with Prof. Dr Muhammad Loqman and Alhaj Md. Badiul Alim regarding the application and syllabus-curricula. After four months the UGC finally approved the Course curricula & Syllabi and sent the application to the Minstry of Education with a recommendation for taking necessary action regarding permission for establishing IUC on 18th December 1994. I felt proud to be the recipient of the letter of UGC

on 18th January in the morning and I rushed to Zia International Airport to hand over the UGC's recommendation letter to Alhaj Md. Badiul Alim and Prof. Dr. Muhammad Loqman who were scheduled to fly for K.S.A the same day. I handed over the letter to them just before entering into the Aeroplane.

Initially IIRO agreed to provide necessary technical and financial assistance to Islami Shamj Kaliyan Parishad Chittagong (ISKP), for establishment of an Islamic University. IIRO was ready to bear 80% of the expenses where rest 20% would be borne by ISKP. To sign in the agreement Alhaj Md. Badiul Alim and Prof. Dr. Mohammad Loqman had gone to KSA. After series of meetings with them IIRO Authority came to a final decision to sign the agreement. But unfortunately on the date of agreement signing, the authority of IIRO was absent and sent a news regretting that because of state policy the IIRO Authority was unable to sign the agreement. The delegation came back home with great disappointment. But they did not lose their strength and determination. Founders of IUC started their Journey afresh.

It was February of 1995 and month of Ramadan. Prof. Dr. Muhammad Loqman and myself were given responsibility to pursue the application and get the permission. Accordingly Dr. Mohammad Loqman and I had gone to Dhaka in the 1st week of February 1995 and were engaged in accelerating the process of getting permission. After three or four days Prof. Dr. Md. Loqman left me giving directives and duties to follow up the application and went to Rajshahi University for academic purpose. Henceforth, I used to go to the Secretariat everyday to follow up the file and application. On 10th February 1995, I went to the office of the then Education minister Barrister Zamir Uddin Sharkar and came to know that the file had been sent to the residence of the Minister. With a curious mind on the following day, 11th February, I went to the Secretariat and asked the assistant commissioner concerned if there was any news for me. He replied in affirmative. Controlling my exultation I asked Mr. Golam Faruque, Assistant Commissioner concerned, whether it would be possible to get the permission letter that day. He came forward issuing permission letter and I received the letter on behalf of IUC. I had been grateful to Allah (SWT) and was very delighted. I left for Chittagong by air that afternoon and reached the residence just before Iftar. After Iftar, I phoned Moulana Mohammad Shamsuddin and informed him about my receiving of the permission letter form the Ministry of Education. He expressed his gratitude with joy and pleasure. All the founders of IUCT become enthusiastic.

Long discussion and several meetings were held to decide whether IUC would be started immediately or not. An important meeting was held on 25th May, 1995 with Mowlana Md. Shamsuddin in the chair. Almost all venerable persons were present in the meeting. Having been directed I arranged the program and recorded the proceedings of the meeting. The meeting started early in the morning and continued for long 6 hours. The members were divided int their opinion. Some members had given their opinion for not to start the varsity rather they wanted to start the classes in the following year. The Chairman was completely nonplussed and suspended the meeting without taking any concrete decision. As per decision of the meeting a delegation had been sent to Dhaka to collect necessary fund for the University. The delegation went to Dhaka and collected some amount of money as loan and got assurance for further assistance.

However, with the permission of Alhaj Md. Badiul Alim, Founder Secretary of Islamic University Chittagong Trust (IUCT), I prepared an Admission Advertisement and duly published in the local dailies at first. After advertisement, some other necessary formalities were done for commencement of classes.

After publishing advertisement no time was left out to think whether we should start the classes this year or not. Around 130 students collected the Application Forms. An Admission Test was

held on 24th June 1995 and Finally 47 students admitted in the Department of Quranic Science & Islamic Studies, Computer Science & Engineering and Business Administration. Before commencement of classes, a computer laboratory was inaugurated on 15th July, 1995. Peer Shaheb- Baitus Sharaf, Late Mowlana Md. Abdul Jabbar inaugurated the laboratory by switching on the computer which he had donated earlier.

At last the long cherished day knocked at the door. On 1st August 1995 through a simple function classes of IUC had been started. Among others Late Mowlana Shah Md. Abdul Jabbar, Mowlana Md. Shamsuddin, Alhaj Md. Badiul Alim. Prof. Dr. Muhammad Loqman, Mowlana Md. Abu Taher, Mowlana Md. Mominul Haque Chy, Mowlana Md. Shamsul Islam were present at that simple but significant ceremony. Alhamdulillah, since 1st August 1995, IUC is heading towards its noble destination day by day without facing any major problem. The dream has come true and really IUC has now become an institution of higher learning with reputation and confidence.

Islamic Shamaj Kallyan Parishad Chittagong (ISKP), is the pioneer organization that came forward to establish and run IUC. Apart their financial co-coperation, initially they offered their the only micorbus to be used full time by which we brought and sent our part time teachers from different institutions including Chittagong University. We must admit the all out co-operation of ISKP, otherwise we shall be ungrateful.

IUC has become a focal institution when Professor Mohammad Ali, a versatile scholar, the former Vice-Chancellor of Chittagong University and ex-member of UGC joined Islamic University Chittagong as its Vice-Chancellor. Before that Prof. Dr. Abu Bakr Rafique Ahmad had been appointed as Pro Vice-Chancellor of IUC on 27 July 1996. He was also Chief Executive (Acting) of IUC from 27 July 1996 to 28 February 1998. The progress and development of IUC is nothing but the kind mercy of Allah (SWT). Under the dynamic leadership of Professor Mohammad Ali IUC is heading step by step towards its goal.

SOME HISTORICAL EVENTS OF IUC

◆ Inauguration of Arabic Language Institute	16th October, 1994
◆ Recommendation letter From UGC to the Ministry of Education	18th December, 1994
◆ Approval letter from the Ministry of Education	11th February, 1995.
◆ 1st Admission Test	24th June, 1995.
◆ Inauguration of 1st Computer Lab	15th July, 1995.
◆ Classes Start	1st August, 1995
◆ Inauguration of IUC Library	15th August, 1995.
◆ Inauguration of Hostel	31st August, 1995.
◆ Professor Mohammad Ali joined as Vice-Chancellor	1st August, 1998.
◆ Foundation Stone laid for Permanent Campus	17th March, 1999.
◆ 1st Bi-ennial confernece of IUCT	10th & 11th December, 1997.
◆ Classes start at Dhaka Campus	January, 2000.
◆ Commencement of masters program	September, 2000

At present around 2000 students are studying at IUC in its six Departments e.g. Dept. of Quranic Science & Islamic Studies, Dawah & Islamic Studies, Computer Science & Engineering, Computer & Communication Engineering, Business Administration, English Language & Literature in both Main Campus and Dhaka Campus.

May Allah give us Tawfique to head the IUC smoothly and successfully.

ইসলামী চেতনায় ভবিষ্যত দর্শন

কালাম আহসান
প্রভাষক : কুরআনিক সায়েন্স এন্ড ইসলামিক ষ্টাডিজ

ভূমিকা ঃ

মানুষ সময়কে তিনটি ভাগে ভাগ করেছে ঃ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত। কিন্তু সত্যিকারভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বর্তমান খুবই সংক্ষিপ্ত ও দ্রুতগামী। বর্তমানের কোন স্থায়িত্ব নেই। আমরা নির্দিষ্ট এক লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে যেন একটা পথে ছুটে চলেছি। আমাদের সামনে রয়েছে অনেক পথ, আর পিছনে ফেলে যাচ্ছি আরো পথ। ভবিষ্যত পথকে নিয়ন্ত্রণ করতে বর্তমানের ভবিষ্যতের পথ সম্পর্কে ধারণা করা যায়। যদি কেউ তার গতিপথের প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য, ধরণ, দূরত্ব, পথের করণীয় সম্পর্কে ধারণা করতে পারে তাহলে বর্তমানকে সেভাবে সাজিয়ে নেয় বা নিতে পারে। এ দিক দিয়ে ভবিষ্যত ও বর্তমানকে নিয়ন্ত্রণ করে। ইসলামী চেতনা ও ব্যবস্থাপনায় ভবিষ্যত দর্শনকে খুব গুরুত্ব দেয়া হলেও আমরা অনেকেই সে গুরুত্ব উপলব্ধি করিনা এবং প্রস্তুতি গ্রহণ করি না। অথচ, ভবিষ্যতের চাল-চিত্র সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সাঃ) সুস্পষ্ট ধারণা ও চিত্র এঁকে দিয়েছেন।

'ভবিষ্যত দর্শন' বলতে কি বুঝায় ?

'ভবিষ্যত দর্শন' বলতে বুঝায় অতীত ও বর্তমানের কোন কর্মের আলোকে সুনির্দিষ্ট কোন পরিকল্পনার ভিত্তিতে ভবিষ্যতের কোন ফলাফল সম্পর্কে আশা করা। অর্থাৎ যদি কেউ কোন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হয় তাহলে একথা মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, ভবিষ্যতে সে একজন ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বের হবে। অথবা, নিশ্চিত করে বলা যায় যে, সে অবশ্যই ডাক্তার হবে না। বর্তমানের চলার পথ, গতি ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিকতা বিচার বিশ্লেষণ, যোগ-বিয়োগ করে ভবিষ্যতের একটা সম্ভাব্য চিত্র অংকন করা। এই ভবিষ্যত দর্শন অবশ্যই প্রথাগত গণন শিল্প নয়। গণন শিল্পের সাথে বিভিন্ন দিক দিয়ে এই ভবিষ্যত দর্শনের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। আমাদের পরবর্তী আলোচনায় ক্রমে ক্রমে এই পার্থক্যগুলো পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।

ভবিষ্যত দর্শন সম্পর্কে আল কুরআনঃ

পবিত্র কুরআনের বিশাল অংশ মানব জাতির সামষ্টিক ভবিষ্যত বর্ণনায় ভরে আছে। এই বর্ণনাকে আমরা তিনভাগে ভাগ করতে পারি ঃ

(ক) মৃত্যুর পর মানুষের ভবিষ্যতে কি ঘটবে, কোথায়, কোন স্তরে কার কি ঘটবে, কার কি পরিণাম হবে সবিস্তারে বলা হয়েছে। যেমন ঃ

(১) সূরা তাকাসুরে বলা হচ্ছেঃ "সাবধান, তোমরা অবশ্যই জানতে পারবে। আবার সাবধান, তোমরা অবশ্যই জানতে পারবে। সাবধান, আহা যদি তোমরা নিশ্চিত জানতে! তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখতে পারবে। তারপর তোমরা অবশ্যই তা দেখতে পাবে দিব্য প্রত্যয়ে। এরপর তোমরা অবশ্যই সেদিন নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।"(৩ -৮)

(২) এর পূর্বের সুরা আল-ক্বারিয়াতে বলা হয়েছে, "করাঘাতকারী। করাঘাত কারী কি ? করাঘাতকারী সম্পর্কে আপনি কি জানেন? যেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতংগের মত এবং পাহাড়গুলো হবে ধুনিত তুলোর মত।" (১ -৫)

এভাবে অসংখ্য আয়াতে ভবিষ্যত জীবন সম্পর্কে মানুষকে বার বার সচেতন করে তুলে তাকে মূলতঃ ভবিষ্যত অভিমুখী

করে তোলা হয়েছে। ভবিষ্যতকে এমন সুন্দর কথামালায় চিত্রায়িত করা হয়েছে যে, এর মাধ্যমে একজন সুস্থ সচেতন মানুষকে ভবিষ্যতচারী করে তোলা হয়েছে। এজন্যেই হাদীসে বলা হয়েছে, "বুদ্ধিমান ব্যক্তি তিনিই যিনি নিজের হিসাব নেন এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য কাজ করেন।" (দেখুন, তিরমিজী হাদীস নং ২৪৬১, রিয়াদুস সালেহীন, হাদীস নং- ৬৬)

(খ) এছাড়াও পবিত্র কুরআনে এমন অনেক ভবিষ্যত ঘটনার বিবরণ দেয়া হয়েছে যা দুনিয়ার সাথে সম্পৃক্ত। এরও বহু উদাহরণ রয়েছে। যেমন ঃ

(১) রাসুলুল্লাহ (সাঃ) যখন মক্কার কাফিরদের দ্বারা দারুণভাবে নিগৃহিত ও নিষ্পেষিত হচ্ছিলেন তখন একটি আয়াত অবতীর্ণ হয়। "খুব অচিরে গোষ্ঠীরা পরাস্ত হয়ে পেছন ফিরে যাবে, বরং কিয়ামতই তাদের আসল সময়। কিয়ামত হচ্ছে মারাত্মক বিপদ সংকুল ও তিক্ততর। (সূরা-আল কামার ৪৫- ৪৬) এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর ওমর (রাঃ) খুব বিস্মিত হয়ে বললেনঃ কোন্ দল পরাস্ত হবে আর কোন দল বিজয়ী হবে ? ওমর (রাঃ) বলেনঃ বদর যুদ্ধের দিন রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে বর্ম পরে লাফিয়ে লাফিয়ে বলতে শুনলামঃ গোষ্ঠীটি পরাস্ত হয়ে পশ্চাদপসারণ করবে' সেদিনই আমি এই আয়াতের মর্ম বুঝলাম।" (দেখুন ঃ তাফসীরে ইবনে কাসীর ৪/২৬৬)

(২) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন মক্কায় ছিলেন, নবুওয়াতের অষ্টম সালে সূরা রূম অবতীর্ণ হয়। সেখানে আল্লাহ একটি ভবিষ্যত বাণী শুনিয়েছিলেন ঃ

"রোমকরা পরাজিত হয়েছে। নিকটবর্তী এলাকায় এবং তারা তাদের পরাজয়ের পর অতি সত্বর বিজয়ী হবে। কয়েক বছরের মধ্যে। পূর্বাপরের কাজ আল্লাহর হাতেই .....।" (রূম ঃ ২ - ৪)

বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় যে, "হিজরতের পাঁচ বছর পূর্বে এই ঘটনা ঘটে এবং সাত বছর পূর্ণ হওয়ার পর বদর যুদ্ধের সময় রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে।" (দেখুন ঃ সংক্ষিপ্ত মাআরেফুল কুরআন, মুহিউদ্দীন খান অনূদিত, পৃ ১০৩৭) এ ঘটনা দ্বারা মুসলমানদের একটা মনস্তাত্ত্বিক প্রশান্তি দেয়া হয়েছে। কারণ, মানুষ যদি ভবিষ্যতের কোন সুসংবাদ শুনতে পায় তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই পুলকিত হয় এবং কাজে আরো উৎসাহ পায়। কোন শিক্ষক যদি তার ছাত্রকে বলেন আমি আশা করি তুমি পরীক্ষায় ফার্স্ট হবে, তাহলে সে আরো মনোযোগী হয়ে পড়াশুনায় যত্নবান হয়। আর যদি কোন দুর্ঘটনার আঁচ করতে পারে তাহলে সে যথাসম্ভব চেষ্টা করে দুর্ঘটনা এড়াবার এবং সম্ভব সবরকম প্রস্তুতি নিয়ে থাকতে পারে।

(গ) স্বাভাবিক ভবিষ্যত সম্পর্কে ধারণা রাখা এবং সে অনুযায়ী পরিকল্পনা মাফিক কাজ করাঃ

এ প্রসঙ্গে বেশ কিছু আয়াত রয়েছে; তন্মধ্যেঃ

(১) আল্লাহ বলেন , "হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং প্রত্যেকেই আগামী কালের জন্যে কি করছে তা যেন দেখে নেয় এবং আল্লাহকে ভয় করে। তোমরা যা করছো সে সম্পর্কে আল্লাহ অবশ্যই জ্ঞাত আছেন।" (সূরা হাশার ঃ ১৮)। এই আয়াতের তাফসীরে আগামীকাল বলতে প্রায় সকলেই কিয়ামতকে বুঝিয়েছেন। (দেখুন ঃ ফাতহুল কাদীর ৫/ ২০৫, ইবনে কাসীর ৪ : ৫৩৩)। তবে, আল্লামা শাওকানীর বর্ণনা মতেঃ আরবরা ভবিষ্যত বুঝাতে 'আগামীকাল' শব্দ ব্যবহার করতেন। (দেখুন ঃ প্রাগুক্ত)।

তবে, আমার মনে হয়, এখানে 'আগামী কাল' বলতে শুধুমাত্র কিয়ামত না বুঝিয়ে সাধারণ ভাবে যে কোন ভবিষ্যতকেই বুঝানো উচিত। কারণ, স্বাভাবিক ভাবেই যে কোন সফল মানুষকে তার ভবিষ্যত সম্পর্কে একটা ধারনা বা পরিকল্পনা করে কাজ করতে হয় এবং বর্তমানের কর্ম, কর্মপদ্ধতি সেই ভবিষ্যতকে প্রভাবিত করে। কারণ বর্তমানের কোন কাজই ভবিষ্যতের শিকল হতে মুক্ত নয়। পৃথিবীর বুকে এমন কোন কাজ নেই যার কোন ভবিষ্যত প্রতিক্রিয়া নেই। সুতরাং, আয়াতের মর্ম হচ্ছে ঃ তুমি বর্তমানের যত কাজই করোনা কেন, ভবিষ্যতে তার কি ফলাফল হবে তা দেখে নিয়ে, বিচার-বিবেচনা করে নিও। কারণ, বর্তমান কাজের ওপরই ভবিষ্যতের সৌধ নির্ভর করে এবং এই ভবিষ্যতের চূড়ান্ত পর্যায় হচ্ছে কিয়ামত।

(২) ভবিষ্যত দৃষ্টি সম্পর্কে অন্য আয়াতে আছে ঃ "হে মুমিনগণ তোমরা তোমাদের সতর্কতা অবলম্বন করো,

এরপর তোমরা ছোট ছোট দলে অথবা একত্রে যুদ্ধে বেরিয়ে পড়।" (সূরা নেসা-৭১)

এখানে সতর্কতা ও এর আনুষঙ্গিক উপায়-উপাদান গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। এ আয়াতটা মূলত যুদ্ধের ক্ষেত্রে বলা হলেও তার মর্ম শুধু যুদ্ধের ভেতরেই সীমাবদ্ধ নয় বরং জীবনের যাবতীয় ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। আর একথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে কোন ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বনের অর্থই হচ্ছে সে ব্যাপারে ভবিষ্যতের একটা চিত্র নিজেদের কাছে স্পষ্ট করে তোলা। কোন বিষয়ে ভবিষ্যত ধারণা নিয়েই একটা সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। ভবিষ্যত সম্পর্কে পূর্ব ধারণা ছাড়া কোন সতর্কতা অবলম্বনের আহবান অর্থহীন। মানুষের সমস্ত জীবনটাই সংগ্রাম মুখর। সংগ্রাম নিজের আত্মার সাথে, নিজের সমাজের রোগ ব্যাধির সাথে, বহিঃশত্রুর সাথে। কোন্ শত্রু কোন্ পথে আক্রমণ করতে পারে, কী কী ধরণের অস্ত্র ও কৌশল অবলম্বন করতে পারে, সেই তুলনায় কোন ধরণের প্রস্তুতি ও অবস্থান গ্রহণ করলে সম্ভাব্য বিজয় আসতে পারে- এসবই একজন মুসলমানকে জানতে হবে। এই জানার নামই ভবিষ্যত দর্শন এবং এর জন্য যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছে সতর্কতা অবলম্বন করা।

মহানবী (সঃ) ও ভবিষ্যত দর্শন ঃ

আল্লাহর নবীর (সাঃ)-এর জীবন অধ্যয়ন করলে দেখা যাবে যে, তিনি সবসময় ভবিষ্যতকে লালন করে বর্তমানকে অতিবাহিত করেছেন। প্রফেসর ড. ইউসুফ আল কারজাবী বলেনঃ "রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সীরাতের একনিষ্ঠ পাঠক একথা বুঝতে পারবেন যে, তিনি তাঁর দাওয়াতের ভবিষ্যত সম্পর্কে একটুও অমনোযোগী ছিলেন না বরং এ নিয়ে তিনি চিন্তা ভাবনা করতেন, পরিকল্পনা করতেন এবং তাঁর সুযোগ ও সম্বল অনুযায়ী প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন।" (দেখুনঃ আওলাবিয়াতুল হারাকাতিল ইসলামিয়্যাহ, ১৩শ সংস্করণ ১৯৯২, পৃ. ১২৩)। রাসলুল্লাহ (সাঃ) তার জীবনে ভবিষ্যতকে বেঁধে ছিলেন অতীত ও বর্তমানের একই সূত্রে। তিনটি কালই ছিলো তাঁর কাছে একটি মালার মত। বর্তমানের কাজকে তিনি অতীতের পর্দায় মূল্যায়ন করতেন, আবার ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে থাকতেন। মক্কায় যখন সাহাবী, বিশেষতঃ দূর্বল সাহাবীদের প্রতি অত্যাচার চরম পর্যায়ে ওঠে তখন খাব্বাব ইরস রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে আশ্রয় পেতে এসেছিলেন তিনি তখন কা'বার ছায়ায় চাদর পেঁচিয়ে বসেছিলেন। খাব্বাব বললেন, "ইয়া রাসুলুল্লাহ! আপনি আমাদের জন্যে দোয়া করবেন না? তখন তিনি বললেন ঃ তুমি কি জানোনা, তোমাদের পূরবর্তীদের সাথে কেমন আচরণ করা হয়েছে ? দাওয়াত কারীদেরকে ধরে মাটিতে অর্ধেক পুঁতে রাখা হতো । এরপর করাত দিয়ে দু'ভাগ করে ফেলা হতো। কখনো কখনো পেরেকের চিরুনী দিয়ে গোশত আঁচড়াতে আঁচড়াতে হাঁড় পর্যন্ত পৌছে যেত। এরপরও তারা দ্বীন থেকে ফিরে আসেনি। আল্লাহর কসম, আল্লাহ এই দ্বীনকে অবশ্যই পরিপূর্ণ করবেন, ফলে মুসাফির সানআ থেকে হাজারা মাউত পর্যন্ত চলাচল করবে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো ভয় করবেনা, বাঘ-ছাগলে একসাথে পানি খাবে, অথচ তোমরা খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছো।" (দেখুন বুখারী) এই ঘটনায় রাসুলুল্লাহ (সঃ) চমৎকারভাবে তিন কালের অপূর্ব সমন্বয় দেখিয়েছেন। শুধু তাই নয়। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) অসংখ্য হাদীসের মাধ্যমে ভবিষ্যতের অনেক ঘটনাবলী সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন এবং কিভাবে তার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে তারও পরামর্শ তিনি দিয়েছেন। এসমস্ত দ্বারা বুঝা যায় যে, ইসলামী চেতনায় ভবিষ্যত দর্শন এক বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে আছে। প্রতিটা মুসলমানই একজন ভালো ভবিষ্যত দ্রষ্টা। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বলা হয়েছে, "তোমরা মুমিনের দূর দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টিকে ভয় করো, কারণ সে আল্লাহর নূর দিয়ে দেখে।" (দেখুনঃ আল মু'জাম আল ওসীত, আর রাসা, মাদ্দাহ)

ভবিষ্যত দর্শনের কতিপয় মূলনীতিঃ

(১) আল্লাহর ওপর চূড়ান্ত নির্ভরতা ঃ আসলে, ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা হুবহু মানুষ জানেনা। বরং মানুষের ভবিষ্যত দর্শন ধারণা ভিত্তিক। তাই কোন কাজ করতে গেলে, কোন সিদ্ধান্ত নিতে গেলে আল্লাহর ওপর চূড়ান্ত নির্ভর করতে হবে। আল্লাহ বলেন, "আর আপনি কোন ব্যাপারে অবশ্যই যেন বলবেন না আমি আগামী কাল একাজ করবো, ইন্‌শাল্লাহ (আল্লাহ যদি চান) ছাড়া।" (সূরা আল কাহাফ ঃ ২৩) কারণ হিসেবে অন্য সূরায় বলা হয়েছেঃ "আগামী কাল কী অর্জন করবে তা (নিশ্চিত করে) কেউ-ই জানেনা।" (সূরা লুকমান ঃ ৩৪)।

অতএব, মানুষ ধারণা করতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতের বাস্তবতা আল্লাহর হাতে এবং সেভাবেই কথা বলতে হবে।

ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণঃ

অভিজ্ঞতা অথবা অন্য কোন উৎস হতে আহরিত ভবিষ্যত ধারণার ওপর ভিত্তি করে যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। কারণ, ধারণা লাভের উদ্দেশ্যই হচ্ছে প্রস্তুতি গ্রহণ করা। কোন রকম প্রস্তুতি গ্রহণ না করে আল্লাহর ওপর ভরসা করে হাত গুটিয়ে বসে থাকার মতো আল্লাহর নবী (সাঃ) কোন দিন শিক্ষা দেন নি। বরং তিনি বলেছেন ঃ "উট বাঁধো, তারপর আল্লাহর ওপর ভরসা কর।" (দেখুনঃ ইহইয়া উলুম আল দীন, ইমাম গাজ্জালী ৩: ২৫৮)

ভবিষ্যত দর্শনের উৎস সন্ধানঃ

নবী (সাঃ) এর পক্ষে ভবিষ্যত জানা সহজ ছিলো, আল্লাহ-ই তাঁকে অনেক বিষয় জানিয়ে দিতেন। কিন্তু, আমরা যারা সাধারণ মানুষ তাদের ভবিষ্যত দর্শনের উৎস কোথায়? আমরা কি নিছক ভিত্তিহীন ধারণা করবো, নাকি কোন নির্ভরযোগ্য উৎস রয়েছে ? এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা প্রধান দুটি উৎসের সন্ধান পাইঃ

(ক) আল্লাহর পথ হতে বিশেষ দূরদৃষ্টি লাভ করা। যারা আল্লাহর নিকটমত প্রিয় বান্দা, তাদের হৃদয়ে এমন এক ঐশী আলোর স্রোত বইতে থাকে যে স্রোতের মাঝে বান্দারা ভবিষ্যতের অনেক নুড়ি-পাথর কুড়িয়ে পায়। তবে, এই স্তরে পৌছানোর জন্যে কাজে-কর্মে, কথায় ও বিশ্বাসে অব্যশ্যই এমন মান সম্পন্ন হতে হবে যার প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সাঃ) সন্তুষ্ট আছেন। যারা গোনাহগার, আত্মার অত্যাচারী তারা এই ঐশী জ্যোতি লাভ করতে পারে না এবং তাদের ভেতর এই ভবিদৃষ্টিও আসেনা।

(খ) আল্লাহ প্রত্যেকটা জিনিসের ভেতর এক একটা নিয়ম করে দিয়েছেন যাকে আমরা প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য বলি। যেমন- বীজ মাটিতে পুঁতে দিয়ে সার পানি দিলে চারা গজায়। এটা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত রীতি। সুতরাং কেউ যদি সবল কোন বীজ যথা সময়ে উপযুক্ত মাটিতে বপন করে আসে তাহলে সে বলে দিতে পারে ২/৩ দিন পর চারা গজিয়ে উঠবে। এই ভবিষ্যত দর্শন সম্ভব হয়েছে সৃষ্টির রহস্য জানার ফলে। এভাবে আল্লাহ প্রত্যেকটি বস্তু ও কর্মের এমন সব বৈশিষ্ট্য নিহিত রেখেছেন। মানুষের জীবনের ইতিহাসেরও একটা ধারা বৈশিষ্ট্য আছে। জলবায়ু-আবহাওয়ার বেশিষ্ট্য রয়েছে- এইগুলো জেনে এরপর বিচার বিশ্লেষণ করে কোন সম্ভাব্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। যেমনঃ বৃটিশরা যখন ভারত দ্বিখণ্ডিত করে দুই প্রান্তে দুই পাকিস্তান সৃষ্টি করেছিলো তখন অনেকেই মন্তব্য করেছিলেন- খুব তাড়াতাড়ি এই পাকিস্তান ভেঙ্গে যাবে এবং বাস্তবে হয়েছেও তাই। এই ভবিষ্যদ্বাণী কোন প্রত্যাদিষ্ট সংবাদ ছিলোনা। সমসাময়িক রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক, সামাজিক সাংস্কৃতিক উপাত্ত-বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করেই ঐ ভবিষ্যত বাণী উচ্চারিত হয়েছিলো। তবে এজন্যে প্রয়োজন গভীর অভিজ্ঞতা, অনুধ্যান, বিশ্লেষণ ক্ষমতা, সূক্ষ্ম অর্ন্তদৃষ্টি ও ধারণা শক্তি। এগুলো সব খোদাপ্রদত্ত নয়, বরং শ্রমার্জিতও। এই উৎসের ফলাফল কোনক্রমেই নিশ্চিত নয়, বরং সম্ভাবনাময়। এগুলোর ওপর অন্যকোন উৎস না থাকলে মোটামুটি আস্থা রাখা যায়।

আমাদের করণীয় ঃ

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে এখন আমাদের করণীয় অত্যন্ত সুস্পষ্ট। নিম্নে সংক্ষেপে এভাবে চিহ্নিত করা যায় ঃ

(১) আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবনে দূরদৃষ্টির চর্চা করতে হবে। বর্তমানের সাময়িক স্বার্থের মোহে ভবিষত্যের কল্যাণ সম্ভাবনা ক্ষুণ্ন হচ্ছে কি-না ভেবে দেখতে হবে।

(২) নিজেদের ভবিষ্যত সম্পর্কে সার্বিক কর্মপন্থা উদ্ভাবনের জন্যে আত্মোন্নয়ন ঘটাতে হবে, আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক তৈরী করতে হবে।

(৩) জাতীয় জীবনের ভবিষ্যত চিত্র অংকন করার জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে সমন্বিত গবেষণা কর্ম চালাতে হবে।

(৪) সম্পন্ন গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে বাস্তবতার আলোকে সাধ্যসীমার ভেতর যথাযথ পরিকল্পনা তৈরী করতে হবে।

(৫) ভাবদর্শন ও দূরদৃষ্টির অভাবে আমাদের যে ক্ষতি হয়েছে এবং হচ্ছে তা হৃৎমূলে অনুধাবন করতে হবে।

কম্পিউটারের ইতিবৃত্ত

মোহাম্মদ ইদ্রিস চৌধুরী

ল্যাটিন শব্দ Compurate থেকে ইংরেজী Computer শব্দের উৎপত্তি। যার অর্থ গণনাকারী যন্ত্র। কম্পিউটার বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সমাধানের জন্য তৈরী অত্যাধুনিক একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র। কম্পিউটার নিজে নিজে কোন কাজ করতে পারে না। কম্পিউটার আবিষ্কারকগণ এবং ব্যবহারকারীগণই যন্ত্রটিকে বলে দিচ্ছে তাকে কি করতে হবে এবং কিভাবে করতে হবে।

কম্পিউটারের আকার, আকৃতি, গতিশীলতা, নির্ভরতা ইত্যাদি দিকসমূহ বিচার-বিশ্লেষণ করে কম্পিউটারকে চার ভাগে ভাগ করা যায়।

১. সুপার কম্পিউটার (Super Computer)
২. মেইনফ্রেম কম্পিউটার (Mainframe Computer)
৩. মিনি কম্পিউটার (Mini Computer)
৪. মাইক্রো কম্পিউটার (Micro Computer)

১. **সুপার কম্পিউটার (Super Computer) ঃ** প্রতি সেকেন্ডে কয়েক কোটি গাণিতিক কার্যাবলী সম্পাদনে সক্ষম এই কম্পিউটারটি আকারে খুবই বড়ো এবং অধিক ব্যয় বহুল। এই কম্পিউটার তৈরী, বিক্রয় ও বাজারজাতকরণ সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত। তাই বিশ্বের গুটিকতেক দেশে এর ব্যবহার সীমাবদ্ধ। CRAY-I, MRAY X-MP, SRPER-SXII, CYBER-205 ইত্যাদি কয়েকটি সুপার কম্পিউটার। এগুলো বহুজাতিক কোম্পানি, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, মহাকাশ গবেষণা ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয়।

২. **মেইনফ্রেম কম্পিউটার (Mainframe Computer) ঃ** বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠানে এক সঙ্গে কয়েকজন ব্যবহারকারীর কাজ করার সুবিধা বিশিষ্ট বড়ো আকারের কম্পিউটারকে মেইনফ্রেম কম্পিউটার বলা হয়। প্রথম দিককার কম্পিউটারে সিপিইউ (CPU) থাকতো সিন্দুকের মতো বড়ো বাক্সের মধ্যে। এই ধাতব বাক্সের আবরণী থেকে মেইনফ্রেম কথাটি চালু হয়েছে। সুপার কম্পিউটারের তুলনায় ছোট হলেও মেইনফ্রেম কম্পিউটার প্রচুর তথ্য সংরক্ষণ করতে পারে এবং ব্যাপক ক্ষমতাসম্পন্ন। এই কম্পিউটারের একাধিক সিপিইউ থাকে। দূরে অবস্থিত টারমিনালের মাধ্যমে এখানে একই সময়ে অনেক কাজ প্রক্রিয়াকরণ করা সম্ভব। এটি বিভিন্ন ধরনের ইনপুট, আউটপুট যন্ত্রপাতি এবং অনেক রকম সেকেন্ডারী মেমোরীর সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতে পারে। এখানে সব রকম হাই লেভেল ল্যাংগুয়েজ ও প্যাকেজ প্রোগ্রাম ব্যবহৃত হয়। এক সঙ্গে একাধিক ব্যবহারকারী মেইনফ্রেম কম্পিউটার ব্যবহার করতে পারে। এটি দ্রুতগতিতে অনেক নির্দেশ একবারে নির্বাহ করতে পারে। উচ্চ স্তরের প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ, জটিল বৈজ্ঞানিক গবেষণা, প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান, বৃহৎ শিল্প বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে মেইনফ্রেম কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, পরিসংখ্যান ব্যুরো, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডসহ বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে এই ধরনের কম্পিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমনঃ IBM 4300, cyber 170, UNIVAC 1000 ইত্যাদি।

মেইনফ্রেম কম্পিউটারকে আকৃতির ভিত্তিতে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

ক) বৃহদাকৃতি মেইনফ্রেম কম্পিউটার (Large Size Marnframe Computer);
খ) মধ্যমাকৃতি মেইনফ্রেম কম্পিউটার (Medium Size Mainframe Computer) ও
গ) ক্ষুদ্রাকৃতি মেইনফ্রেম কম্পিউটার (Small Size Mainframe Computer)

বৃহদাকৃতি মেইনফ্রেম কম্পিউটার (Large Size Mainframe Computer) ঃ বৃহদাকৃতি মেইনফ্রেম কম্পিউটারের প্রধান স্মৃতিতে কয়েক মিলিয়ন ডাটা সংরক্ষণ করা যায়। এটি সেকেন্ডের মিলিয়ন ভাগের এক ভাগের কম

সময়ে যে কোন নির্দেশ পালন করতে সক্ষম। এর মূল্য ২ থেকে ১০ মিলিয়ন ডলার বা আরও বেশি হতে পারে।

মধ্যমাকৃতি মেইনফ্রেম কম্পিউটার (Medium Size Mainframe Computer) ঃ মধ্যমাকৃতি মেইনফ্রেম কম্পিউটারের কাজের ক্ষমতা বৃহদাকৃতি মেইনফ্রেম কম্পিউটারের তুলনায় কম। এর প্রধান স্মৃতিতে এক মিলিয়ন ডাটা সংরক্ষণ করা যায়। এই কম্পিউটার বৃহদাকৃতি মেইনফ্রেম কম্পিউটারের তুলনায় ধীর গতি সম্পন্ন।

ক্ষুদ্রাকৃতি মেইনফ্রেম কম্পিউটার (Small Size Mainframe Computer) ঃ আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট ক্ষুদ্রাকৃতি মেইনফ্রেম কম্পিউটারের প্রধান স্মৃতি সংরক্ষণ ক্ষমতা কম। এটি মধ্যমাকৃতি মেইনফ্রেম কম্পিউটার ও বৃহদাকৃতি মেইনফ্রেম কম্পিউটারের তুলনায় ৩ থেকে ১০ গুণ ধীরে কাজ করে। এই কম্পিউটারকে বৃহদাকৃতি মেইনফ্রেম কম্পিউটারের একটি অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়। যেমনঃ (IBM System/3, System 32, Honeywell System 200 ইত্যাদি।

৩। **মিনি কম্পিউটার (Mini Computer) ঃ** মিনি কম্পিউটার মেইনফ্রেম কম্পিউটারের চেয়ে ছোট কিন্তু মাইক্রো কম্পিউটারের চেয়ে বড় এবং অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন। এই কম্পিউটারটি আবিষ্কৃত হয় ষাটের দশকে। মিনি কম্পিউটারগুলো কিছু বিশেষ কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে একাধিক ইনপুট, আউটপুট যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। এতে সব রকম হাই লেভেল ল্যাংগুয়েজ প্রোগ্রাম করা যায় এবং নানা রকম সফটওয়্যার ব্যবহার করা যায়। এটি ক্ষুদ্রাকৃতি মেইনফ্রেম কম্পিউটারের তুলনায় কম স্মৃতি সংরক্ষণ ক্ষমতা সম্পন্ন। টারমিনাল যোগ করে অর্ধ শতাধিক ব্যবহারকারী এক সঙ্গে মিনি কম্পিউটারে কাজ করতে পারে। এটির কার্যক্ষমতা বাড়িয়ে এখন সুপার মিনি কম্পিউটার তৈরী করা হচ্ছে। বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত গবেষণা ও বিশ্লেষণে এবং শিল্প-বাণিজ্যে এ ধরনের কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়।

৪। **মাইক্রো কম্পিউটার (Micro Computer) ঃ** বিশ্বব্যাপী এখন মাইক্রো কম্পিউটারের একচ্ছত্র আধিপত্য। এই ধরনের কম্পিউটার একটি মাইক্রো প্রসেসর এবং RAM, ROM ও I/O ইন্টারফেস চিপ দ্বারা গঠিত। সব কম্পিউটারের মধ্যে এটি আকরে ছোট এবং দামে সস্তা। মাইক্রো কম্পিউটারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এটি সহজে বহনযোগ্য ও টেবিলে রেখে কাজ করার উপযোগী। অফিসের কাজে, ব্যবসার কাজে, গৃহস্থালীতে, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, শিল্প-কারখানা, খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদনে এবং ব্যক্তিগত কাজে এই কম্পিউটারের ব্যবহার বেড়ে চলছে। বহুল ব্যবহৃত মাইক্রো কম্পিউটার এখন ব্যক্তিগত বা পার্সোনাল কম্পিউটার (Personal Computer – PC) নামে পরিচিত। বর্তমানে নোটবুক ও ব্রিফকেস সাইজ স্বয়ংসম্পূর্ণ মাইক্রো কম্পিউটারের প্রচলন শুরু হয়েছে। IMB-PC ও MACHINTOSH উল্লেখযোগ্য দুটি মাইক্রো কম্পিউটার।

কম্পিউটারকে যন্ত্রপাতি, তার ব্যবহার ও প্রোগ্রামসমূহের ওপর ভিত্তি করে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়।

১. হার্ডওয়্যার (Hardware)

২. সফটওয়্যার (Software)

হার্ডওয়্যার (Hardware) ঃ কম্পিউটারের বাহ্যিক আকৃতি সম্পন্ন সকল যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ- এর সকল কার্যাবলীকে হার্ডওয়্যার বলে। ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট, মাইক্রো প্রসেসর, মাদার বোর্ড, প্রভৃতি যন্ত্রপাতি নিয়ে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন ও সহায়তা করার জন্য রয়েছে অন্যান্য ডিভাইস। যেমনঃ ডিস্ক, ডিস্ক, ড্রাইভ, কী বোর্ড, মাউস, মনিটর, প্রিন্টার ইত্যাদি। উল্লেখিত সকল যন্ত্রপাতির সমন্বয়ে গঠিত হয় কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার। অর্থ্যাৎ হার্ডওয়্যার হচ্ছে কম্পিউটারের বাহ্যিক কাঠামো যা আমরা স্পর্শ করতে পারি।

সফটওয়্যার (Software) ঃ কম্পিউটার সংগঠনের বিভিন্ন যন্ত্রকে কার্যক্ষম করে তোলার জন্য সুনির্দিষ্ট নির্দেশাবলী দরকার, যেখান থেকে যন্ত্র সেই নির্দেশ মোতাবেক কাজ করতে পারবে। কম্পিউটারকে কর্মক্ষম করে তোলার জন্যে যে সারিবদ্ধ সুশৃঙ্খল অযান্ত্রিক কার্য নির্দেশ অন্তর্ভুক্ত করা হয় তাকে সফটওয়্যার বলে। এই সব সফটওয়্যারকে সাধারণ অর্থে প্রোগ্রাম নামেও অভিহিত করা হয়।

ফার্মওয়্যার (Firmware) ঃ যে সকল প্রোগ্রামকে কম্পিউটার তৈরী করার সময় তার স্মৃতিতে ধারণ করে দেয়া হয় তাকে ফার্মওয়্যার বা মনিটর প্রোগ্রাম (Monitor Program) বলে। এই সকল প্রোগ্রাম আমরা পরিবর্তন করতে পারি না। এই সকল প্রোগ্রামের আউটপুট কেবল পর্যায়ক্রমে মনিটরে প্রদর্শিত হয়।

রক্ত রাঙা সময় আজ

তানভীর শাহরিয়ার রিমন
কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং
মেট্রিক নং- ৯৯২০৫৬

মানুষ স্বপ্ন দেখতে ভালবাসে। রঙিন স্বপ্ন, প্রিয়ার স্বপ্ন, প্রিয়তমার স্বপ্ন, ভাললাগা আর ভালবাসার স্বপ্ন। কোন কোন স্বপ্ন আছে বেদনার করুন শৈশবে যৌবনকেই বাজি ধরতে হয়। অস্তিত্বের মায়াবী আহবানে কেউ আবার স্বপ্নবাজ হয়ে যায় বেঁচে থাকার প্রিয় প্রলোভনে। স্বপ্নে স্বপ্নে বেলা হয়ে যায় অনেক। এরই মাঝে স্থান করে নেয় কিছু দুঃস্বপ্ন ..... আহত অতীত ..... । দুঃস্বপ্নের পাশাপাশি প্রচন্ডভাবে বেঁচে থাকার এ এক নিদারুন বাস্তবতা। বড় বেশি স্বপ্ন তাই এখন আমি দেখিনা, দেখতে চাইনা। জোৎস্না রাতের মায়াবী হাতছানি এখন আমার মনকে স্পর্শ করেনা। আমার সামনে এখন ..... ।

"কোকিলের বসন্ত আর্তনাদ,
তুমুল ফাগুনের মতই
নিদারুণ দুঃসময়ে আছে
পাখিদের নীলাকাশ।"

স্বপ্ন এখন আমার চোখে ফিনকি দেয়া রক্তের চিৎকার। মৃত্যু আর পরাজয়ের শৈল্পিক হাহাকার। অপমান উপহাসের এ এক কুটিল অন্ধকার। অন্ধকার যেনো শয়তানের নিঃশ্বাসের উষ্ণকালো ধোঁয়ার আবর্তিত কুণ্ডলী, পৃথিবীর অভিশাপ, থেমে থাকা কলম, রক্তাক্ত সবুজ, পয়মন্ত সময়।

পয়মন্ত সময় আজ ঐতিহ্যের শিকড়ের সন্ধানে ব্যস্ত বিষাক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে না পেরে। সজীব সৌরভের পাল তোলা নৌকা নোঙরের আশায় এক বন্দর থেকে আরেক বন্দরে ঠাঁই করে নেয়ার চেষ্টায় রত। কিন্তু কোথায় ঠাঁই ?

শুকনো পদ্মা, ছিন্নভিন্ন ইলিশের ঝাঁক, দহগ্রাম, আঙ্গরপোতা বিষাক্ত নখরের থাবায়, রক্তাক্ত আমার প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। আজ বাংলাদেশের চির সবুজ অবয়বের পাশাপাশি দেখতে পাই নীলাভ কষ্টের স্রোতধারা।

যেখানেই সজীবতা সেখানেই রক্তে আঁকা মিছিলের সারি। বসনিয়া, চেচনিয়া, কাশ্মীর, আলজেরিয়া, সোমালিয়া। গর্ভবতী মায়ের পেট কেটে অপূর্ণ শিশু নিক্ষিপ্ত করা হচ্ছে দাউ দাউ অগ্নিকুণ্ডে, শিশুর পোড়া মাংসের গন্ধে হেসে উঠা হায়েনারা মায়ের পেটে ঢেলে দিচ্ছে বিষাক্ত এসিড। মুসলিম মায়ের জঠরে কারাদ্‌ভিক, খ্যাকারে আর আদভানীর বীজ বপনের স্বপ্নে বিভোর হায়েনারা। পাশবিক প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে অবিরাম কাশ্মীরে, বসনিয়ায় আমার বোনের সাথে, মায়ের সাথে সবখানে। রাজশাহীর বৈদ্যুতিক শকে কুঁকড়ে যাওয়া ময়নুল, পুলিশের বেদম প্রহারে নিহত নিষ্পাপ রুবেল, কাশ্মীরের নির্যাতিতা বোন, ৫ বছরের ধর্ষিতা বোন তানিয়া, মৌসুমী, ফেন্সী, বসনিয়ার প্রিয়তমা মা, অনির্বাণ জ্বালা নিয়ে অশ্রুহীন আগুন চোখে চেয়ে আছে আজ আমার দিকে, পৃথিবীর পানে। স্বচ্ছ স্ফটিক চোখে এই যখন সমকালীন বাস্তবতা, মাঝে মাঝে তখন স্বপ্নের ভিতর হাহাকার করে উঠি। মনে হয় "রক্তই সমাধান বারুদই অন্তিম তৃপ্তি। প্রচন্ড ভাবে ইচ্ছে করে 'জিহাদ' বলে চিৎকার করে জেগে উঠি–

"জড় সভ্যতার দাস হে শোষক সমাজ
মানুষের অভিশাপ নিয়ে যাও আজ"।

বিপ্লবের প্রচণ্ড উন্মাদনায় মগ্ন এ আমি হাতে তুলে নিতে চাই ঝাঁঝালো সঙ্গীন। ম্যাগজিন আর একে ফোর্টি সেভেনকে বানাতে চাই নিত্য সঙ্গী। বারুদের গন্ধে খুঁজে ফিরি মেঘ রং এক আশ্চর্য সুন্দর বিকেল। মেঘ রং এই সৌন্দর্য একদিন মিশে যাবে কালেমার পতাকায়। বিপ্লবের মহোৎসবে বিধ্বস্ত হবে রক্তচোষা ভ্যাম্পায়াররা, খসে পড়বে তাদের নখর থাবা। কাবুল থেকে ঢাকা পর্যন্ত সৌরভের ইথারে মানচিত্রের সীমান্ত পেরিয়ে উচ্চারিত হবে 'নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার'।

কোরআন আর ইসলাম যাদের ঐতিহ্যের শিকড় তারাতো এগিয়ে যেতেই জানে শুধু, থমকে দাঁড়ায় না কোনখানে, কখনো, কোনভাবে, তাহলে ?

যা হচ্ছে, নিত্য দেখছি যা নীরবে, জানি তার প্রতিবাদে তুমুল ঝড় উঠবে একদিন এই জনপদে। বুকে চাপা কঠিন শিলা বিদীর্ণকারী সেই মিছিলের সম্মুখ সারিতে বিজয়ের রাঙা প্ল্যাকার্ড হতে নিজেকেই বড় বেশী দেখতে চাই। এ স্বপ্ন আমার আজন্ম স্বপ্ন। কাঙ্খিত এস্বপ্ন বাস্তবায়নের এখনি সময়। তাই আমি এ টগবগে তারুণ্যে আক্রান্ত হতে চাই, শহীদ মালেক, শহীদ সাব্বিরদের সাথী হতে চাই। আমার রবই আমায় বলেছেন, "তোমাদের কী হয়েছে ? তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছ না কেন? অথচ দুর্বল-অক্ষম, নারী-পুরুষ, শিশুরা চীৎকার করে বলছে, হে আমাদের রব! যালিম অধিবাসীদের এদেশ থেকে আমাদের বের করে নাও। আর আমাদের জন্য তোমার নিকট হতে একজন পৃষ্ঠপোষাক অধিপতি নিয়োগ কর। নতুবা আমাদের জন্য তোমার নিকট হতে একজন সাহায্যকারী বানিয়ে দাও।" (সূরা নিসা- ৭৫)

বসনিয়া! আমি আমার সমস্ত সত্তায়, তোমাকে বুঝি। বিপ্লবের হাতছানিতে এ আমি উদ্দীপ্ত, অন্তত আমার প্রিয়তম মৃত্যুর কাছে দায়বদ্ধ থাকতে চাইনা বলে আমি একজন বিপ্লবীর মৃত্যু চাই। বিশ্বাস করো, এর চেয়ে মহৎ কোন কবিতা, এর চেয়ে শুদ্ধমত উচ্চারণ আমি আর কিছু জানিনা।

এখানে কি কেউ নেই

মোঃ শরীফুল হক

সেহেরী খেয়ে ঘুমাতে চেয়েছিলাম, পারলাম না। সবাই ঘুমাচ্ছে। আমি কেন পারছিনা ? কারণ, অনেক কথা আমার মস্তিষ্ককে ব্যস্ত করে তুলছে। কোন এক অপ্রকাশ্য শক্তি আমাকে বিছানা থেকে তাড়িয়ে এনে টেবিলে কাগজ কলম নিয়ে বসিয়ে দিল। আজ এ মুহূর্তে কোরানের এক শাশ্বত বাণী মনে পড়ছে , "হে কম্বল আবৃত শয্যাগ্রহণকারী, উঠ! কর্মচঞ্চল হও, সাবধান কর; আর তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ও বড়ত্বের ঘোষণা কর।" (সুরা মুদ্দাস্‌সির ঃ ১-৩)

হ্যাঁ, সাবধান করার যে আদেশ প্রভু দিয়েছেন তা অস্বীকার করার সাধ্য আমার নেই। আজকের এক রাতে পৃথিবী আরও একধাপ এগিয়ে যাচ্ছে। পিছনে ফেলে আরও একশটি বছর এক হাজার বছর, সবাই আজ নতুন স্বপ্নে বিভোর। মানবতা বিধ্বংসী ভাইরাসে আক্রান্ত আজকের পৃথিবী। আধিপত্যবাদীদের কালো থাবায় নির্যাতিত, নিপীড়িত, নিষ্পেষিত আজকে প্রকৃত শান্তির বাহকেরা। আর এমতাবস্থায় শান্তি রক্ষাকারী শক্তিগুলোর অনেকেই চক্রান্তের জালে আচ্ছাদিত। আজ তারা বন্দী কোন ফিল্মের ক্যাসেটের ফিতেয়, ডুবে আছে কোন সুরার পেয়ালায় কিংবা মশগুল কোন সেতারের তানে। ইহুদীবাদী, ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তিগুলোর সাথে তাদের সখ্যতা। তাইতো, সকলে মিলে যখন নির্গত নতুনকে বেহায়াপনার চরম উল্লাসের জালে বন্দী করে বরণোৎসব পালনের পরিকল্পনা নিয়ে আয়োজন সম্পন্ন করেছে, তখন এই পৃথিবীরই কোন এক প্রান্তে প্রকৃত শান্তির পতাকার নিচে আশ্রয় প্রার্থীরা আতংকে প্রহর গুনছে কখন না জানি আরও একটি বোমা, আরও একটি মিসাইল, একটি রকেট লাঞ্চার, ক্ষেপণাস্ত্র তাদেরকে এ পৃথিবী থেকে বিক্ষত করে বিদেয় করে দেয়। আরও একটি ট্যাংক চলে যায় তাদের বুকের উপর দিয়ে। কান্নার রোল পড়ে যায় আকাশে বাতাসে। কোন এক কবি তাই বলে উঠেন

"কে বলে; কবির একটি দেশ না হলে চলে না ?

অত্যন্ত আক্ষেপের সাথে বলতে হয় বাংলাদেশের মত একটি মুসলিম প্রধান দেশের সম্পদ, বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধুমাত্র শান্তির একটি পতাকা উত্তোলনের জন্য সমস্ত অন্যায় অপরাধ, সন্ত্রাসকে নিস্তব্ধ করতে গিয়ে সে বিদ্যাপীঠের কোন ছাত্রকে বিছিয়ে দিতে হয় খুনের লাল পথ। আর বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের সাথে শান্তির বাহকদের নাম জুড়ে দেয়ার আন্দোলনে শরীক হয়ে রক্তিম গালিচা বিছিয়ে দিতে হয় রাজপথে কোন এক ছাত্রকেই। তারপরও সবাই জেগে উঠছেনা। সে কবিতায়ও কি কেউ সাড়া দিবে না যা কি না শান্তিকামী যুবকদের জেগে উঠতে আহবান করে, চলার পথে ভালোবাসা বিছিয়ে দিতে চায়। অবাঞ্ছিত কলমের মালিকদের কুৎসিত হাসি স্তব্ধ করার কেউ কি নেই ? এখানে কি নেই মালেক, বেলাল, তারিক, রহিম, জোবায়েরের মত কেউ ? এখানে কি কেউ নেই খোদার রঙে জীবনকে রাঙাবার ?

অপসংস্কৃতির বিভীষিকা

এম. এম. জাহাঙ্গীর
কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং
মেট্রিক নং- ৯৭২০৪৮

'অপসংস্কৃতির বিভীষিকা' বিষয়টি এতই ব্যাপকার্থক এবং বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে, এটি নিয়ে আলোচনা করার জন্য যথেষ্ট সময় ও পরিসর প্রয়োজন। তবে যেহেতু এ দু'টির কোনটিই আমার নেই, তাই আলোচনার ভাষা প্রবাহ, উপস্থাপনা, তত্ত্ব ও তথ্যগুলো হবে বেশ দুর্বলতার দোষে দুষ্ট। তাই পূর্বাহ্নেই বিনীত ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

প্রথমেই আমি বলব সংস্কৃতি মানে কি ? অনেকেই সংস্কৃতি বলতে শুধু বুঝে থাকেন কোনো প্রথা, চাল-চলন, বিনোদন, বিশ্বাস ইত্যাদিকে। আসলে কিন্তু সংস্কৃতি বড়ই ব্যাপক। বিভিন্ন ভাবে একে সংজ্ঞায়িত করা যায়। যেমন- সংস্কৃতি হচ্ছে সত্যকে ভালবাসা, সৌন্দর্যকে ভালবাসা, বিনা লাভের আশায় ভালবাসা, নিজের ক্ষতি স্বীকার করে ভালবাসা। সংস্কৃতি মানে সুন্দর ভাবে বাঁচা, মহৎ ভাবে বাঁচা, প্রকৃতি সংস্কার এবং মানব সংসারের মাঝে অসংখ্য অনুভূতির শিকড় গেঁথে দিয়ে বিচিত্র ভাবে বাঁচা, মহতের জীবনদানে বাঁচা, বিশ্বের বুকে বুক মিলিয়ে বাঁচা।

অতএব বলা যায়, নিকটবর্তী কোন স্থূল সুখের চাইতে দূরবর্তী সূক্ষ্ম সুখকে, আরামের চাইতে সৌন্দর্যকে, লাভজনক যন্ত্রবিদ্যার চাইতে আনন্দপ্রদ সুকুমার বিদ্যাকে শ্রেষ্ঠ জানা এবং তাদের জন্য প্রতীক্ষা ও ত্যাগ স্বীকার করতে শেখায় যে মূল্যবোধ, তা-ই হচ্ছে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ। আর এসবের অভাবই হচ্ছে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের অভাব। সোজা কথায় অপসাংস্কৃতিক আগ্রাসন। প্রশ্ন জাগে, আমাদের সংস্কৃতির আজ কী দশা ? সোজা উত্তর, আজ সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে লাঠি দেখিয়ে উল্টো ছাতা (ডিস এন্টেনা) দিয়ে বিদায় জানানো হয়েছে। কারণ, পাশ্চাত্য যে সব ব্যাপারে আগ্রহ দেখায়, নির্লজ্জ ও অন্ধভাবে আমাদের আগ্রহও শুধুমাত্র সেদিকে।

বিভিন্ন আগ্রাসনে এ দেশের সংস্কৃতি বার বার বিভ্রান্ত হচ্ছে, বিভ্রান্ত হচ্ছে স্বাভাবিক বিকাশের ধারা। ধোলাই করা হচ্ছে আমাদের স্বকীয় মগজকে, ভুলিয়ে দেয়া হচ্ছে শত সহস্র বছরের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে। সংস্কৃতির মোড়কে আমদানি এবং ভাড়া করে আনা হচ্ছে সমাজ বিধ্বংসী অপসংস্কৃতিগুলো এবং তাই ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে নিজস্ব সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে। এছাড়া আরো কত আয়োজন !

পতঙ্গ পাখায় গতি পেলে যা হয়। আশা করা হয়েছিল এখানকার শিক্ষিত সন্তানরা বাইরের জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি দিয়ে এ সমাজকে সমৃদ্ধ করবে। কিন্তু হয়েছে ঠিক উল্টা। বাহির থেকে আনা হচ্ছে কেবলই অবাধ চরিত্রহীনতা। সাংস্কৃতিক অংগনে পরগাছা আসছে উর্ধ্বগতিতে। ফুল-ফল সহজে ফলে না আগাছার মতন। সুতরাং আগাছার বাড় বেড়ে যাচ্ছে বহুগুণে।

বিদেশী ব্রেক ড্যান্স আর ধুম-ধাড়াক্কা জাতীয় কিছু মিউজিকের শ্রাদ্ধ টেনে আনা হচ্ছে। আর গানের চেয়ে ঢং বেশি আর ঢংয়ের চেয়ে অসভ্যতাই বেশি। এসব দিয়েই তরুন সমাজকে অসুন্দরের পথে আগ্রহী করা হচ্ছে। এখন ভদ্র লোকেরা সিনেমা দেখা অনেকটাই বন্ধ করে দিয়েছে। কারণ, উলঙ্গ উদ্ভট আর অবাস্তব কাহিনী দিয়েই এখন বেশিরভাগ সিনেমা তৈরী হচ্ছে একটি বিশেষ শ্রেণীর দর্শকদের জন্য। আর এসব দেখেই সমাজে বেড়ে যাচ্ছে হাইজ্যাক, ধর্ষণ, হত্যা ইত্যাদি অমানবিক আচরণ। চলাফেরা, পোষাক-আশাক, বোল-চাল, আচরণ ইত্যাদিতে ভালমন্দের কিছু নিকদর্শন প্রতিফলিত হওয়ার কথা। কিন্তু ইদানিং সবই পাল্টে গেছে। আজকাল বুঝাই যায় না আচরণে ভদ্রতা, সম্ভ্রমবোধ, সৌজন্যতা এসবের প্রতিফলন কিভাবে ঘটছে। দুর্ভাগ্য আমাদের। যখন দেশে নানা উন্নতি ও অগ্রগতির প্রতিযোগিতা চলার কথা, তখন সর্বত্রই চলছে একটি মাত্র প্রতিযোগিতা- অপসংস্কৃতির প্রতিযোগিতা।

প্রতিবাদ নেই, প্রতিকার নেই। বেঈমানী, নাফরমানী মোনাফেকী যাই হোক না কেনো সবকিছুর সাথেই আপোষ করে চলছি। তৈরী হচ্ছে জাগতিকতার অশুভ পিচ্ছিল তেলতেলে পথ। শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী সকলেই সুবিধামত এই পথে গড্ডালিকায় তাল মিলাচ্ছে। স্রোত আর হুজুগের অনুকূলে চলার এই অভ্যাস আজ আমাদের ত্যাগ করতে হবে। নব চেতানায় জেগে উঠতে হবে সকলকে। নইলে 'হাজার টাকার বাগান খেয়ে ফেলবে যে পাঁচসিকের ছাগলে।' (বিভিন্ন সাহিত্য অবলম্বনে)

প্রাক্ কথন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

আহমাদ আদনান সাইফুল্লাহ (মানিক)
কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ
মেট্রিক নং- ৯৮২০০৮

তখন আমি সদ্য এইচ.এস.সি পাশ করা একজন ছাত্র। জীবনের এতগুলো ক্লাস পাশ করে ঠিক এই প্রথম জটিলতা, কোথায় ভর্তি হবো। কারণ এটিই সে সময়, যে সময়টার ভর্তির উপর নির্ভর করে আগামী দিনগুলোর বর্ণালী অথবা বর্ণহীন ভবিষ্যৎ। এরকম একটি জটিলতা, এরকম একটা বিব্রতকর পরিস্থিতি, আমাকে যেন ভাবলেশহীন করে তুলছিল। আমার আর অন্য সব ভাই-বোন য়্যুনুভার্সিটিতে, কেউ বা রয়েছেন পরিসংখ্যানে আর কেউ বা দর্শনে। কিন্ত এর কোনটিই আমার বা আমার পরিবারের মনে ধরলনা। জীবনে যখন প্রথম বুঝতে শিখেছিলাম ঠিক তখন থেকেই ডাক্তারী পড়ার অদম্য ইচ্ছে আমি লালন করে এসেছি আমার ভেতরটাতে। ঠিক এইজন্য প্রস্তুতি শুরু হলো মেডিকেলের। ভর্তি হয়েছিলাম স্বনামধন্য কোচিং সেন্টার 'রেটিনায়'। আমার শুরুটা ছিল চমৎকার। প্রায় প্রতিটি ক্লাশ টেস্টেই ছিলাম প্রথম এবং শেষমেশও দেখা গেল তাই। সব মিলিয়ে আমি, আমাদের ব্যাচে প্রথম হলাম। আমার ডাক্তার হবার তীব্র ইচ্ছাটি যেন তীব্রতর হলো। আরো জোর দিলাম প্রস্তুতির উপর। দেখতে দেখতে পরীক্ষাটা এসে গেল। এক সময় রেজাল্টও হলো। কিন্ত মানুষের ইচ্ছের মৃত্যুটা বোধহয় এ রকমই হয়। হলোনা, আমার ইচ্ছের সফলতাটা আসলনা মাত্র দুটো নাম্বারের কারণে। কেঁদেছিলাম অনেকদিন। কিন্তু সেই যে নিজের ভেতর একটি ছোট্ট মৃত্যু হলো সেই মৃত্যুতে আমি যেন আরো জ্বলে উঠলাম। খবর নিতে লাগলাম I T (Information Technology)-এর ব্যাপারে। দেখলাম আমাদের চট্টগ্রামেই রয়েছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে রয়েছে Computer Science-এর ঈর্ষণীয় যতসব সাবজেক্ট। কাল ক্ষেপণ না করে নানা খবরা-খবর নেওয়ার পর শেষাবধি স্থির করলাম, এটিই হবে আমার ভবিষ্যৎ। ভর্তি পরীক্ষা হলো। রেজাল্টও হলো এবং জীবনে এই প্রথম কোথাও চান্স পাওয়াতে আমার কান্না পেল। সেইদিন থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম একজন ভালো প্রোগ্রামার হবো এবং আমাকে তা হতেই হবে, যে কোন মূল্যে।

এখন আমি ৩য় সেমিস্টারের একজন ছাত্র। জানিনে, কতটুকু এগুতে পেরেছি, কতটুকু সফলতা এসেছে জীবনের এতটুকু পর্যন্ত। কিন্তু আমি বলি, সফলতা একদিন আসবেই। কারণ, এটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। এর ভেতর রয়েছে পরিপূর্ণ শৃঙ্খলা, দক্ষ কর্মচারী, মেধাবী সব শিক্ষক এবং সর্বোপরি এর ইসলাম সচেতনতা। এমন একটি প্রতিষ্ঠান, পরম করুণাময়ের প্রতি এমন যার অবিচল আস্থা, সেই প্রতিষ্ঠান কি ধবংস হতে পারে? হতে পারে বিবর্ণ বা ভঙ্গুর ? এই প্রতিষ্ঠানের বিজয় কি আমারও বিজয় নয়, সফলতা নয় ?

أشياء جذبتنى إلى الجامعة الإسلامية شيتاغونغ

عبد القادر محمد أنوار حسين
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
قسم علوم القرآن والدراسات الإسلامية
الرقم الجامعى : ٩٩٤٠٦٢ ، الفصلى : الثانى ، السنة : الأولى

من فكرة أبي الكريم أن العلوم الدينية هى الآلئ والدرر القيمة التى هدى الله بها خيرأمة ، وهى بوابة حراء الملكية التى اهتدى بها الناس فى جاهلية جهلاء وفى عقائد موبقات دكناء ، وأضاؤا بها العلم العالم فى أبحر الظلمات الكبرى ، وهى تراث الأسلاف الأولين الذين كانوا هم السادة والقادة وحكموا نصف العالم وأقاموا العدل والأنصاف والمساواة رغم أن كان عرش ملكهم على التراب ، فلا بد من الحفاظ على تراثهم وثروتهم المتروكة وإذا قمنا بتطبيق تعاليمها فى حياتنا وقمنا بالعمل بها عادت إلينا السيادة المفقودة .

وأنا نشأت على هذه الفكرة منذ الصغر وكانت لى رغبة شديدة ملحة فى ان أتعلم هذه العلوم الثمينة وأكون من العلماء العاملين إن شاء الله . فالتحقت بالمدرسة الإسلامية المحلية و تعلمت بها .

وقبل أن أنجح فى امتحان العالم بدلت هدفى بسبب أننى ماكنت أفهم اللغة العربية لغة القرآن ولغة هل الجنة فهما جيدا ، وما كنت أتكلم بها ولا استطيع أن أقرأ الجرائد والمجلات العربية الحديثة والمعاصرة رغم أننى تعلمت فى المدرسة الإسلامية الحكومية أكثرمن اثنتي

عشرة سنة ، فأردت الالتحاق بالجامعة الحكومية مثل جامعة داكا وغيرها من الجامعات . وقبل أن تعلن نتيجة امتحان العالم بشهر جئت إلي شيتاغونغ للزيارة ، فأتيت إلى الجامعة الإسلامية شيتاغونغ و حينئذ كانت أبواب الجامعة مغلقة لإجازة فصل الربيع ومع ذلك رأيت أن أساتذة الجامعة يبذلون جهودهم فى تدريس الطلاب اللغة العربية فى الدورة المكثفة ، فاستأذنت الأساتذة لكى أشترك فى الدورة فسمح الى فى ذلك الوقت بالجلوس مع الطلاب بيد أننى لست طالبًا فى الجامعة ، فالدورة المكثفة أعجبتنى أشد الإعجاب ووجدت فيها وسائل حديثة ومناهج متطورة وأساليب مستحدثة لتعليم اللغة العربية بسهوله وبيسر ، فكأنى تعلمت فى أسبوع أكثر مماتعلمته فى سنة قبل ذلك .

ووجدت الجامعة وما فيها من برامج أسلمة العلوم العصرية بأن الطلاب الذين يدرسون فى كلية إدارة الأعمال وفى كلية علوم الحاسب الآلى والتكنولوجيا لابدلهم من تعلم اللغة العربية والدراسات الإسلامية وكذلك بالنسبة لطلاب كلية الشريعة فلابد من تعلم الكمبيوتر والعلوم العصرية واللغة الإنجليزية ، وهذا من أهم ماينبغي الاهتمام به فى عصر نا هذا ، لأن فى بنغلاديش مدارس تهتم بعلوم الدين فقط وتترك العلوم الحديثة وهناك مدارس عامة تهتم بالعلوم الحديثة وتترك أهل العلوم وهو القرآن والسنة ، فلله الحمد والمنة . وجدت هذه الجامعة تجمع بين العلوم الدينية والعلوم الحديثة .

ووجدت الأساتذة أصحاب خبرة واسعة عميقة فى اللغة العربية والعلوم الشرعية وأنهم يحبون الطلاب حباجما كأنهم أبناءهم ويبذلون قصارى جهودهم فى تعليم الطلاب وتربيتهم كأنهم أمانة فى أعناقهم وشجعتنى البيئة العربية لهذه الجامعة المتاليه أن أكون فيها ، وجميع الأساتذة والطلاب فى كلية الشريعة يحبون أن يتكلموا باللغة العربية لغة دينهم الحنيف .

فخطر ببالى إحساس عميق بأنى سأستطيع أن أجيد اللغة العربية خلال شهرين لوألتحق بهذة الجامعة الإسلامية المؤقرة المثالية فعزمت الالتحاف متوكلا على الله جل وعلا ، فكانت هذه النقطة هى بداية الرحلة التربوبية فى رحاب الجامعة الإسلامية شيتاغونغ ، وأسال الله المولى الكريم والرب الرحيم أن تكون جنة الفردوس هى المحطة الأخيرة لهذه الرحلة المباركة . آمين .

সুখ ও স্বপ্ন

মোঃ মাহবুবুর রহমান
কম্পিউটার এন্ড কম্যুনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং
মেট্রিক নং - ৯৯১০৪২

দুপুর গড়িয়ে এখন প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। পশ্চিম আকাশে লাল সূর্য দেখা যাচ্ছে। সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করার পর এই মাত্র বাড়ী ফিরছে সাদেক আলী। সাদেক আলী ফয়েজ মাতব্বরের বাড়ীতে কাজ করে আজ প্রায় দশ বছর। যমুনা নদীর ভাঙ্গনে সংসারের সবকিছু হারিয়ে কাজের সন্ধানে বের হলে ফয়েজ মাতব্বর তাকে কাজ দেয়। বেশ কিছুদিন বিশ্বস্ততার সঙ্গে কাজ করে সাদেক আলী সহজেই ফয়েজ মাতব্বরের মন জয় করে ফেলে। সাদেক আলীর কাজ কর্মে খুশি হয়ে মাতব্বর তাকে সারা জীবনের জন্য তার নিজের বাড়ীতে কাজ করবার অনুমতি দেয়। মাতব্বরের একথায় সাদেক আলী যেন নিজের একটা ঠিকানা পেয়ে যায়। মনে মনে ভীষণ খুশি হয় সে। এবার সাদেক আলী আরো বিশ্বস্ততার সঙ্গে কাজ করতে থাকে। এভাবেই কেটে যায় দিন।

সাদেক আলী গত চার বছর আগে বিয়ে করেছে। ফয়েজ মাতব্বর নিজেই পছন্দ করে পাশের গ্রামের কলিম উদ্দিনের মেয়ের সঙ্গে সাদেক আলীকে বিয়ে করিয়ে দিয়েছেন। ওদের থাকবার জন্য পুকুর পাড়ে ঘর তুলে দিয়েছেন। এখন আর সাদেক আলীর মাতব্বরের বাড়ীতে থাকতে হয় না। সারাদিন কাজ করে নিজের বাড়ীতে চলে আসে। সাদেক আলীর বউ রহিমা বেগম, সেও কাজ করে মাতব্বরের বাড়ীতে। প্রথম প্রথম কিছুদিন কাজ করে রহিমা বেগম ভীষণ অস্বস্তি বোধ করে। সাদেক আলীকে রহিমা বেগম বলে, "ঐ বাড়ীতে আমি আর কাম করতে যামু না। মাতব্বর লোকটা বালা না।" কিন্তু রহিমার এসব কথায় কর্ণপাত করে না সাদেক আলী। সে আরো ভাল করে কাজ করার কথা বলে, মাতব্বর যেভাবে খুশি হয় সেভাবে কাজ করার কথা বলে। স্বামীর কথার কোন প্রতিবাদ করে না রহিমা বেগম। আবার আগের মতো কাজ শুরু করে ওরা। এভাবে কেটে যায় দিন, মাস। সুখের দিনগুলো ওদের কেটে যায় হাসি-আনন্দ, সুখ দুঃখের মাঝে। যতই দিন গড়াতে থাকে সাদেক আলী অনুভব করে- মাতব্বর আর আগের মতো তাকে বিশ্বাস করে না। তবুও মুখ ফুটে কোন দিন কিছু বলে না সে। সাদেক আলী আর রহিমা বেগম এরপরও স্বপ্ন দেখে সুন্দর আগামী দিনের। তাদের একটা ফুটফুটে বাচ্চা হবে। রহিমা বেগমের ছোট্ট ঘর আলো করে আসবে সেই সন্তান। আনন্দে ভরে যাবে তাদের ছোট্ট কুঁড়ে ঘর। এভাবে তারা অপেক্ষা করে দিন, মাস, বছর। কিন্তু তাদের স্বপ্ন পূরণ হয় না। দিনে দিনে চারটি বছর কেটে যায়। কিন্তু রহিমা বেগমের মন মানে না। সাদেক আলী স্ত্রীর মাথায় হাত দিয়ে সান্ত্বনা জানায় "সবুর কর বউ, আল্লাহ আমাগো দিকে মুক তুইল্যা তাকাইবই। আমাগো আর দুঃখের দিন থাকব না।"

সাদেক আলী সাধারণত বেলা ডোবার আগে বাড়ী আসে না; কিন্তু আজ হাসিমুখে বাড়ীতে আসতে দেখে রহিমা বেগম কিছু বুঝতে পারে না। হাত মুখ ধুয়ে খেতে বসে সাদেক আলী হাসিমুখে স্ত্রীর কাছে সব খুলে বলে। রহিমা বেগম মুখ বুজে শুনে যায় সব। সাদেক আলী বলে, "শোন বউ, আল্লাহ আমাগো দিকে মুক তুইল্যা চাইছে। মাতব্বর সাবে আমারে আজ শহরে পাডাইব একটা কাজে। ফিরতে অনেক রাইত ওইবো। তুই গরের দরজা খুইল্যা শুবি।" সাদেক আলীর একথা শুনে আতংকে ভরে যায় রহিমা বেগমের মন। সে কিছুতেই একা থাকতে পারবে না। তাছাড়া কোন দিন

একা থাকেনি, একথা সাদেক আলীকে স্পষ্ট জানিয়ে দেয় রহিমা বেগম। কিন্তু সাদেক আলী আবার বলে, "বউ, শহরে গেলে মাতব্বর আমারে অনেক টেকা দিব কইছে। টিন কেনার জন্য টেকা দিবো, আমারে আর তোরে বেশ কয়েকদিন ছুটি দিবো কইছে। তাছাড়া তোর জন্য শহর থেইক্যা শাড়ী ব্লাউজ, আলতা- চুড়ী আর গয়না কিনা আনবো। তুই আমারে বাধা দিস না বউ, আমারে যাইতে দে। আল্লাহ আমাগো সাতে আছে, তোর-আমার কিছুই ওইবো না।" অনাবিল সুখের আশায় রহিমা বেগম সাদেক আলীর সমস্ত কথা মেনে নেয়।

এদিকে সন্ধ্যে পেরিয়ে রাত হয়। ক্রমেই রাত গভীর হতে থাকে। স্বামীর জন্য অপেক্ষা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ে রহিমা বেগম। স্বপ্নের মধ্যে হারিয়ে যায় সে। "অনেক বড়লোক হয়ে গেছে তারা। অনেকগুলো কাজের লোক রেখেছে সাদেক আলী। ফুটফুটে বাচ্চা রহিমা বেগমের কোলে। ভাল শাড়ী তার পরনে।" এসব স্বপ্ন দেখতে দেখতে হঠাৎ করেই জেগে ওঠে রহিমা বেগম। অন্ধকারে কিছু বুঝতে পারে না সে। কালো দুটো হাত রহিমা বেগমের মুখ চেপে ধরে। কোন কথা বলার সুযোগ পায় না সে। জোর করে উঠে দাঁড়াতেই মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে সে। আস্তে আস্তে ঐ কালো দুটো হাত বিচরণ করে রহিমা বেগমের সমস্ত শরীরে। তারপর নিঃস্তব্ধ হয় চারিদিক। রহিমা বেগম ভয়ে দুঃখে অপমানে আর লজ্জায় হারিয়ে ফেলে তার সমস্ত অতীত, ভবিষ্যৎ। কিছুক্ষণ আগে যে রহিমা বেগম স্বপ্ন দেখছিলো নতুন আগামীর, মুহূর্তের মধ্যে তার সমস্ত সুখ আর ভবিষ্যৎ ধুলোয় মিশে গেল। এরপর কী করবে রহিমা বেগম? আকাশ পাতাল ভাবতে থাকে। সাদেক আলীকে কিভাবে সে মুখ দেখাবে ? সাদেক আলীকে শহরে পাঠানোর আসল উদ্দেশ্য রহিমা বেগম এতক্ষণে বুঝতে পারে। রহিমা বেগম নিজের স্বামীকে কিছুতেই এই পোড়া মুখ দেখাবে না বলেই প্রতিজ্ঞা করে আত্মহননের পথ বেছে নেয়। একসময় সাদেক আলী শহর থেকে স্ত্রীর জন্য কথা মতো সবকিছু কিনে নিয়ে আসে। কিন্তু ঘরে ঢুকে বাতি জ্বালিয়েই চমকে ওঠে সে। ঘরের ছাদের সাথে ঝুলছে কেন তার বউ? কোন উত্তর খুঁজে পায় না সে। চিৎকার করে ওঠে সাদেক আলী। রহিমা বেগমকে জড়িয়ে ধরে শুধু বলে, "বউ এবার আমি বুঝতে পেরেছি কে তোর এই সর্বনাশ করেছে।" এদিকে বাইরে গ্রামের কয়েকজন লোক আর ফজল মাতব্বর হাজির। নিজের স্ত্রীকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মারার জন্য মাতব্বর সাদেক আলীকে আটক করে পুলিশে ধরিয়ে দেবার জন্য।

এরপর কী হবে সাদেক আলীর ? যাবজ্জীবন জেল অথবা ফাঁসী। কেউ কি পক্ষ নেবে সাদেক আলীর? যে সুখ আর ভবিষ্যতের এক মুঠো স্বপ্ন দেখেছিলো ওরা দুজন এক নরপশুর কাছে তা এক মুহূর্তেই শেষ হয়ে গেলো। সাদেক আলী আর রহিমা বেগম, ওরা কি এতই ছোট যে ইচ্ছে করলেই সমাজের বড়লোক নামধারী এসব মাতব্বরেরা মুহূর্তেই ধ্বংস করে দেয় ওদের জীবন?

আত্মার আত্মীয়

সাজেদা চৌধুরী মিলি
কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং
মেট্রিক নং- ৯৯২০৬২

জীবনটাকে বুঝতে পারে না মায়া। ওর জীবনটা কেন এমন হল। তার তো সুন্দর মনের এক মানুষ থাকতে পারত, থাকতে পারত একটি সুখের ঘর। কিন্তু নিষ্ঠুর, নির্মম সমাজ তাকে বার বার আঘাত করেছে, পুড়িয়ে মেরেছে। এসব ভাবতে ভাবতে মায়া খুঁজতে থাকে তার অতীতকে। ভালইতো ছিল তার জীবনটা মা-বাবা আর একটি বড় বোন নিয়েই তাদের এক সুখের সংসার ছিল। বড় বোনের বিয়ে হয়েছে তখনই যখন মায়ার বয়েস ৭ বছর। ওদের আর্থিক অবস্থা ভালই ছিল। মায়ার বাবা খুবই ধনী সৎ মানুষ ছিলেন। এই সততাই তাকে আজ পথে বসিয়েছে। নিজের কোন ছেলে নেই বলে নিজের ভাইয়ের ছেলেদের হাতে জমি-জমার সব দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু মায়ার চাচাত ভাইরা কৌশলে বেশীর ভাগ জমিই নিজেদের নামে নিয়ে নিল। এদিকে মায়ার বাবা কিছুই বুঝতে পারলনা। তখন থেকে ধীরে ধীরে তাদের সংসারে অভাব অনটন শুরু হল। মায়ার বাবা একে একে যেটুকু জমি ছিল তাও বিক্রি করতে শুরু করল। এদিকে নিজের বড় সন্তান জালিয়াতি করে বাবার কিছু সম্পত্তি দখল করেছিল অনেক আগেই। মায়ার বাবা তাও বুঝতে পারলনা। একদিকে নিজের ভাইপোদের বিশ্বাসঘাতকতা আর অন্যদিকে নিজের সন্তান যখন এমন কাজ করল তখন তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ক্রমে শরীর ভেঙ্গে পড়তে লাগল।

মায়ার বাবা-মা দুজনেই চিন্তায় পড়ে গেলেন মায়াকে নিয়ে। তারা ভাবলেন যদি তাদের একটা কিছু হয়ে যায় তখন মায়ার কী হবে। দুজনেই মায়ার জন্য একটা ব্যবস্থা করে যাওয়ার চিন্তা করলেন। মায়াকে একটি যোগ্য ছেলের হাতে তুলে দিলে আর কোন চিন্তাই যেন থাকবেনা। মায়ার বিয়ের জন্য বিভিন্ন দিক থেকে লোক আসতে লাগল। ভাল বংশের মেয়ে। ভাল একটা ছেলে পাবে এই আশাই করেছিলেন সবাই। মায়া দেখতে খারাপ ছিলনা। সত্যিই মায়াবী একটা চেহারা ছিল মায়ার। শুধু একটু শ্যামলা। মায়াকে ওর এলাকার অনেক ছেলেই পছন্দ করত। মায়া ওদের পাত্তাই দিত না। পছন্দ করার মতই মেয়ে মায়া। এক কথায় সর্বগুণে গুণান্বিতা। কিন্তু মায়ার বাবা নিজের এলাকায় মেয়ে বিয়ে দিতে মোটেও রাজি নন। শেষ পর্যন্ত ভাল বংশের এক ছেলের সাথে বিয়ে ঠিক হল। যেদিন বিয়ের দিন তারিখ ঠিক হল, সেদিনই ওরা চাচ্ছিল বিয়েটা সেদিনই হয়ে যাক। মায়ার বাবা আর অমত করলেন না, অগত্যা আর কি করা। আকদ্ হয়ে গেল। কিন্তু মায়া বরকে দেখলনা। তবে সবার মুখে শুনল বর রাজপুত্রের মত। মায়ার সাথে বরের যখন দেখা হল তখন বর ওদের বারান্দায় বসেছিল। মায়াকে সবাই মিলে বরের কাছে পাঠাল। কিন্তু বরের কাছে গিয়েই দেখল, বরের চোখ লাল হয়ে আছে। মায়া ভয় পেয়ে গেল। চুপ করেই রইল মায়া। ওকে দেখেই ওর বর চলে যাওয়ার জন্য উদ্যত হল। মায়া পথ আগলে দাঁড়াল। মায়ার চোখ দিয়ে তখন অশ্রু ঝরছিল। মনে হয় বর কিছুটা শান্ত হল। আমি একটু আসি, এই বলে বর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মায়া বারান্দায় দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এমন সময় মায়ার বান্ধবী রুবী এসেই মায়াকে ধাক্কা দিল। এতক্ষণ কি করছিলি? বর কোথায়? মায়া বাস্তবে ফিরে এল। ভাবল সত্যিইতো আমি এতক্ষণ কোথায় ছিলাম। কেনইবা পুরোনো কথা ভাবছি। চুপ করেই রইল মায়া। ওকে আবার বরের কাছে নাস্তা নিয়ে পাঠানো হল। মায়া নাস্তা নিয়ে ঘরে ঢুকল। ওকে দেখেই বর মাথানিচু করে রইল। তোমার কি কারও সাথে সম্পর্ক ছিল? বলল বর। মায়া কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। ওর বুঝতে বাকি রইলনা। তারই দুলাভাই তার বিয়ে ভেঙ্গে দেবার জন্য ওর নামে এসব রটনা রটাচ্ছে। মায়া সবই খুলে বলল ওর বরকে। ও বরের মুখের দিকে তাকিয়ে একটি সুখের নীড় খুঁজে পেল। ওর মনে হল হ্যাঁ এতদিনে একটা সুখের ঠিকানা পেয়েছে ও।

HAPPY NEW YEAR 2000

ছিদ্দিক আহমদ
ব্যবসায় প্রশাসন, মেট্রিক নং-৯৭১০৪৭

দশমীর পূর্ণপ্রায় চাঁদ পতেঙ্গার বীচকে আজ স্বপ্নিল সুষমায় স্নাত করেছে। হালকা কুয়াশার আবরণ নোঙ্গর করা জাহাজগুলোকে করেছে ছায়ায় পরিণত। উপকূলীয় বাঁধটির সুদীর্ঘ মেঠো পথটিকে মনে হচ্ছে স্বপ্নিল স্বর্গের অপরূপ কোন রাজপথ; যে পথ দিয়ে আজীবন হাঁটলেও মনের সাধ মিটবে না- শুধু মাঝে মাঝে প্রকৃতির ললাটে লিখে থাকা কবিতা আবৃত্তির জন্য থমকে দাঁড়ানো ছাড়া।

বীচের কোলাহল সাধারণত পশ্চিমের 'রক্তিম আভা' বিলীন হওয়ার পর স্থায়ী হয় না, শুধুমাত্র কিছু কপোত-কপোতীর লাম্পট্য ছাড়া। আর রাত নয়টার পর আসে পূর্ণ নিস্তব্ধতা। এ সময় যারা থাকে তারা এলাকাবাসী অথবা ছিঁচকে চোরাকারবারী। কিন্তু আজ রাত দশটার পর থেকে যুবকদের সমাগম হতে শুরু করেছে এই বীচে। আজ বিংশ শতাব্দীর শেষ দিন। রাত বারটা এক সেকেন্ডে শুরু হবে নতুন বছর নতুন শতাব্দী। একবিংশ শতাব্দীকে স্বাগত জানানোর জন্য বীচের চাইতে উপযুক্ত স্থান আর নেই। বীচের দুটি গ্রাম্য রেষ্টুরেন্ট আজ সারারাত খোলা। ভ্রাম্যমাণ বিড়ি সিগারেটের হকাররা আর অবৈধ বিয়ার বিক্রেতারা তৎপর। নেভাল একাডেমীর মূল ফটক থেকে কর্ণফুলীর তীর ধরে বীচের রাস্তাটিতেও আজ বসেছে উৎসবের মহা আয়োজন।

রিয়াজ ও সুমন আজ একটু বেশী গিলেছে। তাদের মটর বাইকটি বীচে দাঁড়িয়ে আছে। আজ সারারাত তারা এখানে থাকবে নতুন শতাব্দীকে স্বাগত জানাতে আর নববর্ষের প্রথম সূর্যোদয় দেখতে। এই রাত জেগে বর্ষবরণের সাথে ভাগ্যলিপির কোন সম্পর্ক আছে- এটা তারা বিশ্বাস করে না। খৃস্টবাদেও তারা বিশ্বাসী নয়। তারা শুনেছে, বছরের প্রথম দিন ভালোভাবে কাটলে সারাবছর ভালোভাবে কাটে। কিন্তু এ কথার সামান্যতম বাস্তবতা তাদের কাছে নেই। কারণ গত কয়েক বছর যাবৎ উল্টোটাই ঘটে এসেছে তাদের জীবনে। তবুও নববর্ষের রাতে বীচের এই আনন্দটুকু হাতছাড়া করতে তারা রাজী নয়।

পতেঙ্গার বীচ হাইওয়ের পথ ধরে লং ড্রাইভের কারগুলো জ্যোৎস্নালোকিত, বৃক্ষাচ্ছাদিত, আলো-আঁধারির পথ উজ্জ্বল করে ছুটে আসছে নববর্ষ উৎযাপন করতে। বীচ কালচারের দুপুর রাতের আসরে যাদের সমাগম হয় তাদের বেশীর ভাগই মুসলিম মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত পরিবারের টিন এজার। এছাড়াও রয়েছে কিছু খৃস্টান এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা। বর্ষবরণের প্রকৃত ফিলিংস থেকে এদের অধিকাংশই বঞ্চিত থেকে যায়। মাতলামী আর নোংরা স্পীচই হলো বর্ষবরণের প্রকৃত সিলসিলা এই বীচে; গাড়ীর হর্ন, আগুন আর উল্লসিত চিৎকারের মধ্য দিয়ে যার শুরু। অবশ্য কর্ণফুলীর মোহনার উৎসবটা কিছুটা পরিচ্ছন্ন।

রাত ১২ টা ১সেকেন্ডে বঙ্গোপসাগরের বুক চিরে আন্তঃমহাদেশীয় বাণিজ্যিক জাহাজগুলো থেকে ছন্দের তালে হুইসেলের আওয়াজ ভেসে এলো। সুমন বাইকের হর্ন চেপে ধরল আর রিয়াজ 'ক্যাম্প ফায়ারিং'(আগুন জ্বালালো) করল এবং অন্যান্য ছেলেদের সাথে চিৎকারে সামিল হলো। নেভালের নিকট কিছু খৃস্টান যুবক নববর্ষকে সেলিব্রেট করার জন্য

আকাশে এক ধরনের কাগুজে রকেট নিক্ষেপ করল, যা বহু উপরে উঠে সমস্ত আকাশ রক্তিম আভায় আলোকিত করে তুলল। আর মানবতার উজ্জ্বল নক্ষত্র যীশুর কথা স্মরণ করে তারা বুকে ক্রস নির্দেশ করল। রেড স্টারের এই উজ্জ্বল আলো দেখে রিয়াজ ও সুমনের মনে ঈসা (আঃ) এর ইতিহাস উঁকি দিল না বরং এটা তাদের কাছে বাচ্চা মানুষের খেলনার মত মনে হল এবং এতে তাদের উল্লাস আরেকটু বৃদ্ধি পেল। এগুলো দেখে তারা কেন আনন্দিত হয়, কেন উল্লসিত চিৎকার করে তার উত্তর তাদের জানা নেই। তারা শুধু জানে নববর্ষে শুধুমাত্র আনন্দে আত্মভোলা হতে হয় এবং এনজয়মেন্টের সকল উপাদান কাজে লাগাতে হয়।

আসে-পাশের হৈচৈ কিছুটা কমে এসেছে। প্রায় ২০ টির মত গ্রুপ কিছুটা ব্যবধানে কনক্রীটের ব্লকগুলোর উপর বসেছে। মাত্রাতিরিক্ত বিয়ার আর গঞ্জিকা সেবনে তারা বিশ্রী সব প্রলাপ বকছে। কেউ বাংলা ও হিন্দী জনপ্রিয় গানগুলির সুর নকল করে যৌনতায় পরিপূর্ণ, অশ্লীল আর অকল্পনীয় ভাষায় প্যারডি গাইছে, কেউ বিশ্বাসঘাতিকা প্রেমিকাকে আভিশাপ দিচ্ছে আর 'ছ্যাকা মারিনী'র মাতৃকুলের চৌদ্দগোষ্ঠী উদ্ধার করছে। সুমন গভীর আবেগে গাইলো বিখ্যাত টাইটানিক ছবির সেই জনপ্রিয় গানটি-

Every night in my dreams
I see you, I feel you
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Near far, where ever you are
I believe that my heart will go on.
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

প্রকৃতির অকৃত্রিম হাতে প্রদত্ত তার সুরেলা গলা। সুরের মূর্ছনায় সাগরের অসীম দিগন্তে টাইটানিকের নিমজ্জনের শেষ দৃশ্য যেন বাস্তবতায় রূপ নিচ্ছিলো। আরো দুটি ইংরেজি গানের পর সুমন দুটি বাংলা গান গাইলো। রিয়াজ 'হিন্দি গানের বাথরুম সিঙ্গার'- তবে কোন গানই দু/তিন লাইনের বেশি জানেনা। তাই সুমনের চাপাচাপি সত্ত্বেও সে চুপ থাকাকেই শ্রেয় মনে করল। রিয়াজ ও সুমনের অনুসন্ধিৎসু মন মাঝে মাঝে এই আনন্দ স্ফূর্তির কারণ খোঁজার চেষ্টা করে। তারা যখন গভীরভাবে চিন্তা করে তখন খৃস্টীয় বছরের শুরুতে অখৃস্টবাদীদের এই আস্ফালনের কোন অর্থ করতে পারে না। তাদের কাছে এগুলো কৃত্রিম, স্ববিরোধিতা, লোক দেখানো আর পাশ্চাত্যের অন্ধ গোলামী বলে মনে হয়। মাঝে মাঝে মনে হয় এসব কারণেই জাতি হিসেবে আমাদের স্বকীয়তা বিলীন হতে যাচ্ছে। কিন্তু ক্ষণিকের এই চিন্তা আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষার চোরাবালিতে মুহূর্তেই নিমজ্জিত হয়ে যায়। জাতীর চিন্তা তাদের প্রয়োজন নেই, তাদের চিন্তা শুধু নিজেদের নিয়ে। এই হতভাগ্যদের দেশে তারা থাকবে না; সুযোগ বুঝেই আমেরিকা পাড়ি জমাবে। রাত গড়িয়ে যাচ্ছে। ডিজিটাল হাত ঘড়িতে দুটো বাজার সংকেত শোনা গেল। বাঁধ রক্ষাকারী কনক্রীটের ব্লকগুলোর ফাঁকে সাগরের নোনতা পানির ছলাৎ ছলাৎ কলকল ধ্বনি রাতের নিস্তব্ধতাকে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর করে তুলছে। ধীরে ধীরে রিয়াজ আর সুমনের দেহেও অবসাদ নেমে আসতে শুরু করেছে। মাথা ঝিম ঝিম করছে। ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করে সূর্যোদয় দেখার প্রবল ইচ্ছায় ভাটা পড়েছে। চোখে তন্দ্রার ভাবও এসেছে। এখন তাদের বাড়ী ফিরে যেতে হবে; ঘুমোতে হবে পরের দিন দুপুর সাড়ে বারোটা পর্যন্ত। সুমন ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। 'চল দোস্ত বাড়ী চলে যাই, আমার ঠান্ডা লাগছে "রিয়াজ বলল, চল" বীচের প্রায় সমতল ও সামান্য ঢালু পথটিকে তাদের কাছে মনে হচ্ছে আঁকাবাঁকা-এবড়ো থেবড়ো দূর্গম পাহাড়ী পথ। বাঁধে উঠার সময় তাদের কদম এলো-মেলো পড়ছিল। এ অবস্থায় বাইক চালানোয় সমস্যা হতে পারে, কিন্তু রাস্তা ফাঁকা আছে। পথে অবশ্য টহল পুলিশের খপ্পরে পড়ার ভয় আছে। সে জন্য কোন সমস্যা নেই, সুমনের এক মামা সরকারী দলের এম.পি. আর রিয়াজের চাচা একজন পুলিশ কর্মকর্তা। তাছাড়া মাতাল অবস্থায় গাড়ী চালানোর অভিজ্ঞতা উভয়েরই আছে। বীচ ছেড়ে যাওয়ার পূর্বে সুমন আরেকবার আকাশের দিকে চাইলো। চাঁদের আলোর উজ্জ্বলতায় অধিকাংশ তারারা-ই হারিয়ে গেছে। সে বাঁধের উপর বসল। ছোট পাথর দিয়ে ধুলির উপর ইংরেজী বড় অক্ষরে লিখল HAPPY NEW YEAR-2000"

রিয়াজ বলল দোস্ত! এ লেখাটিতো পথচারিদের পায়ের ধুলোর সাথে হারিয়ে যাবে।

না, হারিয়ে যাবেনা, নব শতাব্দীর শুভেচ্ছা প্রতিটি পথচারীর ঘরে গিয়ে পৌছাবে।

কারাগারের কথা

মু. মাহবুবুর রহমান
ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ
মেট্রিক নং- ৯৭১০৪৪

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার। ৩০নং সেল, যেটা ৯০ সেল নামে বেশী পরিচিত। নভেম্বর মাস, হাল্কা শীত, একটু ঠান্ডা হাওয়া বইছে। এ 'জগতে' আসার পর থেকে এখনো কাগজ, কলম, বই বা পত্রিকা কিছুরই দেখা পাইনি। কিছু পড়া বা লেখার জন্য একদম অস্থির হয়ে উঠছি, মন-প্রাণ উন্মুখ হয়ে আছে। এরকম এক অবস্থায় জোহরের নামাজের পর সীমিত পরিসরে এদিক-ওদিক পায়চারি করছি। হঠাৎ দেয়ালের কোনায় মাটিতে প্রায় লেপ্টে থাকা একটুকরো কাগজ দেখতে পেলাম। কাগজ বলতে সিগারেটের বক্সের ছেঁড়া কাগজ। তুলে দেখলাম তাতে সুন্দরতম হস্তাক্ষরে কি যেন লেখা। কোথাও কোন নাম বা তারিখ খুঁজে পেলাম না। কাগজের মাটি মুছে কি লেখা তা পড়ার চেষ্টা করলাম। পড়তে পড়তে কি অসম্ভব এক আকর্ষণে লেখার মধ্যে যেন আমি তলিয়ে যেতে থাকলাম-

হৃদয় বসন্ত আমার!

আসসালামু আলাইকুম। কি করছো এখন? হয়তো ঘুমোচ্ছো, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কোন স্বপ্ন দেখছ। আর আমি এখন কেন্দ্রীয় কারাগারের ৩০ নং সেলের ৮ নং রুমে বসে তোমাকে লিখছি। আবার কখন ও তোমাকে লেখা হবে কিনা, কখন কোথায় - কিভাবে -কবে তোমার সাথে দেখা হবে তা ও জানিনা। আমার এ লেখা তুমি পাবে কিনা এও জানিনা। তবে হয়তো পেতে পার এ আশায় লিখছি। ওহ একদম ভুলে গেছি কেমন আছ তুমি? সার্বিক ভাবে যেন তুমি ভাল থাক- এ কামনা করি। আর আমি? পুরোপুরি ভাল আছি। গত কয়েকদিন আগে যেদিন তুমি আমায় বিদায় দিয়েছিলে তখন তুমি বলেছিলে কোথায় যাচ্ছ? আমি উত্তর দেইনি। আবার যখন বলেছিলে কবে আবার দেখা হবে? আমি হেসে বলেছিলাম আল্লাহর যখন হুকুম হবে তখন। আসলে কি জান, মানুষ যে কত অসহায় এক জীব যে এটা বলতে পারে না একমুহূর্ত পরে তার কী হবে- এর পরও মানুষের কত বড়াই, কত অহংকার, কত দেমাগ।

আমার জীবন সাথী!

আমি যে এখানে এসেছি তা তুমি কখন শুনেছ? যখন শুনলে তখন তোমার প্রতিক্রিয়া কেমন হয়েছিল জানতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু কি করে জানব? মহান করুনাময় কি আমাদের সে সুযোগ দিবেন? প্রকৃতপক্ষে শুধু বর্তমান অবস্থায় নয়, সর্বাবস্থায় একমাত্র আল্লাহর সাহায্য সহযোগিতা ছাড়া আমরা কি এক মুহূর্তও চলতে পারি? আমার এখানকার অবস্থা সম্পর্কে কি তোমার জানতে ইচ্ছে হয়? তোমাকে যে লিখছি এই একটুকরো সিগারেটের কাগজ আর অনেক কষ্টে ধার করা বলপেন দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে। এ এক আজব 'জগত', মনে হয় সর্বোচ্চ দুর্নীতিগ্রস্থ কোন গ্রহ। সিগারেট, বিড়ি ও নিষিদ্ধ (?) টাকা ছাড়া কিছু মেলে না। যাক, আমি যে রুমে আছি সেখানে ৩-৫ জন মানুষ থাকতে পারে। অথচ আশ্চর্যজনক হলেও সত্য এরুমে আমরা ১৫/১৬ জন থাকছি। একজনের মাথার উপর অন্যজনের পা, নড়াচড়ার সুযোগ নেই। অনেক সময় দেখা যায় দু'জনের ফাঁকে শুয়ে শরীর শুন্যেই রয়েছে, মেঝে স্পর্শ করছে না। রুমের সামনে লন দিয়ে মিয়াসাব'রা টহল

দিচ্ছে। মাঝে মাঝে বাইরের জগত' এর চীৎকার, হর্ণ, গান ইত্যাদি শুনা যাচ্ছে। এখানে এসে একটা কিছু বেশ ভালোভাবে টের পেলাম তা হলো সুখ বা আনন্দ কত আপেক্ষিক। রুটিটা কম পোড়া হলে, গুড় কম গন্ধযুক্ত হলে, বা দুপুরের ভাতে পোকামাকড় না থাকলে, কিংবা রাতের তরকারিতে কখনও আলুর টুকরা পেলে কতইনা ভাল লাগে। কত অল্প পানিতে গোছল ও প্রয়োজনীয় কাজ সারা যায় তা এখানে না আসলে বুঝতাম না। আর কারাগার মুলত: মানুষকে সংশোধনের জন্য হলেও মারাত্মক দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার কারণে অপরাধীকে আরো অপরাধ করার প্ররোচনা যোগায়। ফলে কেউ চুরির অপরাধে আসলে ডাকাত হয়ে বেরোয়, ছিনতাই করে আসলে খুনী হয়ে বেরোয়, গাঁজা, আফিম সহ বিভিন্ন মাদক দ্রব্য জেলে পুলিশদের মাধ্যমে সহজেই পাওয়া যায়। অথচ এখানে সবার মনই একটু নরম থাকে, ফলে কারো সংশোধন করা যে কোন স্থানের চেয়ে সহজতর। কিন্তু 'বেড়াই যদি ক্ষেত খায়' তাহলে ঠেকাবে কে? চিকিৎসা সুবিধা বলতে এখানে কিছুই নেই, ২/৩ জন ডাক্তার থাকলেও তারা টাকার বিনিময়ে সুস্থকে অসুস্থ দেখিয়ে হাসপাতাল বেডে রাখছেন, প্রকৃত রোগীকে দেখার সময় কোথায়?

হৃদয়মণি!

তোমার কাছে লিখতে গেলে আমার মনের কথা শেষ হয় না। একটার পর একটা কথা আসতেই থাকে, যেন ক্যাসেটের ফিতা শেষ হবার নয় কিন্তু কি করব বল? যে টুকরো কাগজ পেয়েছিলাম সেটা যে শেষ হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া একটু পরই সকাল হবে, 'লকআপ' খুলে দিবে তখনতো আর লেখা যাবে না।

প্রিয়তমা!

আল্লাহ রাসুল (সাঃ) ও মা-বাবার পরে পৃথিবীতে তুমিই আমার প্রেরণা যুগিয়ে থাক, তোমার অনুপ্রেরণায় আমি অনেক অসাধ্য সাধন করেছি। আর তাইতো ঝঞ্জাবিক্ষুব্ধ এ পথে এখনো টিকে আছি। এ 'জগতে' আসার পরে আমি বেশী অনুভব করছি যে আমাদের চারপাশের পরিবেশ কেমন যেন বেশী বিষাক্ত, দুর্গন্ধময়, অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। মনে হয় কোথাও আলো নেই, সুগন্ধ নেই। তাইতো এর মধ্যেই তোমাকে আমাকে আলো জ্বালতে হবে, আলো ছড়াতে হবে যে যাই বলুক না কেন। সমাজের সবার হৃদয়ে আলো জ্বালিয়ে দিতে হবে। চাপা পড়ে থাকা আগুন উসকে দিতে হবে। সবাইকে সত্যের দাওয়াত দিতে হবে-তবেই তো আমাদের এ জীবনের সার্থকতা।

প্রিয়া আমার!

ইহকালের মত পরকালেও যেন আমরা পরস্পর একবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে মহাপ্রভুর সামনে দাঁড়াতে পারি এবং এ পৃথিবীর কোন কাজে অবহেলার জন্য যেন করুণাময়ের সামনে লজ্জিত হতে না হয় আমাদেরকে সেভাবে কাজ করতে হবে। সবশেষ কথা হচ্ছে.....

এরপর কাগজটা ছেঁড়া। ফলে লেখকের 'শেষ কথা' ও আমার পড়া হল না। কে লিখেছেন আর কাকে উদ্দেশ্য করে লেখা তা জানতে না পারলেও চিঠিটাকে সযত্নে লুকিয়ে রাখলাম আর চিঠিকেন্দ্রিক কল্পনার রাজ্যে ভাসতে লাগলাম।

কালো মানিক

মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম
কুরআনিক সায়েন্স এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ
মেট্রিক নং- ৯৯২০৩৫

ঘটনাটি ঘটেছিল আজ থেকে আট বছর আগে, তখন আমি ৫ম শ্রেণীতে পড়তাম। সে সময়টা বর্ষাকাল ছিল। রাত্র প্রায় দশটার দিকে আমার মেজ ভাই হালকা প্রাকৃতিক কাজ সারার জন্য ঘর থেকে বের হলেন, কাজ সেরেই তিনি ঘরে ফিরছিলেন, হঠাৎ তার চোখে পড়ল, একটা বাঁশঝাড় ও খড়ের স্তুপের পাশেই কিছু অংশ আলোকিত হয়ে উঠেছে এবং বাতাসের প্রচণ্ড বেগে আলো একবার কমছে একবার বাড়ছে। এটা দেখেই তিনি থমকে দাঁড়ালেন, তিনি চিন্তা করলেন এটা কোন মানিক টানিক নয়তো? যাক্ অনেক ভেবে চিন্তে এই মতে পৌঁছলেন এটি সাপ অথবা কোন ব্যাঙের মুখের মানিক হবে হয়তো। এই প্রাণী মানিকটা ওখানে রেখে কোন দিকে গেছে। মানিক পাওয়ার আশায় তিনি ছটফট করতে লাগলেন। ভাবলেন একা একাই মানিক উদ্ধার করবেন, কাউকে জানাবেন না। কিন্তু আবার মানিকের কাছে যেতেও ভয় করছে। যদি প্রাণীটি আশেপাশে থাকে, যদি কামড় দিয়ে দেয়, তাহলে নির্ঘাৎ মৃত্যু। কারণ ঐ সময় ঐ প্রাণীদের কাছে নাকি খুব বিষ থাকে। যাক, তিনি উত্তেজনায় কাঁপছেন কি করবেন। ঠিক করলেন দূর থেকেই মানিক শিকার করবেন। ভাবলেন তিনি কোনভাবেই যদি মানিকটাকে কিছু দিয়ে ঢেকে দেয়া যায় তাহলে কেল্লা ফতে। কারণ প্রাণীটি এসে যদি মানিকটিকে না দেখে তাহলে কিছুক্ষণ ঘুরাঘুরির পর চলে যাবে। ফলে কিছুক্ষণ পর মানিকটি তার হয়ে যাবে। তখন বর্ষাকাল থাকার কারণে মাটি খুবই নরম ছিল, তাই তিনি অনেকগুলো কাদামাটি হাতে নিয়ে দূর থেকে ছুঁড়ে মারলেন মানিকের উপর। তখনই ঘটে গেল আসল ঘটনা। কাদা মারার সাথে সাথেই ঠিক মানিকের পাশ থেকে কি যেন একটা দৌঁড় দিয়ে পাশের জঙ্গলের ভিতর ঢুকে গেল। এদিকে আমার মেজ ভাই তা দেখে ভয়ে এক দৌঁড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে আসল। সবাই তার এই অস্থির অবস্থা দেখে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে তোর? এমন করছিস কেন? তিনি ঘটনাটি সবাইকে খুলে বললেন। সবাই তো তার বর্ণনা শুনে ভয় পেয়ে গেল, ভূত জ্বীন নয়তো? আমার বড় ভাই ছিলেন খুব সাহসী, তিনি বললেন, আমি দেখবো আসল ঘটনা কী। এই বলে তিনি উদ্যত হলেন ঘর থেকে বের হতে। কিন্তু সবাই তাকে নিষেধ করছে। তিনি কারো নিষেধ শুনলেন না। তিনি বের হলে তার পিছে পিছে আমার মেজ ভাইও গেল তার সাথে। কিছুদূর যাওয়ার পর দেখলেন যে জঙ্গলে কিছু একটা ঢুকে গেল। সেখান থেকে একটা লোক আস্তে আস্তে বের হয়ে বাঁশঝাড়ের কাছে গেলেন, যেখানে মানিক ছিল। মানিকের আলো তখনও মিটমিট জ্বলছে। এটা দেখে আমার দু'ভাই একটু আড়ালে লুকিয়ে গেলেন। জঙ্গল থেকে বের হয়ে লোকটি মানিকের মতো আলোটাকে হাতে নিল। অন্ধকারের জন্য লোকটাকে দেখা যাচ্ছেনা। লোকটি আস্তে আস্তে এদিক সেদিক তাকিয়ে দ্রুত হেঁটে পুকুর ঘাটে চলে গেল। ঘাটে গিয়ে লোকটি হাতের মিটমিট আলোটাকে বাড়িয়ে দিয়ে পুকুরের ঘাটে নেমে গেল। তখন আমার দু'ভাই আড়াল থেকে বের হয়ে ঘাটের নিকটে গেলেন। গিয়েই তারা আসল ব্যাপারটি বুঝতে পারলেন। লোকটির হাতে মানিকের মতো জিনিষটি ছিল একটি হারিকেন আর লোকটি হলো আমার আম্মার এক খালাতো ভাই অর্থাৎ আমার মামা। তখন সবাই ব্যাপারটা বুঝতে পারল। আমার এই মামাটি হারিকেনের আলো কমিয়ে বাঁশঝাড়ের পাশে প্রাকৃতিক কাজ সারছিলেন। আর এই হারিকেনের মিটমিট আলোটাকে আমার ভাই মানিক ভেবেছিলেন, আর আমার মামাটি ছিল খুবই কালো। সেই ঘটনাটি ঘটার পর থেকে আমার এই মামাটির নাম হয়ে গেল "কালো মানিক" কিন্তু আমার মামাটি আজ পর্যন্ত কি কারণে সে কালো মানিক হলো সেটা জানে না। অবশ্য তার সামনে কেউ তাকে কালো মানিক বলেনা। এখনো আমার ভাইরা সবাই একত্রিত হলে এই কালো মানিকের ঘটনাটি নিয়ে হাসাহাসি করি।

প্রতীক্ষিত ওরিয়েন্টেশন

মুহাম্মদ আমিনুল হক
দাওয়াহ এ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
মেট্রিক নং- ৯৮২০৩৫

কথাগুলো মনে পড়লে আজও মনে মনে হাসি পায়। কেন যে এমনটি হয় জানি না। '৯৮ এর আগস্টের কথা। সারা দেশ তখন বন্যার পানিতে হাবুডুবু অবস্থা। এরই ফাঁকে পত্রিকার এক কোণে দেখতে পেলাম 'ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম-এর ভর্তি বিজ্ঞপ্তি'। আমরা কয়েক বন্ধু বিজ্ঞপ্তিটিকে নিয়ে পর্যালোচনা করতে লাগলাম ভর্তি হব কি হবনা। ইতোমধ্যে কয়েক বন্ধুর সিদ্ধান্ত পাকা, এখানে ভর্তি হওয়া চলবেনা। কেননা বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রাইভেট। আমি কিন্তু এখনও হাল ছাড়িনি। সিদ্ধান্ত নিলাম, আমাকে অনার্স এখানেই করতে হবে। এ সিদ্ধান্তের উপর দু'বন্ধুকে বললাম, তোরা বিশ্ববিদ্যালয় গিয়ে বিস্তারিত জেনে আয় এবং বুঝেশুনে ভর্তি ফরম নিয়ে আসিছ। ওরা এখানে এসে দেখেশুনে ওদের দু'জনের জন্য ভর্তি ফরম নিয়ে গেল। ওদের সিদ্ধান্ত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামে ওরা ভর্তি হবে। ওরা দু'জন বাদে আমি একা। নিশ্চয়ই আমাকে আরেক বন্ধু জুটাতে হবে। এক বন্ধুকে বললাম, চল আমরাও চট্টগ্রামে যাই। কিন্তু বড় কষ্ট হচ্ছিল ওকে বুঝাতে। অবশেষে রাজি হল, এরপর আমরা দু'জনও এখানে এসে ভর্তি হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। এবারে ভর্তি পরীক্ষার পালা। আমরা এখন মোট চারজন হলাম। আমাদের সিদ্ধান্ত, আমরা যদি ভর্তি পরীক্ষায় সফল হই তাহলে আমরা সবাই দাওয়াহ বিভাগে ভর্তি হব। যথারীতি লিখিত ভর্তি পরীক্ষা শেষে আমরা সবাই আনন্দিত। এরপর মৌখিক পরীক্ষা। সেখানে স্যাররা আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করল, যদি তোমাদের জন্য দাওয়াহ বিভাগ না চালু হয় তাহলে কি তোমরা ভর্তি হবে? আমরা সবাই বললাম আমাদের জন্য দাওয়াহ বিভাগ চালু করতে হবে। স্যাররা সবাই অবাক! ব্যাস তাই হল। আমরা দাওয়াহ বিভাগে ভর্তির সুযোগ পেলাম।

এরপর 'STAD' থেকে জানতে পারলাম যে, ১২ এবং ১৩ই সেপ্টেম্বর নতুন ছাত্রদের নিয়ে ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম হবে, এরপরই ক্লাশ শুরু। আমরা সবাই আনন্দের সাথে বাড়িতে চলে গেলাম। আবার আমরা ১২ই সেপ্টেম্বরের আগে এখানে আসব। কিন্তু এখানেই যত বিপত্তি। আমরা শেষের দু'বন্ধু একমত হলাম যে, আমরা দু'জন ১০তারিখ বাড়ি থেকে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করব। আর ওরা দু'জন আমাদের সাথে চট্টগ্রামে মিলিত হবে। আমাদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমরা ১০তারিখ রওয়ানা করব, কিন্তু দেশে তখন ভয়াবহ বন্যা চলছে। আমাদের আবার বরিশাল থেকে চট্টগ্রামে আসতে চাঁদপুর হয়ে আসতে হয়। রেডিওতে শুনলাম চাঁদপুর থেকে চট্টগ্রাম রেল যাতায়াত বিচ্ছিন্ন এবং পুরো চাঁদপুর জলমগ্ন। ত্রাণকর্মীরা ত্রাণ দিতে পারছেনা। কিন্তু আমরা সিদ্ধান্তে অটল, কোন ভাবেই প্রোগ্রাম মিস করা চলবেনা। আমাদেরকে সবাই নিষেধ করছিল এ বন্যায় কোনখানে বের না হওয়ার জন্য। কিন্তু যেই ভাবা সেই কাজ। আমরা দু'জন যথারীতি ১০তারিখ বরিশাল থেকে চাঁদপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। চাঁদপুর থেকে চট্টগ্রামে আসব আমরা ১১তারিখ সকাল ৬.৩০ মিনিটে। চাঁদপুর এসে পৌছলাম, চাঁদপুর এসে শুনি ট্রেন নেই। তবে চাঁদপুর থেকে হাজিগঞ্জ গেলে যে কোন উপায়ে চট্টগ্রামে আসা যাবে। ঠিক হলো হাজিগঞ্জে যাব। কিন্তু এ বন্যার মধ্যে কিভাবে হাজিগঞ্জ যাই? শুনতে পেলাম পানির টেম্পুতে ওখানে যাওয়া যাবে। আমরা শুনে অবাক! টেম্পু আবার পানিতে চলে কিভাবে? যাক বহু কষ্টে দুপুর ২টায় হাজিগঞ্জ পৌছলাম, সকালে খাইনি। ক্ষুধায় তখন কাতর। কোনমতে দুটো খেয়ে নিলাম আমরা দু'জন। আমরা শুধু ভাবছিলাম কিভাবে চট্টগ্রামে আসি। হাজিগঞ্জেও পানি, কোথায় যাই? পানির মধ্যে বহুকষ্টে রেল স্টেশনে এসে জানতে পারলাম হয়ত বিকেল ৫টায় লোকাল ট্রেন আসবে, ওতে করে চট্টগ্রামে আসা যাবে। বহু কষ্টে টিকেট কেটে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম। বহু প্রতীক্ষার পর ট্রেন আসল। আমার জীবনে এরকম বাজে ট্রেনে কখনও চড়িনি । অবশেষে রাত ২টায় আমরা পৌছলাম কাঙ্ক্ষিত স্থানে অর্থাৎ চট্টগ্রামে। পরদিন যথারীতি ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে উপস্থিত হয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। বহু অভিজ্ঞতা হল এ অনুষ্ঠানে। এরপর একটু হতাশ একটা ঘোষণা শুনে, দেশব্যাপী বন্যার জন্য ১৪ সেপ্টেম্বর হতে ২৬ তারিখ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ। অবশিষ্ট ক'দিন ঘুরে ফিরে আর ঘুমিয়েই কাটালাম।

ভূতের চেরাগ

আবু নাসের মোহাম্মদ হোসেন (সুমন)
কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ
মেট্রিক নং- ৯৭২০৫৯

১৯৯১ সালের ডিসেম্বর মাসের কথা, আমি তখন চট্টগ্রাম সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেণীর ছাত্র। আমার এক প্রিয় বন্ধু ছিল। (ছিল বললে ভুল হবে সে কিন্তু এখনও আছে) তার নাম সায়েম। সেও আমার সাথে একই সাথে পড়তো। তাকে সব সময় আমি আমার গ্রামের গল্প বলতাম। বলতাম যে, আমাদের গ্রামের বাড়ির সামনে নদী আছে, ঠিক যেন জসিম উদ্দিনের কবিতার মতো, আরো কত কী। তার খুবই ইচ্ছা হতো আমাদের গ্রাম দেখার। কিন্তু তার মা-বাবার কারণে সে বাইরে কোথাও যেতে পারতো না।

বার্ষিক পরীক্ষার পর সায়েমের ঘাড়ে ভূত চাপলো আমাদের গ্রামে যাওয়ার। আমিও বললাম চিন্তা করিসনা, আমার কথা মত চললেই কাজ হবে। আমার কথা মতো সে তার বাবা মাকে বলে দিল যে আমাদের স্কুলের পক্ষ থেকে সিলেট যাচ্ছে, সেখানে সেও যেতে চায়। তবুও তার বাবা-মা কিছুতেই রাজি হচ্ছিল না তাকে সিলেট পাঠাতে। শেষ পর্যন্ত আমিও তার বাড়িতে গেলাম। তার বাবা-মা অবশ্য আমাকে খুবই ভাল জানতেন। তাদেরকে বললাম স্কুলের পক্ষ থেকে সিলেট যাওয়ার ব্যাপারে আমিও স্যারদের সাথে Arrangement করছি। সায়েমকে অবশ্যই যেতে হবে কারণ স্যার তার নামও তুলেছেন। এমনকি এও বললাম যে, তার টাকাও দিতে হবে না। আমিই সব ব্যবস্থা করবো। অবশেষে তার বাবা-মা রাজি হলেন। এদিকে আমি আমার আব্বা আম্মাকে বলে রাখলাম যে আমার সাথে সায়েমও যাবে বাড়িতে। তার বাবা মাকে সব বুঝিয়ে রাজি করিয়েছি। এভাবে দুই পক্ষকে দুই কথা বুঝিয়ে একমাত্র আমার বাবা ছাড়া (তখন তিনি অফিসের কাজে ব্যস্ত ছিলেন) সবাই গ্রামের বাড়িতে গেলাম। গ্রামে দাদা-দাদী, চাচা-চাচী সবাই মহা খুশি আমাদের পেয়ে। আমি হলাম আমার দাদুর পরিবারের বড় নাতি। আমার বাবা ৮ ভাই ৩ বোনের মধ্যে বড় ছেলে এবং আমি আমার পরিবারের সবার বড়, আর সায়েম হলো আমার বন্ধু।

কাটতে লাগলো সময় আনন্দে হেসে খেলে। সায়েমের যাওয়ার কথা বললেই দাদী আর ছাড়েন না। প্রতিদিনই চলতো আমাদের নানা ধরনের বিচিত্র অভিযান। একদিনের অভিযানের কথা বলছি। গ্রামে আমার অনেক ছোট ছোট সমর্থক ছিল। তারাই একদিন খবর দিলো সাইক্লোন সেন্টারের ছাদে উঠার সিঁড়ির কোণায় সব সময় কে যেন প্রস্রাব করতো যার কারণে সেই স্থানটা দুর্গন্ধময় হয়ে থাকতো। আমি আমার বন্ধু ও সমর্থকরা দুষ্টামি করার জন্য তখন জালের 'গোলি'

দিয়ে পটকা বানিয়েছিলাম। সেই সব নিয়েই সাইক্লোন সেল্টারের দ্বিতীয় তলায় রাতের বেলায় ঘুমোবার ব্যবস্থা করলাম। সাইক্লোন সেল্টার যেহেতু বাড়ির কাছেই সেহেতু কেউ সেখানে থাকতে বাধা দিলো না। আমাদের উপরের তলায় ছিল ঢাকা থেকে আসা কিছু অফিসার ও তার সঙ্গীরা। তারা এসেছিল ২৯শে এপ্রিলের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত নদীর পাড় বড় করতে সরকারী আদেশে। রাত ১০/১১ টার দিকে আমরা একটা পটকায় কাপড় পেঁচিয়ে কেরোসিন তেল দিয়ে ছাদে উঠার সিঁড়ির কোণায় জ্বালিয়ে দিলাম। এখানে বলে রাখা ভাল যে, এই পটকার বৈশিষ্ট্যই ছিল অনেক্ষণ পর ফুটতো। আমরা পটকা জ্বালিয়ে ধীরে সুস্থে দোতলায় এসে রুমের ভিতর কম্বলের নিচে শুয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম কখন আওয়াজটা আসে। অনেক্ষণ পর বিকট শব্দে পটকাটা ফুটলো। তার ঠিক পরপরই আরেকটি শব্দ শুনলাম 'ধুপ' করে। আমিও আমার বন্ধু মনে করলাম সম্ভবত বিল্ডিং-এ প্রতিধ্বনি হয়েই এই আওয়াজ-এর সৃষ্টি।

সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি ডাক্তার নিয়ে তৃতীয় তলায় আমার দাদা যাচ্ছেন। তার সাথেই কৌতুহল বশত আমিও গেলাম। গিয়ে দেখি এক অফিসারের বাম পা ও ডান হাত পুরো ব্যান্ডেজে ঢাকা এবং রশি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। উনাকে জিজ্ঞেস করতেই বললেন, "ভাই বইলেন না আর গত রাইতে আমি গেছিলাম উপরে পেশাব করবার লাইগা। গিয়া দেহি হেইখানে এক ভূতের চেরাগ। আমি তহন কি করি, আস্তে আস্তে যেই না নাইমা যাওনের লাইগা পিছন ফিরলাম অমনি বিল্ডিং যেন ফাইট্টা পড়ল, আমিও দিলাম লাফ, আর কিছুই মনে নাই।" আমিও বুঝে গেলাম গত রাতের 'ধুপ' শব্দের কারণ। তার সেই অবস্থা ও কথাবার্তা মনে উঠলে এখনো আমার বেজায় হাসি পায়। তার ১০/১২ দিন পর আমরা পুকুরে জাল মারা শিখছিলাম। দেখি, বড় রাস্তা দিয়ে একটা রিক্সা আমার চাচার দোকানে থামলো। কিছুক্ষণ পর চাচার দোকানের কাজের ছেলে এসে জানালো, সায়েমের বাবা ও মামা এসেছেন। আমরা লুকোলাম দাদুর রুমে। কিছুক্ষণ পর আমাদের ডাক পড়লো। ধীরে ধীরে তাদের সামনে গিয়ে দুইজন দাঁড়ালাম। মনে করেছিলাম সায়েমকে তিনি মারবেন, কিন্তু না তিনি তাকে জড়িয়ে ধরে অনেক্ষণ কেঁদেছিলেন। তখন থেকেই শপথ নিয়েছিলাম এই ধরনের মিথ্যা আর বলবো না। রাতে সায়েমের বাবা ও মামা বাড়িতে ছিলেন। তাদের মুখ থেকেই শুনলাম, তারা আমার বাবা থেকে ঠিকানা নিয়েই এখানে এসেছিলেন। সেই রাতে দাদা বললেন আমাদের পটকা ফুটানোর কাহিনী। (তিনি কি করে যে টের পেলেন বুঝতেই পারিনি)। সায়েমের বাবার মতো গম্ভীর মানুষও হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরার যোগাড়। পরের দিনই সায়েমেরা শহরে চলে এসেছিল। আমরা এসেছিলাম কয়েক দিন পর। এখনো তাদের সাথে দেখা হলে তারা হাসেন, আর আমরাও ফিরে যাই সেই সোনালী অতীতে।

এক ঝড়ের রাতে

এম. এম. জাহাঙ্গীর
কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং
মেট্রিক নং- ৯৭২০৪৮

লক্ষ্যে-উপলক্ষ্যে আমরা সবাই প্রায়শই ভ্রমণ করে থাকি। এ ভ্রমণ হয় কখনও সংক্ষিপ্ত আবার কখনও দীর্ঘ। উভয় প্রকার ভ্রমণেই আমরা অর্জন করি কিছু অভিজ্ঞতা, আনন্দ, শিক্ষা, স্মৃতি ইত্যাদি। এসব স্মৃতি পরে আমাদের মনে বার বার দোলা দিয়ে যায়। পড়াশুনার উদ্দেশ্যে আমি খুব ছোট থাকতেই বাড়ি ছাড়ি। তখন বয়স ছিল মাত্র এগার। দেশের তখনকার মোট চারটে শিক্ষা বোর্ডের তিনটির আন্ডারেই পড়াশুনা করতে হয়েছে। ফলত বলা চলে পুরো সময়টাই কেটেছে ভ্রমণে। অগণিত ভ্রমণ আমাকে উপহার দিয়েছে অনেক অভিজ্ঞতা, আনন্দ, স্মৃতি আবার কোনটি বেদনা।

প্রায় বছর দুই আগের ঘটনা। আমি তখন সবে মাত্র প্রথম সেমিস্টারের ছাত্র। একবার দু'চার দিনের বন্ধ পেয়ে বাড়িতে গেলাম। আবহাওয়ার দিক থেকে সময়টা তেমন সুবিধার ছিল না। দূর সাগরে নিম্নচাপের খবর শুনা যাচ্ছিল। বাড়িতে দু'চার দিন থাকলাম। যেদিন বাড়ি থেকে চট্টগ্রাম চলে আসার জন্য মনস্থির করলাম, সেদিন সকাল থেকেই আবহাওয়া খারাপ যাচ্ছিল। সকাল থেকে দমকা হাওয়া, হিমেল বৃষ্টি। রেডিওতে শুনা যাচ্ছে ২নং সতর্ক সংকেত। যেহেতু পরের দিন বিশ্ববিদ্যালয় খোলা, তাই এমন আবহাওয়া মাথায় নিয়েই রওয়ানা হলাম। রামগঞ্জ বাস স্টেশন আমাদের বাড়ি থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে। যখন বাস স্টেশনে পৌছলাম, দেখলাম চট্টগ্রামমুখী বিকালের কোন বাস নেই। একটা মাত্র বাস আছে সান্ধ্যকালীন। ছাড়বে সন্ধ্যা পৌনে সাতটায়। কোন উপায় নেই, অপেক্ষা করতে লাগলাম। ক্রমে আবহাওয়া খারাপ হতে লাগল। কিছুক্ষণ পরেই শুনা গেল ৪নং মহাবিপদ সংকেত। গুঞ্জন উঠল বাস বোধহয় আজ আর ছাড়বে না। বেশ সংকটে পড়ে গেলাম। কি করা যায়, পাঁচ কিলোমিটার গেঁয়ো পথ পেরিয়ে বাড়িতে ফিরা, তাও অসম্ভব। সুতরাং বসেই থাকতে হল। সন্ধ্যার দিকে বিপদ সংকেত আরো ১ বেড়ে ৫ হলো এবং রেডিওতে বার বার বিশেষ বুলেটিনে বলা হচ্ছে যে, রাত ৩টা/৪টার দিকে ঘূর্ণিঝড়টি চট্টগ্রাম বন্দর অতিক্রম করতে পারে।

সাড়ে ছটার দিকে দেখা গেল যাত্রী যে কেবল আমিই একা তা নয়। আরো ৫/৬ জন দূরের যাত্রী এবং বেশ কিছু কাছের যাত্রীও রয়েছে। সুতরাং বাস ছাড়ার প্রস্তুতি চলল। মুষলধারে বৃষ্টি এবং মাঝারি ধরনের ঝড়ো আহাওয়া মাথায় নিয়ে সন্ধ্যা ৭টার দিকে বাস চলতে শুরু করল। রামগঞ্জ থেকে চৌমুহনী এক ঘন্টার পথ। সেই এক ঘন্টার পথ পাড়ি দিতে সময় লেগেছে আড়াই ঘন্টা। এই আড়াই ঘন্টার যাত্রা পথে রাস্তার উপর খুব বড় ধরনের গাছের ডাল-পালা ভেঙ্গে পড়তে না দেখলেও মাঝারি ধরনের ডাল ভেঙ্গে পড়তে দেখেছি বহুবার। তবে গাড়ির কাঁচ ভাঙ্গার জন্য সেগুলো যথেষ্ট ছিল না।

চৌমুহনী এসে গাড়ি থেমে গেল। ঘোষণা শুনা গেল, গাড়ি ছাড়া হবে না। রামগতি থেকে একটা নাইট কোচ আসছে। সেটাতেই আমাদেরকে তুলে দেওয়া হবে। যা হোক তবুও একটা ভরসা পাওয়া গেল। কিন্তু দীর্ঘ এক ঘন্টা বসে থেকেও যখন রামগতির গাড়ির দেখা মিলল না, তখন যাত্রীরা চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করল। অবশেষে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ড্রাইভারকে চট্টগ্রামের দিকে গাড়ি ছাড়তে বাধ্য হতে হল। চৌমুহনী হতে চট্টগ্রাম বেশ দীর্ঘ পথ ; ওদিকে আট নং মহাবিপদ সংকেত। রাত দু'টা তিনটার দিকে ঘূর্ণিঝড় চট্টগ্রাম উপকূল অতিক্রম করার সংবাদ। সকলের মন দুরু দুরু করে কাঁপছে, সামনে কি না কি হয়। অন্তরে আল্লাহু আল্লাহু যিকির। ক্ষণে ক্ষণে বিকট হুংকার দিয়ে যেন সমস্ত আকাশ

ভেঙ্গে পড়ছে। বড় বড় গাছের ডাল-পালাগুলো মাটির সাথে মিতালি করতে ব্যস্ত। কখনও হুড়মুড় করে বিশাল ডাল ভেঙ্গে পড়ছে রাস্তার উপর। এঁকেবেঁকে খুব সাবধানে ড্রাইভার গাড়ির স্টিয়ারিং ধরে আছে। গাড়ি যেন বাতাসে উড়ে না যেতে পারে কিংবা বড় বড় ডাল-পালা যেন গাড়ির উপর হুমড়ি খেয়ে না পড়ে সেজন্য ড্রাইভারের প্রাণান্তকর চেষ্টা। যেহেতু ড্রাইভার খুব দক্ষ ছিল সেজন্য চেষ্টাগুলো সফল হতে থাকল। এভাবেই চলছি আমরা। আশে পাশে কোথাও কেউ নেই। দ্বিতীয় কোন যানবাহনের দেখা মিলল না পুরো পথে।

রাত তিনটার দিকে গাড়ি চট্টগ্রাম পৌঁছল। বিদ্যুৎ লাইনগুলো ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। পুরো শহর অন্ধকারে ঢাকা। মনে হল যেন, জনমানবহীন কোন বিধ্বস্ত নগরে প্রবেশ করেছি আমরা। দেওয়ানহাট মোড়ে গাড়ি যখন পৌঁছল দেখা গেল যে, মোড়ের একটি বড় হোটেল খোলা, হোটেলের সামনেই দু'চারটে রিক্সা এবং বেবীটেক্সী হাঁটু পানিতে দাঁড়িয়ে আছে। আমার উচিত ছিল গাড়ি থেকে না নেমে গাড়ির সাথে স্টেশনে চলে যাওয়া এবং সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা। কিন্তু হঠাৎ করেই আমি বে-খেয়াল হয়ে গেলাম এবং দেওয়ানহাটে নেমে গেলাম, গাড়ি চলে গেল। পরক্ষণেই নিজের বোকামিটা বুঝতে পারলাম এবং নিজের সামান্য সেন্সটাকে দোষারোপ করতে লাগলাম। কিন্তু কী আর করা? নেমেই যখন গিয়েছি কোথায় যাব ভাবছি। বন্দরটিলায় বড় ভগ্নিপতি থাকেন, সেখানে? না-কি লালখান বাজারে আমার যে চাচাত বোন থাকে ওর বাসায় ? বন্দরটিলা যেহেতু দেওয়ান হাট থেকে অনেক দূরে, তাই সেখানকার চিন্তা বাদ দিয়ে একটা বেবী টেক্সি ডাকলাম। মাত্র তিন-চার মিনিটের পথ পাড়ি দিতে খরচ করতে হল ত্রিশ টাকা। চাচাত বোনের বাসার গেটের সামনে গিয়ে দেখলাম গেট বন্ধ। অনেক চেষ্টা পরিশ্রম করে দারোয়ানকে ঘুম থেকে উঠালাম এবং মেইন গেইট অতিক্রম করে ভিতরে ঢুকলাম। আমার চাচাত বোন থাকে পঞ্চম তলায়। সিঁড়ি বেয়ে পঞ্চম তলায় উঠে দরজায় নক করলাম। যেহেতু বিদ্যুৎ নাই তাই দরজাতে নক করতে হল। বাইরে শোঁ শোঁ শব্দে প্রচণ্ড ঝড় বইছে। সেই শব্দে দরজায় নক্ করার শব্দ ভিতরে ওদের কানে যাচ্ছে কি-না বুঝা যাচ্ছে না। ভিতর থেকে কারো কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। আমি কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে দিয়ে দরজায় নক্ করে যাচ্ছি।

যে রুমের দরজায় নক্ হচ্ছে সেটা একটা ড্রয়িং রুম। ড্রয়িং রুমের সাথেই সিড়ি ঘেঁষে একটা বেডরুম। সেখানে শুয়েছিল চাচাত বোনের এক অতিথি। দরজায় নক্ করার শব্দ কানে গিয়ে হঠাৎ তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। তড়াক্ করে বিছানা থেকে উঠল। ভাল করে লক্ষ্য করল, হ্যাঁ দরজায় কে বা কারা যেন নক্ করছে। কিন্তু এত রাতে এবং তার চাইতে বড় ব্যাপার হচ্ছে, একশত বিশ কিলোমিটার বেগে বয়ে যাওয়া প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যে দরজায় নক্ ! সে বেশ ভয় পেয়ে গেল। ভেতরের রুমে গিয়ে আমার চাচাত বোন এবং ওর হাজব্যান্ডকে ঘুম থেকে উঠিয়ে ব্যাপারটি বলল। বাসার সবাইকে ঘুম থেকে জেগে উঠানো হল। বলা হল, দরজায় চোর বা ডাকাত এসেছে। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে চোর আসার সম্ভাবনা তেমন নেই, সুতরাং ডাকাত দলই এসেছে। সবাই পরামর্শ করতে লাগল কী করা যায়? ফ্ল্যাটের বিপরীত অংশ দিয়ে সতর্কতার সাথে চতুর্থ তলার লোকদেরকে জানিয়ে দেয়া হল যে, পঞ্চম তলায় ডাকাত- দল এসেছে। চতুর্থ তলা থেকে দ্বিতীয় তলায় এভাবে পুরো বিল্ডিং-এ সংবাদটা ছড়িয়ে পড়ল। এবার সকলের প্রস্তুতি চলল ডাকাতদেরকে কাবু করার। আমার চাচাত বোন, ওর হাজব্যান্ড সহ বাসার অন্যান্যরাও মোটামুটি তৈরী হয়ে গেল। কারো হাতে দা, কারো হাতে খাটিয়ার স্ট্যান্ড ইত্যাদি। সবই চলছে খুব নিঃশব্দে, কেননা ডাকাতদল যদি টের পেয়ে যায় তাহলে তো হল না। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হল, নিচ তলার মানুষেরা নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসবে এবং একই সময়ে পঞ্চম তলার দরজা খুলে এক সাথে আক্রমণ করা হবে।

কি করব বুঝতে পারছি না। প্রায় পৌনে এক ঘন্টা ধরে নক্ করে যাচ্ছি। কারো কোন সাড়া-শব্দ পাচ্ছি না। হঠাৎ খেয়াল করলাম সিঁড়ি বেয়ে অন্ধকারে নিঃশব্দে কারা যেন উঠে আসছে। এত বেশি ভয় পেয়ে গেলাম যে সমস্ত শরীরে শীতল রক্তস্রোত বয়ে গেল। আবার তাদের হাতে কি যেন দেখা যাচ্ছে। ভাবলাম বাহির থেকে কোন হাইজ্যাকার বুঝি আমাকে ফলো করে এসেছে। এমন সময় আমার দেহে টর্চলাইটের তীব্র আলো পড়ল। একজন জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কে? আমি বল্লাম, আমি দেশ থেকে এসেছি, এই বাসার মেহমান। আমার কথা শেষ না হতেই ঠাস করে দরজা খুলে গেল। আমার চাচাত বোনের হাজব্যান্ড খাটিয়ার স্ট্যান্ড হাতে নিয়ে ডাকাতদলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাবে। কিন্তু অসহায় এক বাচ্চা- ডাকাতকে দেখে 'থ' হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। সেদিন থেকে ওদেরকে আমি জ্বালাতন করতে যাই না, যদিও ওরা আমার প্রতি সামান্যতম বিরক্তিও প্রকাশ করে নাই।

আমার স্মৃতিতে ৩০শে অক্টোবর এবং প্রাসঙ্গিক ভাবনা

তাসমিনা ইফাত চৌধুরী
মেট্রিক নং- ৯৯২০৮০

মেনে নিতে পারিনা, পারছিনা। আমি ছোটকাল থেকে যে ধ্যান-ধারণায় বড় হয়ে উঠেছি, তার আলোকে মানতে পারছি না, আমার চার পাশের ঘটনা প্রবাহ। ৩০শে অক্টোবর ছিল আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের প্রথম পরীক্ষার দিন। যেহেতু প্রথম পরীক্ষা, খুবই টেনশন হচ্ছিল। পরীক্ষা শুরু হবে ২টা ৩০মিনিটে। চান্দগাঁও আবাসিক এলাকাস্থিত আমাদের বাসা হতে চকবাজারে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পৌছাতে ১৫ থেকে ২০ মিনিট সময়ের প্রয়োজন হয়। আমার মা বললেন- নানা রকম সমস্যা হাতে পারে, কাজেই পরীক্ষার সময় তাড়াতাড়ি বের হওয়াই ভাল। অদ্ভুতভাবে সেদিন আমার প্রায় চল্লিশ মিনিট লেগেছিল ক্যাম্পাসে পৌছাতে।

রিকশা নিয়ে যখনই বহদ্দার হাটের মোড়টা পার হয়ে একটু এগুলাম, তখন রিকশাকে আর সামনের দিকে এগুতে দেয়া হলো না, অনেকগুলো লোকের একটা জটলা বেঁধেছিল। একটা চাপা আওয়াজ কানে আসছিল- কেউ একজন মারা গিয়েছে। তাই কোন গাড়ী যেতে দেয়া হবেনা। রিকশাওয়ালা ভিন্ন পথ দিয়ে আমাকে পৌছে দিল। যখন ক্যাম্পাসে গিয়ে পৌছি তখন পরীক্ষার জন্য খাতা দেয়া হচ্ছে। আমার মায়ের প্রতি শ্রদ্ধায় মন ভরে উঠল। মায়ের কথামতো আগে রওয়ানা হওয়ার জন্যই সঠিক সময়ে ক্যাম্পাসে এসে পৌছতে পেরেছি। ভুলে গেলাম পথের বিড়ম্বনার কথা। লিখতে শুরু করেছি। প্রায় বিশ মিনিট পরে কিছু জোরালো শব্দ শোনা গেল, অনেকটা বোমা ফাটার মতো। মিনিট পাঁচেক পরে আবারও কিছু জোরালো শব্দের আওয়াজ- মনে হচ্ছিল ধবংস যজ্ঞের খেলা হচ্ছে, আমরা একটি দালানের পঞ্চম তলায় বসে পরীক্ষা দিচ্ছিলাম- সেখান থেকে বুঝার উপায় নেই বাইরে কি হচ্ছে। কৌতুহলী হয়ে খুব জানতে ইচ্ছে হচ্ছিল- কী হয়েছে? ম্যাডামরা সব ছাত্রীদের বললেন বাইরের দিকে মনোনিবেশ না করে যেন ভালভাবে পরীক্ষা দেই। কারণ যাই ঘটুক না কেন, নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেলে খাতা নিয়ে নেয়া হবে। অনেক ভয় আর টেনশন নিয়ে পরীক্ষা শেষ করলাম।

অবশেষে যখন বাসায় ফিরার পালা, তখন আর বাসায় যেতে পারছিনা। আমাদের ক্যাম্পাসের সামনেই অনেক পুলিশের অবস্থান লক্ষ্য করছিলাম। কে যেন মারা গিয়েছে, হয়তো এটাকে কেন্দ্র করেই কে বা কাদের মধ্যে মারামারি হয়েছে। যার ফলাফল স্বরূপ চকবাজার, বাদুরতলা, বহদ্দারহাট প্রভৃতি জায়গাগুলোতে কোন গাড়ী চলতে দেয়া হচ্ছে না। আমি বাদুরতলা এবং বহদ্দারহাট মোড়টা দিয়েই বাসায় আসি। কিভাবে বাসায় ফিরব বুঝতে পারছিলাম না। শেষে আমাদের হুসনা দারাইন ম্যাডাম এবং আমি একই সাথে একটি রিকশায় উঠি। ম্যাডাম বাকলিয়ায় উনার বাসার সামনে নেমে গেলেন, এরপর বাকী পথটা আমাকে একা আসতে হয়েছিল। পথিমধ্যেই মাগরিবের আজান পড়ে যায়। সেদিন অচেনা পথ দিয়ে সন্ধ্যার পর আমাকে একাকী আসতে হচ্ছিল। এক অজানা ভয় নিয়ে, শুধু আল্লাহর উপর ভরসা করে আমি যখন বাসায় ফিরি তখন সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে ছ'টা বাসায় ফিরে দেখি আতংকিত অবস্থা। আমার ফিরতে দেরী হওয়াতে মা কাঁদছেন, বাবা পায়চারী করছেন, ভাইয়া আমাকে খুঁজতে বের হয়েছে- কিন্তু কেন এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো ? এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার জন্য দায়ী কে? সত্যিই সেদিন কী হয়েছিল ? এমন অনেক প্রশ্ন আমাকে আঘাত করে। যেগুলোর সঠিক উত্তর আমার জানা নেই।

আমার ফিরতে দেরী হওয়াতে আমার মায়ের অশ্রু ঝরেছে- কিন্তু যে মায়ের সন্তান ফিরে যেতে পারেনি, সেই মায়ের করুণ আর্তনাদের কথা ভাবলে এক অজানা কষ্ট আমাকে ঘিরে ধরে। ৩০শে অক্টোবরের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির কারণ আমার জানা নেই- সেদিনের কথা মনে পড়লে ভয়ে রক্ত হিম হয়ে যায়। বর্তমানে এইটুকু উপলব্ধি করতে পারি যে, অস্ত্র আর বোমার কাছে জীবন বিকিয়ে দেয়া কারো কাম্য হতে পারেনা। আজ পৃথিবীর সব মানুষ শান্তির অন্বেষায় ব্যস্ত। আমরা চাইনা এখানে থাকুক মৃত্যুর অশনি সংকেত। আমরা চাই এমন একটা সমাজ ব্যবস্থা- যেখানে পিতামাতাকে কোনরকম দুশ্চিন্তা গ্রাস করবেনা। আমাদের সকলের সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা থাকবে। আমরা কি সকলে মিলে এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করতে পারিনা ?

ফরমূলা

এম. জিয়াউল হক (রানা)
ব্যবসায় প্রশাসন

আমি তখন নবম শ্রেণীর ছাত্র। আমাদের উচ্চতর গণিতের শিক্ষক ছিলেন সালাম স্যার। উনি অংকে খুবই পারদর্শী ছিলেন। তাই স্কুলের সব ছাত্রই উনার কাছে প্রাইভেট পড়ার জন্য ভিড় জমাত। আমিও উনার একজন ছাত্র ছিলাম। একদিন একটি অংক তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে স্যার ভুল অংকটিকেই টিক চিহ্ন দিয়ে দিলেন। বাড়িতে গিয়ে এই অংকটা আর করতে পারছিলাম না। তারপর মনে করলাম এটা মনে হয় অন্য একটি ফরমূলায় হয়েছে তাই অংকটা ঠিকমত মুখস্থ করে পরীক্ষার হলে এসে দেখি প্রথমে কমন অংক এটাই। মনের আনন্দে অংকটা করে একটা স্বস্তির শ্বাস ফেললাম এবং বাকী অংকগুলো উত্তর দিয়ে পরীক্ষা শেষ করলাম। তারপর স্যার যখন খাতা দিলেন তখন দেখি প্রথমেই আমি একটা বড় গোল্লা পেয়েছি। খাতাটা দেখার সাথে সাথেই মনটা খারাপ হয়ে গেল এত কষ্টে অংকটা করলাম আর স্যার কিনা কেটে দিলেন। পরের দিন প্রাইভেট খাতা নিয়ে স্যারের সাথে দেখা করলাম। স্যার আমার খাতা দেখে বললেন এই অংক তো আমি এভাবে করাইনি। আমি ঐ দিন প্রাইভেট একটু দেরি করে হাজিরা দিয়েছিলাম- যার দরুণ কথিত অংকটা এক বন্ধুর খাতা থেকে সংগ্রহ করেছিলাম। মনে মনে ভাবলাম ঐ বন্ধুটাই আমাকে কম নাম্বার পাওয়ার জন্য এরকম একটি ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু যখন দেখালাম তারও অংকটা কাটা গেছে- সেদিন খুবই আনন্দ লেগেছিল। কারণ, বিপদ যখন অন্যের ঘাড়েও চাপে তখন তা হাল্কা মনে হয়।

সাগর তীরে নববর্ষ

মুহাম্মদ ইকবাল হোসাইন
দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ

দিনটি ছিল বিংশ শতকের সর্বশেষ বাংলা নববর্ষ। অর্থাৎ ১৪০৬ বঙ্গাব্দের পহেলা বৈশাখ। দেশজুড়ে তখন নতুন বর্ষকে বরণ করার অসংখ্য আয়োজন। কেউবা বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুকরণে মঙ্গলে প্রদীপ জ্বেলে শংখ ধ্বনি করে উলুধ্বনি দিয়ে আল্পনা এঁকে বরণ করছে নববর্ষকে। কেউবা নব বর্ষকে বরণ করতে তরুণী-যুবতীদের সাথে তরুণ যুবকদের বল্গাহীন ঢলাঢলি হৈ-হল্লা আর যুবক যুবতীদের বিভিন্ন বিচিত্র সাজে সজ্জিত হয়ে বাঘ-ভাল্লুক পেচাঁ ইত্যাদি বিভিন্ন জীব জন্তুর মুখাবয়ব বিশিষ্ট মুখোশ পরে রাজপথে বের করে শোভা যাত্রা। আবার রমনার বটমূলে সূর্যোদয়ের ঈষৎ আভা পরিস্ফুট হওয়ার সাথে সাথে বাসন্তী রঙের শাড়ী পরে খোঁপায় কাঁচা ফুল আর কপালে লাল টিপ এবং বাহারী পাজামা পাঞ্জাবী পরে যুবক যুবতীরা সমস্বরে হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে গান গেয়ে আর মাটির সানকিতে পান্তা ভাত খেয়ে বরণ করছে নতুন বর্ষকে। কিন্তু ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম এর শরীয়াহ্ ফ্যাকাল্টি শতাব্দীর এই সমাপনী বাংলা বর্ষকে অন্যভাবে বরণ করে স্মরণীয় করার জন্য আয়োজন করেছিল "শিক্ষা সফর"। নব বর্ষের এই দিনে তারা আমাদেরকে নিয়ে শিক্ষা সফরে গিয়েছিল পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত-এ।

নব বর্ষের বারতা নিয়ে কিরণ মালী যখন পূর্বাকাশে উঁকি দিচ্ছে আমরাও তখনি ঘর ছেড়েছি সাগর পানে। পনের মিনিটের মধ্যে পৌঁছি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে, যেখান থেকে নির্দিষ্ট সময়ে আমাদের নিয়ে বাস ছাড়ল সফরের মঞ্জিল পানে। প্রকৃতির বুক চিরে আঁকা-বাঁকা পথ পেরিয়ে গাড়ী চলল আমাদের নিয়ে। গাড়ীতে কখনও দ্রুত গতিতে আবার কখনও মন্থর গতিমুখে অপলক চোখে দেখেছি প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য, সবুজ শ্যামলিমা, উঁচু-নিচু টিলা আর আঁকা বাঁকা পথ। আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সারি সারি গাছের অপরূপ মুগ্ধতা- এ যেন প্রকৃতির অপূর্ব এক দৃশ্যপট। প্রকৃতির এই চির সবুজ আর বৈচিত্রময় দৃশ্যাবলী দর্শন আর "সাগর সৈকতে অভিষেক হতে যাচ্ছে" এ কথা মনে হতেই আশা আনন্দে

মন ভরে থাকল। এতদিন যে সৈকত সম্বন্ধে শুধু কাগজে পড়েছি আর ছবিতে দেখেছি আজ সেখানে সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে পর্দাপণ করতে যাচ্ছি- সে অনুভূতিটাই অন্য রকম।

বেলা ১০টা ৩২ মিঃ এর দিকে আমরা সেখানে পূর্বনির্ধারিত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে পৌঁছলাম। সেখানে উপস্থিত জনেরা আমাদেরকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন। অতঃপর সকলের প্রাসঙ্গিক হালকা কাজকর্ম শেষ করে শুরু হল সফরের নির্ধারিত সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম। এতে বিভিন্ন আইটেম ছিল। যেমন কৌতুক অভিনয়, উপস্থিত বক্তৃতা, সঙ্গীত, সাধারণ জ্ঞান আর সকলের প্রিয় আকর্ষণীয় "হাঁড়ি ভাঙ্গা" খেলা যা সাগর পাড়ে হয়েছিল। মজার সেই খেলায় আরো মজা হল প্রথম প্রতিযোগীই হাঁড়ি ভাঙ্গতে গিয়ে লাঠি ভেঙ্গে ফেললেন। ছাত্রদের স্বতঃস্ফুর্ত অংশ গ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এতই হৃদয়গ্রাহী আর মনোমুগ্ধকর হয়েছিল যে স্থানীয় জনগণও তা অত্যন্ত আনন্দচিত্তে উপভোগ করেছে। অতঃপর জোহরের নামাজ আর খাবার সেরে ভ্রমণের মূল আকর্ষণের দিকে ধাবিত হলাম। দিনমণি পশ্চিমাকাশে ঢলার সাথে সাথে আমরাও ছুটলাম সৈকত পানে। দূর থেকে সাগরের গর্জন শুনে মনে হচ্ছিল- নববর্ষের এই শুভদিনে তার কূলে অভিষেকের জন্য আমাকে সে যেন সম্ভাষণ জানাচ্ছে। গাড়ি থেকে নেমেই দৌড়ে গেলাম জলদি তটে। সামনে আদিগন্ত, বিশাল বিস্তৃত সমুদ্র দৃষ্টির সীমা ছাড়িয়ে মিশে গেছে স্রোতের ধারায়- আকাশের ওপারে আকাশ মেঘের দেশের মেঘ আর আকাশের নীল মিশে একাকার এক অদ্ভুত অনুভূতির প্রান্তর। মন মাতানো, চোখ জুড়ানো, হৃদয় ছোঁয়া অপূর্ব বর্ণিল সমুদ্র সৈকত। অপলক নেত্রে তাকিয়ে রইলাম সাগর পানে- মনে হলো সাগর যেন ডেকে বলছে, "আমার পাড়ে তোমার অভিষেক আর শিক্ষা সফরে আমার বিশালতা আর উদারতা থেকে শিক্ষা নাও।"

জীবনের প্রথম সাগর দেখা সে এক অব্যক্ত অনুভূতি। জামা-কাপড় পাল্টিয়ে প্রিয় বন্ধু মুমিত, ইমু, আজির, আশরাফ আর আব্দুল আলীম, (তালুকদার স্যার যার রম্য নাম দিয়েছেন "গানের পাখি") কে নিয়ে ঝাঁপ দিলাম সাগরের সুবিশাল বক্ষে। শঙ্কিনী সাপের মত ঢেউগুলো ফণাতুলে সাগর তটে আছড়ে পড়ছে বারবার আর আমরা ঢেউয়ের উপর নিজেদেরকে তুলে দিচ্ছিলাম। ঢেউ আমাদেরকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল অনেক দূরে- আমরা আবার ঢেউয়ের বিপরীত দিক দিয়ে যাচ্ছি, ঢেউ ঠেলে দিচ্ছে বারবার। মনের মধ্যে তখন কি যে পুলক আর শিহরণ। বিশাল, বিস্তৃত আকাশ আর সমুদ্রের মাঝে দিনমণি হারিয়ে যাওয়ার দৃশ্য সত্যিই অপরূপ, অনন্য। মুমিতকে নিয়ে আমি তখন সূর্যের গোধুলীলগ্ন অবলোকন করে পানির কিনার দিয়ে হাঁটছিলাম আর ইচ্ছে হচ্ছিল আমরা হারিয়ে যাই দূর ছাড়িয়ে দূরে, আরও দূরে বহুদূরে। কিন্তু মানুষ সর্বদা ইচ্ছার তালে চলতে পারেনা। স্যারের বেঁধে দেয়া সময়সীমা আমাদেরকে ফিরতে বাধ্য করল। বিদায়লগ্নে শেষবারের মত সাগরের দিকে দৃষ্টি ফেললাম। বিশাল সাগরের কূলে নিজেকে খুবই ক্ষুদ্র এবং অসহায় মনে হল। ভাবলাম এই আকাশ আর সাগর যদি এত বিশাল আর বিস্তৃত হয় তাহলে বিশাল এ আকাশ, পৃথিবী, মহাবিশ্ব, সাগর আর মহাসাগরের স্রষ্টা না জানি কত মহান আর কত বিশাল- যার বিশালতার নিকট এসবের বিশালতা ম্লান হয়ে যাবে, যার শক্তির নিকট পৃথিবীর সকল পরাশক্তিও হয়ে যায় নিষ্প্রভ। মিষ্টি বাতাসে দাঁড়িয়ে সাগরের অফুরন্ত সৌন্দর্যের দিকে মোহাবিষ্টের মত তাকিয়ে স্রষ্টার অপার করুণার কথা স্মরণ করে ভাবছিলাম, অনন্তকাল যেন তার বর্ণিল সৃষ্টির দিকে তাকিয়ে থাকলেও এর তৃষ্ণা মিটবেনা, পরিতৃপ্ত হবেনা তৃষিত এ হৃদয়।

বিশাল সমুদ্রকে যখন পিছনে ফেলে আসছিলাম অনুভব হল- সাগর যেন অশ্রু সজল নেত্রে ব্যথাতুর হৃদয়ে হাহাকার করে বলছে, "আমার ছবি নাও! আর সৈকতে শুধু রেখে যাও তোমার অভিষেকের পদচিহ্ন।"

অতঃপর মাগরিবের নামাজ আদায় করে রওয়ানা হয়ে গেলাম আপন গন্তব্যে। গাড়ি আমাদেরকে নিয়ে ছুটল দ্রুত গতিতে। কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার সময় স্বল্পতায় সেখানে বিতরণ না হওয়ায় তা হল চলন্ত গাড়িতে। সাংস্কৃতিক প্রোগ্রামের উপস্থাপক আবুল কালাম আজাদ স্যারের অনবদ্য আর সুনিপুণ উপস্থাপনায় পুরস্কার বিতরণ এতই চিত্তগ্রাহী আর মনোমুগ্ধকর হয়েছিল যে এর আকর্ষণ দিনের আকর্ষণকেও ছাড়িয়ে গেছে।

রাত ১১ টার দিকে আমরা ফিরে এলাম আপন নীড়ে। ফেলে এলাম আনন্দোচ্ছল একটি ক্ষণ, একটি প্রহর, একটি বেলা, একটি দিন। ক্ষণ জীবনের স্মরণীয় পাতায় যোগ হল আর এক পাতা, সংযোজিত হল এক নতুন অধ্যায়।

التكلم فى الحلم

محمد أمين الحق
قسم الدعوة والدراسات الاسلامية
الرقم الجامعي : ٩٨٢٠٣٥
الجامعة الإسلامية شيتاغونغ .

بعد التحاقي بهذه الجامعة قال لنا أحد الأساتذه مرة فى المحاضرة : ايها الطلاب ، إذا وجدتم أنفسكم تتكلمون باللغة العربية فى حلمكم فمعنى ذلك أنكم أخذتم بزمامها .

فحزنت حزنا على نفسى ، لأني أنام ساعات طويلة فى الليل والنهار وكم من رؤيا تأتيني وتذهب ولكن لا تصدر مني ولا كلمة عربية . فبدأت أفكر ، كيف يمكن أن أتكلم باللغة العربية فى الحلم وأنا بنغالي؟ فأخذت أحاول أن أتكلم العربية فى كل مكان مع أصدقائى وأساتذتى وبدأت أكتب الرسالة إلى أخي باللغة العربية .

ذات يوم تكلمت باللغة العربية فى الحلم فى جوف الليل وبعد الاستيقاظ دهشت كثيرا وقلت فى نفسى : تمكنت من ناصية اللغة العربية إذن !!!

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

মোঃ হাবিবুর রহমান (মঞ্জু)
কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং
মেট্রিক নং- ৯৮১০৬১

মুসলিম বিশ্বে এক পরিচিত নাম
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম।
বার আউলিয়ার স্মৃতি বিজড়িত পূণ্যভূমি চট্টগ্রাম,
এই শহরের প্রাণ কেন্দ্রে জ্ঞানী গুণীদের
প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম।

দ্বীন ইসলামেরই ঝাণ্ডাতলে
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা উড়ে।
মুসলিম নেতাদের সম্মিলন স্থান
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষারীতি কেড়েছে সবার মন
এখানে বিজ্ঞান শিক্ষার পাশাপাশি
ইসলামী শিক্ষা করা হয় দান।
উদীয়মান সূর্য যেমন ছড়ায় আলো
ঘুচায় তবে অন্ধকার কালো
তেমনি সমাজে ইসলামের আলো
ছড়াতে রাখবে অবদান
ইসলামী বিশ্ববদ্যালয় চট্টগ্রাম।
এখানে শান্তির মেলা, এখানে স্নেহ জুটে
এখানে মুজাহিদ নামের ফুল ফুটে
এখানে রাসুলের বীর সেনারা
আল্লাহ্‌র নামে করে গান
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম।

সিংহের গর্জনে ভাঙ্গে যেমন বনের নীরবতা
তেমনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতাদের কথায়
প্রাণ ফিরে পায় উপস্থিত জনতা।
উৎপল, উচ্ছল সৎ পথে আগুয়ান
উদ্বেলিত প্রাণময় একঝাঁক নওজোয়ান
ঈমানের শত শত দ্বীপ শিখা জ্বলে এই তরণীর
দুর্যোগ মহা প্লাবনে বাঁচবে মোদের শির
ভয় নেই, ভয় নেই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ বীর।
সর্বোপরি বুকের মাঝে লিখেছি একটি নাম

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম।

প্রেম প্রেম

এম. এ. আওয়াল চৌধুরী
ব্যবসায় প্রশাসন
মেট্রিক নং-৯৮২০৮৫

প্রেম প্রেম খেলা কতো
খেলি মোরা বিকেলে
মাঠে নয় গাছ তলে
শুরু হয় সকালে।
ক্লাসটা ফাঁকি দিয়ে
আম-জাম বাগানে
ফুঁ দিয়ে বসে যাই
যেখানে সেখানে।

ভাবনা

মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম
ব্যবসায় প্রশাসন
মেট্রিক নং- ৯৯১০৪৯

কল্পনারা রূঢ় চোখে
আমার দিকে তাকায়,
স্মৃতিগুলো সব নোনাজল হয়ে
আমাকেই শুধু কাঁদায়।
ইচ্ছেগুলো ব্যর্থ হয়ে
হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়,
চাওয়াগুলো সব না পাওয়া হয়ে
বাস্তবতা খুঁজে পায়।
চোখের পাতায় স্বপ্নগুলোর
দিনমান জুয়া খেলা,
হৃদয় রাজ্যের সব কপাটে
ঝুলে আছে আজ তালা।
আশাগুলো সব নিরাশা হয়ে
শঙ্কা জাগিয়ে তোলে,
অচেনা পথ আজ চিনেছি আমি
হৃদয় অনলে জ্বলে।
ভালোবেসে বিবাগী হয়েছি আমি
হারিয়েছি মনের ভাষা,
জীবন সমুদ্রের বেলাভূমিতে গড়া
ভেঙ্গে গেছে মোর বাসা।
আমার আঁখিজল আর সাগরের জল
মিশে হয়েছে একাকার,

পোড়া এই মন তোমায় না পেয়ে
মাথা ঠুকেছে বারবার।
মাঝে মাঝে এ ধরণীর বৈচিত্রতায়
হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করে,
কিন্তু কেন জানি তোমার স্মৃতিরা
আমায় রাখে ধরে।
হে শান্ত অবনী,
হে রহস্যময়ী ভামিনী
তোমরা দু'জনেই বড় নিষ্ঠুর।
না দাও বাঁচতে,
না দাও মরতে,
যেন একই গানে দু'সুর।
সত্যি! তোমরা দু'জনেই বড় নিষ্ঠুর।

আমি ঘুমাতে পারিনা

সিরাজুল ইসলাম
ব্যবসায় প্রশাসন
মেট্রিক নং- ৯৭১০৪৬

আমি ঘুমাতে পারিনা, ঘুমাতে পারিনা
বাতাসে ভেসে আসে আর্তচিৎকার,
বৃদ্ধ, নারী আর শিশুর হাহাকার;
বৃদ্ধা মাতার বুকে বুটের আঘাত
বোনের মুখে হিংস্র পশুর থাবা
আর পিতার পিঠে চাবুকের দাগ।

আমি ঘুমাতে পারিনা, ঘুমাতে পারিনা
বিশ্বব্যাপী ইবলিসের অশুভ তৎপরতা
ইয়াজুজ মাজুজের ধ্বংসলীলায় জ্বলছে
কসোভো, চেচনিয়া, বসনিয়া কাশ্মীর
রক্তে ভিজছে মাটি, নদী নালা পথ প্রান্তর
সইতে পারছেনা আকাশ বাতাস, তরুলতা।

আমি ঘুমাতে পারিনা, ঘুমাতে পারিনা
নির্যাতিত, নিপীড়িতদের গোংগানির সুর,
আর্ত ক্ষুধার্ত মানুষের আহাজারি
আমার হৃদয়কে প্রকম্পিত করে।
শহীদদের বিদেহী আত্মার করাঘাত
হৃদয় পটে গগনবিদারী ঝংকার তোলে;
তাদের জিজ্ঞাসার জবাব দিতে পারিনা
ঘুমের ঘোরে চিৎকার দিয়ে বলি-
জেগে উঠ যুবক, জেগে উঠ
জাগাও ধরণীর সত্যান্বেষী বনী আদমকে।
হে যুবক হুংকার দাও, উঠে দাঁড়াও
ঐক্যের ঢাল, সত্যের শক্তি, কোরআনের
শিক্ষা নিয়ে ঝাঁকুনি দাও-
ছিন্ন ভিন্ন কর শয়তানী শক্তি ভান্ডার।

আমি ঘুমাতে পারিনা, ঘুমাতে পারিনা
অপসংস্কৃতির ঘৃণ্য জাল আর
নেশার পংকিল আবর্তে ডুবু ডুবু জাতি
ষড়যন্ত্রের মরণ ফাঁদে আজ মুসলিম শক্তি।
নানা চিন্তার ঘুরপাকে আমার ঘুম হয়না
গভীর রাতে আঁৎকে উঠি
ঘুমানোর সময় নেই, ঐ তো মিছিল
আসছে- স্লোগানের ধ্বনি, বারুদের
গন্ধ, গুলীর শব্দ.....
নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবর।

মরণ প্রত্যাশী একজন

জাহেদ আহমদ শরীফ (সুহাইল)
কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ
মেট্রিক নং-৯৮০৮৪

হ্যাঁ, এইতো বেঁচে আছি আমি
বেঁচে আছি কারো জন্য নয়,
বেঁচে আছি শুধু বাচঁতে হয় তাই,
বেঁচে আছে শুধু এই দেহ অবয়বটা,
বেঁচে আছে শুধু এই পদার্থ নামের অপদার্থটা
আত্মা নামক শব্দটির যেখানে
কোন উপস্থিতি নেই।
হাত ধরে অনুরোধ করছি
কোন প্রশ্ন করো না,
জানতে চেয়োনা কোন কিছু,
কোন সান্ত্বনা দিতে এসোনা।
সত্যি তোমরা শুধু বাচঁতে চাও
বড় সাধ তোমাদের এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার
হিংসে হয় তোমাদের মত জীবন প্রেমিকদের ,
কারণ বাঁচতে যে চাইনা,

বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয়তা যার ফুরিয়ে গেছে
বেঁচে থাকাটাই যে তার জন্য কত কষ্টের
তা কি তোমরা বুঝবে ?

স্পন্দিত পূর্ণিমা

তাহমিনা আখতার
কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ
মেট্রিক নং- ৯৯১০৭

আমি যতবারই ছুঁয়েছি ক্ষয়িষ্ণু পাথর
ততবারই আর্তনাদ করেছে অপরাহ্ণ মেঘ
পরিব্রাজক চোখে তাকালাম নিষ্পলক
পিঙ্গল মৃত্তিকায় অবিকল প্রতিচ্ছায়া।

প্রভাতে স্বাগত সুর সাধতেই দেখি
হৃদয় কম্পনে গীতপথ প্রান্তে একটি নীলাঞ্জন রেখা
একাকীত্বের কলাকৌশল বর্জিত
হৃদপিণ্ডে পাঁজরে প্রস্ফুটিত প্রফুল্ল প্রসূন।

আমি অকস্মাৎ সুখে রঞ্জিত হতেই
বজ্রদগ্ধ লতাগুল্ম গীতমুখের তমালকুঞ্জে
নিষ্ফল প্রলয় নৃত্যে মেতে ওঠে।

আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হতেই মেঘভাঙ্গা রোদ
জোছনার উৎসব করে নিঃশব্দে
একাদশীর চাঁদ স্পষ্টই জানিয়ে দেয়
দুঃশাসনের দৌরাত্ম্য।

দু'হাতে স্বপ্ন জড়াতেই দেখি নীহারিকার উন্মাদনা
বৃহস্পতির গীত-উচ্ছ্বাস প্রাণসূত্রে জানিয়ে দেয়
যুগ-যুগান্তর মানবের উৎসব প্রাঙ্গনে
স্পন্দিত পূর্ণিমার নিঃশব্দ অস্তিত্ব।

নেতা আমি

মোহাম্মদ আওলাদ হোসেন মুনশী
ব্যবসায় প্রশাসন
মেট্রিক নং : ৯৯২০০৫

কেউবা ডাকে ভাইয়্যা বলে
কেউবা ডাকে ক্যাডার
যেই যা ডাকুক আমায়
পার্টি আমার ব্যাটার।
হল দখল আর ঝাপটাবাজী
এইতো আমার কাজ
এক সেমিস্টারে পাঁচটি বছর
নেইতো আমার লাজ।
মাঝে মাঝে পুলিশ বাবু
নিতে আসে জেলে
ছেড়ে দেয় একটু পর
টেলিফোনটা পেলে।
হলাম আমি ছাত্রনেতা
ছাড়া পেয়ে জেলে
নেত্রী আমায় মালা দিল
যোগ্য ছেলে বলে।

আসল রূপ

মোঃ জাকির হোসেন
কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং
মেট্রিক নং- ৯৭২০৩২

কেউ হাসে আর কেউ কাঁদে এই পৃথিবীর রূপ
কেউ জন্মায় আর কেউ মরে কারো সুখ কারো দুঃখ।
কেউ ধনী আর কেউ গরীব, কারো না খেয়ে সুখ
আবার কারও (আছে) না খেতে পেরে দুঃখ।
কেউ স্বর্গীয়- কেউ নারকীয় আছে ভিন্ন রূপ
কেউ মাটিতে সোনা ফলায় কেউ করে প্রাসাদের ধ্বংসস্তুপ।
কেউ করে বিধাতার পূজা কেউ করে বিদ্রুপ
কেউ করে ধ্বংস আর কেউ তার ধ্বংসস্তুপ
আমরা আজো বুঝতে পারিনি কোনটা আসল রূপ।

প্রেয়সী

এম. এম. জাহাঙ্গীর
কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং
মেট্রিক নং- ৯৭২০৪৮

আমি শুনতে পাই তোমার সুমুধর ধ্বনি
গভীর নিশিথের নিস্তব্ধতায়
বাদলের মুষলধারায়
চৈতি রাতের ঐ উদাস হাওয়ায়।
তোমাকে দেখতে পাই আমি
বনানীর তরু পল্লবের মর্মরে
পত্রের শিহরণে
কিংবা অস্তমিত সূর্যের রক্তিম আভায়
জমে থাকা ঐ প্রবাহিনীর কলতানে।
তোমার সুর আমি শুনতে পাই
উষার অরুণরাগে পাখির কলরবে

সন্ধ্যার গহীন অরণ্যে
ডাহুকীর কণ্ঠে,
শীতের তমসাচ্ছন্ন নিশিথে
পাপিয়ার কুহু-কেকা রবে
ময়ূরীর অনাবিল নৃত্যানন্দে
কক্কুটের উচ্চ স্বরে।

গাঁয়ের ভালবাসা

মুহাম্মদ আব্দুল আলীম
কুরানিক সায়েন্স এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

আমি জন্মেছি এই দেশের এক পল্লী গাঁয়ে
যেখানে হাজার পাখির কলরব
কোকিলের কুহু কুহু মিষ্টি গান
বাবুই আর চড়ুই পাখির
নিত্য দিনের মান অভিমান ॥
যেখানে আছে উচুঁনিচু পাহাড়ের গায়ে
প্রকৃতির অনন্য সুন্দর চায়ের বাগান
পাহাড়ের পিঠকে যেন ঘন সবুজের
চাদর দিয়ে ডেকে রেখেছে
আরো আছে পাহাড়ী ফোয়ারা ঝর্ণাধারা ॥
আমি দেখিনি প্রাচীর ঘেরা ইটের
শহরের মাঝে কোন ভালবাসা
পেয়েছি আমি সবুজের ঘোমটা দেয়া
গাঁয়ের সরল মানুষের গভীর স্নিগ্ধতা
পেয়েছি আরো ভ্রাতৃত্ব আর আতিথেয়তা।
যেখানে আছে ছায়া ঘেরা মায়াভরা
এক অপরূপ নয়নাভিরাম দৃশ্য।
সেই পল্লী গাঁয়েই আমার জন্ম
আজ বার বার আমায় পিছুটানে
সেই মায়াময়ী গাঁয়ের স্মৃতি কথা মনে পড়ে ॥

একটি মিছিল একটি স্লোগান

মোঃ শফিকুল আলম (সাইফ)
ব্যবসায় প্রশাসন
মেট্রিক নং- ৯৮২১০৩

একটি গুলী, একজন যুবক
একটি তাজা প্রাণ,
আসল বেগে, বিঁধল গায়ে,
নিমিষে সব খান খান।

একটি মিছিল, একটি স্লোগান
একটাই বাঁচার দাবী,
শোষক গোষ্ঠী, গিলে গিলে খায়
আঁকড়ে ধরে ক্ষমতার চাবি।

বুদ্ধিগুলো, গোবর হল
বুদ্ধিজীবীদের মাথায়,
নিজের দেশের নেইকো খবর
প্রতিবেশীদের ব্যথায়।

নির্বাচন এলে লেবাস পরে
ষোল আনাই ধোঁকা,
ইনিয়ে বিনিয়ে বলে কথা,
কাজের বেলায় ফাঁকা।

আবার যুদ্ধ আবার স্লোগান
আবার জীবনের দাবী,
ঐ হারামী ভণ্ড-জালে
আর কত জ্বালাবি ?

আরও মিছিল, আরও বুলেট
আরও টগবগে প্রাণ,
ক্ষমতায়নের গোলক ধাঁধায়,
দেশবাসী হয়রান।

আর নয় ভুল নয় কোন ধোঁকা
নয় আর আশ্বাসের অট্টালিকা,
মিছিলের গণজোয়ার এগিয়ে যাবে
বলব বাঁচার দাবীর কথা ॥

HIGHILIGHTS ON STUDENTS' CO-CURRICULAR ACTIVITIES IN THE CALENDAR YEAR 2000.

Muhammad Mamunur Rashid
Senior Assistant Director
Student Affairs Division

Student Affairs Division(STAD) arranges students'co-curricular activities at Islamic University Chittagong. Keeping consistence with the University's philosophy and objectives, STAD assists in students' personal and career development.It provides counseling and guidance to students in their co-curicular activities,organizes formal and informal programs and ensures various facilities to satisfy their needs towards that end.The major objective of the STAD is to create values of 'Taqwa' and 'Adab' in them in addition to their intellectual and professional achievements. STAD organized many programs in the calendar year 2000. Only a few important ones are mentioned below:

Observance of International Mother Lanaguage Day:

Islamic University Chittagong arranged a colourful rally and a discussion meeting in observance of International Mother Language Day at the University campus.Prof Mohammad Ali, Vice-chancellor to IUC, presided over the meeting.The meeting was addressed among others by prof. Dr.. Abu Bakr rafique Ahmad, Porf.Dr.Harunur Rashid, Mr.A.Z.M Obaidullah, Mr. Mizanur Rahman, Mr.Md.Enayet Ullah Patwary, Mr. Md.Solaiman Miah and Mr. Md. Safiullah.

Marking Balakot Day:

Student Affairs Division of IUC had organized a discussion meeting at varsity auditorium to mark the historical Balakot Day on 9th May, 2000. Prof.Dr. Abu Bakr Rafique,Pro Vice-Chancellor to IUC, graced the meeting as the chief guest while Mr. Enayet Ullah Patwary, Director-STAD, chaird the meeting. Other discussants were Mr. A.Z.M. Obaidullah ,Dr.A.S.M. Toriqul Islam and Mr. Mizanur Rahman.

In his valuable speech the chief guest said that the incident of martyrdom of Balakot Day which happened on 6th May 1931, is a very significant event for the Muslims of this Sub-Continent. Syed Ahmed Brelavi, at the cost of his life, has proved that no Muslim can tolerate any injustice and superistition.To struggle against all kinds of injustice and to launch jihad to materialize the teachings of Islam is the fundamental duty of every Muslim.

Nuqaba Training Program:

Student Affairs Division arranged a NuqabaTraining Program on 27 June,2000 at varsity auditorium to train up the Nuqaba (representatives) of different semesters of IUC. Prof. Dr. Abdullah-Bin-Abdul Aziz Al Musleh, honourable Senior Vice-Chairman of IUC and Prof. Dr. Abu Bakr Rafique Ahmad, Pro Vice-Chancellor of IUC, graced the program as the chief guest and special guest respectively. Mr. Md. Enayet Ullah Patwary, Director to STAD ,chaired the program. Among others, Prof.Dr.Harunur Rashid, Head to DBA; Mr.Kazi Deen Mohammad, Assistant Secretary of IUCT; Mr. Abu Reza Nadwi, Secretary to Foreign Affairs of IUCT; Mr. Abdur Rahaman, lecturer to QSIS And Mr.Md. Altaf Uddin Bhuiyan, Sr.Asist.Director of STAD were present at the program.

The chief guest emphasized on moral upliftment and acquiring mastery of their discipline to lead Muslim Ummah.They must be armed with the up-to-date information of modern technology as well as the correct knowledge of Islam in order to lead the world, he added. The special guest mentioned the specialities of Islamic University Chittagong and urged the students to achieve the objectives and mission of the varsity.

Discussion Meeting on Seeratur Rasul (S.W) :

Student Affairs Division of IUC organized a discussion meeting on "Seeratur Rasul (S.W) on 9th July, 2000 in the University Campus.Prof. Mofizur Rahman,an eminent Islamic intellectual, graced the program as the chief discussant. The meeeting was addressed among others by Dr.A.S.M. Tariqul Islam, Head of QSIS; Prof.Dr.Harunur Rashid, Head of BBA; Mr. Md. Enayet Ullah Patwary, Director- STAD and Mr. Gias Uddin Talukdur, Assistant Professor to QSIS. The program was coducted by Mr. Md. Altaf Uddin Bhuiyan, Sr. Assist- Director to STAD.

In his valuable speech, the chief discussant Prof. Mofizur Rahman focused on various events and clourful life of the holy prophet Mohammad (S.W) and urged the audience to follow the teachings of Islam in every sphere of life.The president of the meeting,Prof. Dr. Abu Bakr Rafique, entitled the prophet as the best model for mankind of all ages and all territories.

Another discussion meeting on Seeratur Rasul(SW) was held in Female Campus on 10th July 2000.Mr.Md. Enayet Ullah Patwary, Director- STAD, chaired the meeting and Prof.Dr. Khaleda Hanum, Ex-chairman of Bengali Department, University of Chittagong was present as the chief guest. Mrs. Fazila Taher, prominent writer, addressed the meeting as the chief discussant. Other discussants were Prof.Dr.Harunur Rashid, Mr.Farid Ahmad Sobhani, Mrs. Salma Hoque,Mrs. Hosna Darain.

The chief discussant said, Islam should be observed in our daily activities and not only in discussion or rally only.Islam has declared and prophet Mohammad (S.W) has implemented the equal rights of male and female.

Blood Donation Program Held:

A Blood Donation Program was jointly organized by IUC and Lions & Leo Club on 12th July 2000 at IUC Auditorium. Mr. Enayet Ullah Patwary,Director -STAD, was in the chair. Prof. Dr. Harunur Rashid, Head of BBA. was the chief guest and Lion Zainal Abedeen, Secretary of Lions Blood Bank,was the special guest in the program. Mr. Solaiman Miah, Director of Academic Affairs Division and Mr. Mahbub Hossain, Chairman of Lion Club also addressed the program. The speakers higly appreciated the spontaneous participation of the teachers, officers,students and the staff of the University in the Blood Donation Program.

Orientation Program: Autumn Semester 2000-2001:

The Orientation Program is meant for the freshers to make them acquainted with the University system,rules and regulations pertaining to academic and co-curricular activities,faculty members etc.

At Main Campus :

The two day long Orientation Program for the newly enrolled students at under graduate level was held on 20 - 21 September, 2000 at Anika community centre, Chawkbazar, Chittagong. Prof. Mohammad Ali. Honorable Vice-Chancellor to IUC, was the chief guest in the inaugural session. Mr. Enayet Ullah Patwary, Director- STAD, chaired the session. Prof. Dr. Abu Bakr Rafique, Hon. Pro V.C to IUC,delivered the Motivation Talk. Among others Alhaj Badiul Alim, Secretary-IUCT; Mr. A.Z.M. Obaidullah, Registrar (in-charge) to IUC ; Mr. Solaiman Miah, Director ACAD; MR. Rabiul Ahsan, Assist. Director- ACFD, Mr. Nurul Kabir Khan , Assist. Director- LID, addressed the program highlighting differnt aspects, rules & regulation of IUC.

Prof. Dr. Mohammad Loqman was the special guest at the closing session.Prof. Dr. Abu Bakr Rafiq, Hon. Pro V.C. to IUC, conducted the Oath Taking Ceremony of the freshers while Munazat was coducted by guest of honour Mowlana Md. Shamsuddin, Honorable Vice-Chairman to IUC Trust.

At Dhaka Campus:

A day long Orientaiton Program for newly admitted students at undergraduate level in Autumn Semester 2000-2001 was held on 30 September, 2000 at IUC Dhaka Campus. Shah Abdul Hannan, chief-IUC Dhaka Campus, chired the meeting while Professor Mohammad Ali, Honorable Vice-Chanchellor to IUC, graced the program as the chief guest. Mr. Enayet Ullah Patwary, convener of the Orientation Program, delivered the address of welcome.Among others Mr. Shfiqur Rahman, Co-ordinator of DBA , Dhaka Campus; Professor Shamsul Hoque, former Director-IBA, Dhaka University and Chairman, Dept of Computer Science, BUET addressed the program.

Cultural Festival (Autumn -2000) and Prize Giving Ceremony:

Cultural Festival (Autumn 2000) started at IUC Campus on 6th November and continued up to 8th November. Competition in different events were held on those days. A large number of enthusiast students competed in different events. A colourful Prize Giving Ceremony was arranged at IUC premises on 9th November. Prof.Dr. Abu Bakr Rafique, Pro Vice- Chanellor to IUC, graced the ceremony as the chief guest while Mr. Enayet Ullah Patwary,Director-STAD,chaird the function . Special Guests at the function were Mowlanan Md. Shamsudin, Vice-Chairmnan to IUCT; Prof. Dr. Mohammad Loqman and Prof. Dr. Harunur Rashid. Mr. Mamunur Rashid, Senior Assistant Director to STAD, conducted the program.

View-Exchanging Program with Supervisors of Study Classes:

Student Affairs Division arranged a program to exchange views with the supervisors of Study Classes on 11th December 2000 at IUC Conference Room. Director STAD, Mr. Enyet Ullah Patwary, chaired the meeting. Prof. Dr. Abu Bakr Rafique, Prof. Dr. Md Loqman and Mr. A.Z.M. Obaidullah attended the program as the guests of honour. Most of the supervisors participated in the program. In their speech, the guests highlighted the importance of Study Class. They welcomed the supervisors to build up themselves in accordance with the qualities of leadership as depicted in the holy Quran. Supervisors were requested to conduct the classes with all sincerity.

Grand Victory Day 2000 obseveance:

To observe the Grand Victory Day2000 Student Affairs Division arranged a discussion meeting at IUC Auditorium on 17th December. Renowned educationist and intellectual Prof. Mohammad Ali,Honourable Vice-Chancellor to IUC,graced the program as the chief guest. Prof. Dr. Abu Bakr Rafique, Prof.Dr.Harunur Rashid, Mr. A.Z.M. Obaidullah addressed the program as guests of honour. Director STAD, MR. MD. Enayet Ullah Patwary, chaired the program while Mr.Mamunur Rashid, Senior Assistant Director- STAD, conducted it. A huge enthusiastic crowd attended the discussion meeting.The discussants highlighted the importance and significance of Grand Victory Day.

Ifter Mahfeel 2000:

Two day long Ifter Mahfeel 2000 was arranged at IUC premises by Student Affairs Division on 18th and 19th December. International Islamic Charitable Organization and Benevolence International Foundation jointly financed the Ifter program. Vice- Chairman to IUC Trust, Moulana Md. Shamsudin graced the Ifter Mahfeel as the chief guest on the first day. Prof.Dr.Abu Bakr Rafique, Prof. Dr. Mohammad Loqman, Prof. Dr. Md.Shabbir Ahmed, Mr. A.Z.M. Obaidullah were present at the Mahfeel as guests of honour.

On the second day, Prof.Dr. Mohammad Loquman, Chairman to Finance Depatment at Chittagong University, addressed the Mahfeel as the chief guest. The guests of honour attended the mahfeel were Prof. Dr. Harunur Rashid (Ctg Varsity), Mr. Safiullah, Mr. Anisul Karim, Mr. Shahidulllah Selim.

A remarkable number of faculty, Trust members, officers, students and employees of IUC congregated at the Ifter Mahfeel. The speakers spoke highlighting the teachigs of Ramadan, Director-STAD,MR. Enayet Ullah Patwary, chaired the program on both days. The program was conducted by Mr. Mamunur Rashid , Senior Assistant Director to Student Affairs Division.

Seminer on "Scientific miracles of the holy Quran and Sunnah" Held

Islamic University Chittagong arranged a seminer on "Scientific miracles of the holy Quran and Sunnah" on the 30th June 2000, at Chittagong Medical College Auditorium.Prof. Dr. Abu Bakr Rafique, Pro Vice-Chancellor to IUC, chaired the seminer. National Professor Dr. Nurul Islam, Vice-Chancellor to USTC, graced the seminer as the chief guest. The chief discussant at the seminer was Prof. Dr. Abdullah Abdul Aziz Al Musleh, former secretary to 'Scientfic miracles in the Quran and Sunnah-' Saudi Arabia'.

The chief guest Prof. Dr. Nurul Islam said, the Quran is the best scripture and the only unmistakable revealed book. At present we the Muslims are in difficulty for we are now deviated from our religious teachings. Many non-Muslim scholars and scientists embraced Islam marking the Quranic miracles. Prof. Nurul Islam regretted that T.V. or Radio doesn't arrange any discussion on religion.The chief guest emphasized on the necessity of learning Arabic Language for the better understanding of the holy Quran.

Chief discussant Mr. Dr. Abdullah Musleh said, man is soaring in the sky, diving into the abysmal of the sea. But man can't live on the earth sufrace in peace. Following the Quranic rules is the solitary way to establish peace in the society, he opined.

The seminer was addressed, among others, by Dr. Mohammad Loqman, Alhaj Mohammad Badiul Alim, Mr. A.Z.M. Obaid Ullah and Mr. Abdur Rahman.

A Discussion Meeting on "The Life and Contributions of Allama Syed Abul Hassan Ali Nadwi (R) Took Place

Islamic University Chittagong organized a discussion meeting on 'The life and contributions of Allma Syed Abul Hasan Nadwi (R)' at Chittagong College Auditorum on July 10, 2000. World famous Musfassir, Mowlana Delwar Hossain Saydee M.P. graced the program as the chief discussant. Mowlana Saydee said, Allama Syed Abul Hasan Ali Nadwi (R) was a luminous star in the realm of knowledge. Around 250 books from his pen are in service of Islam and Muslim Ummah. Mowlana Saydee said, this University is expected to produce Alim like Allama Syed Abul Hasan Ali Nadwi. The chief guest of the program Mowlana Shah Md. Kutub Uddin said, plot against Iman and Madrasa education is now being hatched. He accentuated on the solidarity of the Muslim Ummah. Chaired by Prof. Dr. Abu Bakr Rafique, Pro Vice-Chancellor to Islamic University chittagong, the program was addressed among others by Prof. Dr. Harunur Rashid, Dr. A.S.M. Tariqul Islam & Mr. Abdus Salam Azadi.

Album

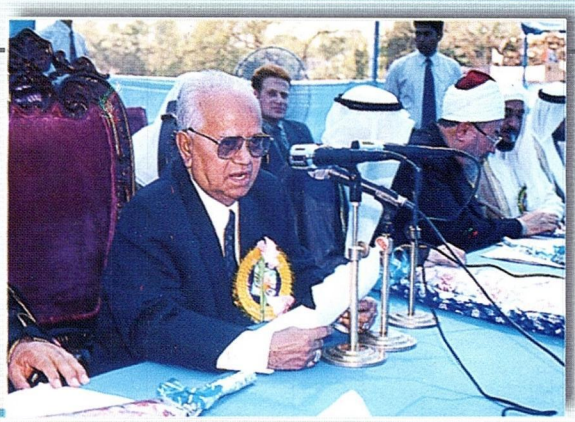

Former President of Bangladesh H.E. Mr. Abdur Rahman Biswas addressing the 2nd Bi-ennial Conference as the chief guest.

Deputy speaker of Majlis-E-Shurah of KSA and Chairman of IUCT, H.E. Abdullah Omar Naseef addressing the 2nd Bi-ennial Conference as the special guest.

Prof. Mohammad Ali, Hon. Vice-chancellor to IUC, addressing the 2nd Biennial Conference held in January, 2000.

Dr. Abdullah Al Musleh, Vice-Chairman to IUCT, Presiding over a trust meeting at IUC campus.

Album

Dr. Yousuf Al Quardawi addressing a seminar organized by Shariah Faculty of IUC during his visit in 2000.

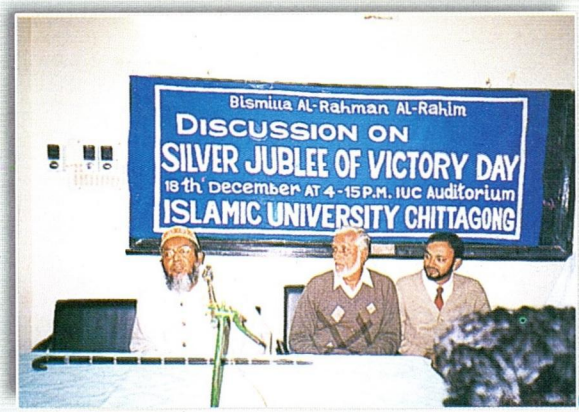

Former Chairman to IUCT late Mowlana Shah Mohammad Abdul Zabbar Speaking at the discussion meeting on Silver Jubilee of Victory Day.

Hon. Pro Vice-Chancellor of IUC Prof. Dr. Abu Bakr Rafique addressing the discussion meeting on Seeratur Rasul (S.A.W.)

Alhaj Md. Badiul Alim, Secretary of IUCT, addressing the Prize Giving Ceremony of Six-A-Side Cricket Tournament.

Album

Mr. Shah Abdul Hannan, former Secretary to Bangladesh Govt. and Chief- IUC Dhaka Campus, addressing an Orientation Program for Executive MBA Students.

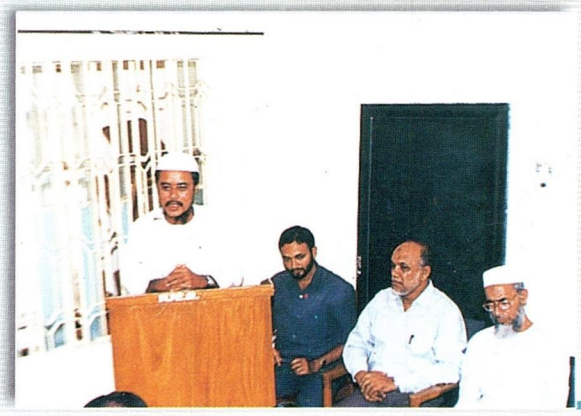

Trust member Mowlana Md. Abu Taher addressing the "Class Inception Ceremony of 1st Batch, IUC".

Mowlana Mohammad Shamsuddin, Hon. Vice-Chairman to IUCT, addressing the Cultural Festival and Prize Giving Ceremony Autumn 2000-2001.

Prof. Dr. Muhammad Loqman, Treasurer (Honorary) to IUC, addressing the Ifter Mahfil arranged at IUC premises

Album

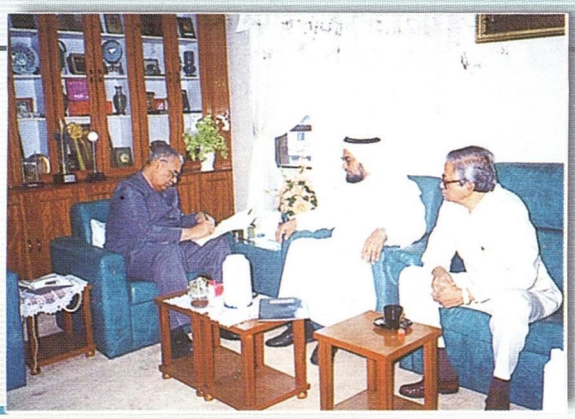

Prof. Mohammad Ali, Hon. V.C. of IUC, & Dr. Abdur Razzak Dafar, out going Chairman of IUCT, met Dr. Abdul Hamid Abu Solaiman, Ex-Rector of IIUM, during their visit to Malaysia.

Prof. Dr. Md. Nurul Islam, Dean of Modern Science faculty, delivering speech at Opening Ceremony of IT Courses organized by Students Service Centre.

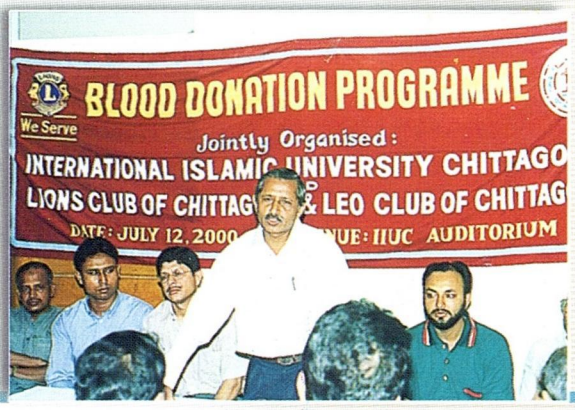

Prof. Dr. Harunur Rashid, Dean to Faculty of Administrative Science, delivering speech at a Blood Donation Program.

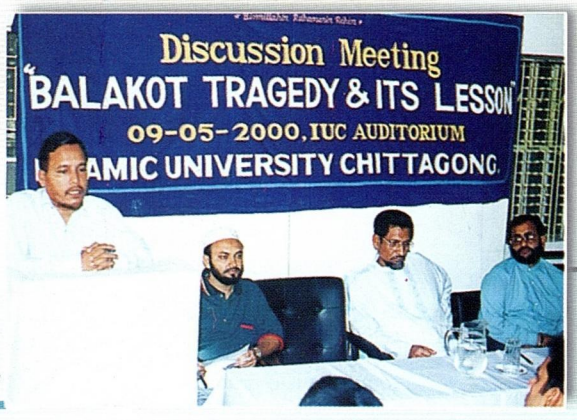

Mr. A.Z.M. Obaidullah, registrar (In-Charge) to IUC, Speaking on "Balakote Tragedy & its Lesson."

Album

Students with the Faculty Members at Inception Program of Dept. of English Language & Literature.

Students in front of Kathmandu University during SAARC Study Tour.

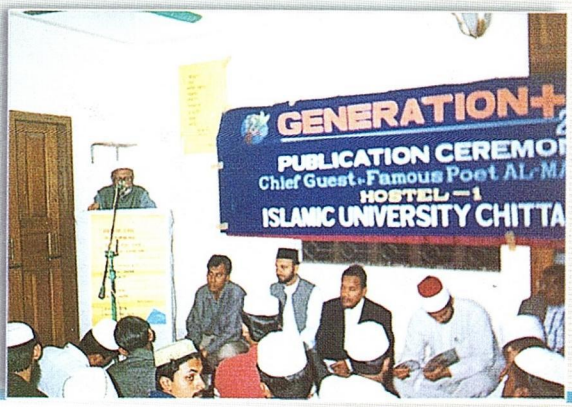

Celebrated poet Al-Maḥmud addressing the 'Publication Ceremony of Generation+', Magazine of hostel 1, IUC.

Dr. Abdulah Bin Abdul Aziz Al Mosleh, Vice-Chairman to IUCT, Presiding over a Regional Trust Meeting held in Kuwait where SK.Yousuf Zasem Al Hajji was the chief guest.

Album

Professor Mohammad Ali, Hon. Vice-Chancellor to IUC, addressing the Orientation Program 2000-2001 (Autumn Semester)

Female students are taking oath at Orientation Program.

A partial view of IUC Faculty at a workshop arranged by STAD.

Prof. Dr. Abu Bakr Rafique, Pro V.C., addressing a workshop on Study Class Agenda arranged by STAD.

Album

A delegation of IUC met the then President of People's Republic of Bangladesh Mr. Abdur Rahman Biswas at his office.

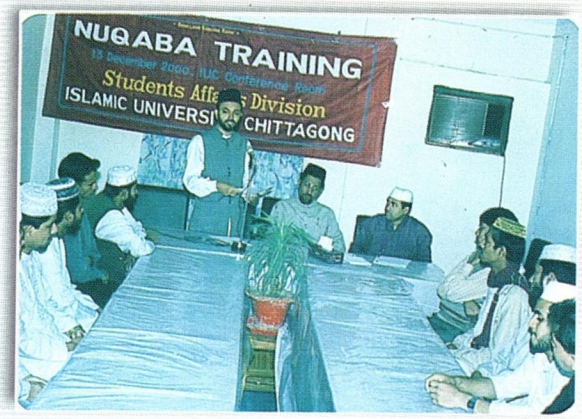

Mr. Enayet Ullah Patwary, Director to STAD, addressing the Nuqaba Training Program arranged by STAD.

Students are taking oath at Orientation Program.

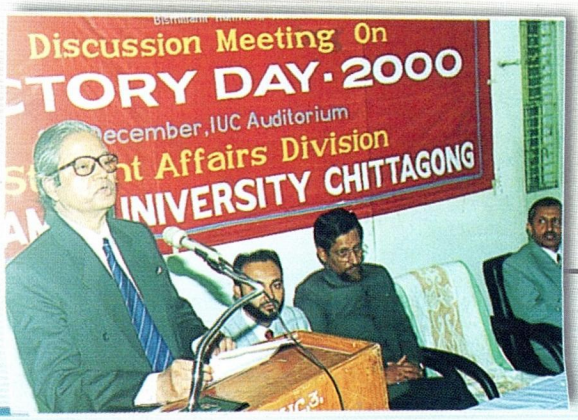

Prof. Mohammad Ali, V.C. of IUC, addressing a discussion meeting on the occasion of Victory Day.

Album

A number of students of Shariah Faculty at Sea-Beach during their Study Tour.

Students enjoying journey by boat during Study Tour to Saint Martin

Prof. Mohammad Ali, V.C. to IUC, addressing a discussion meeting to mark International Mother Language Day 2000.

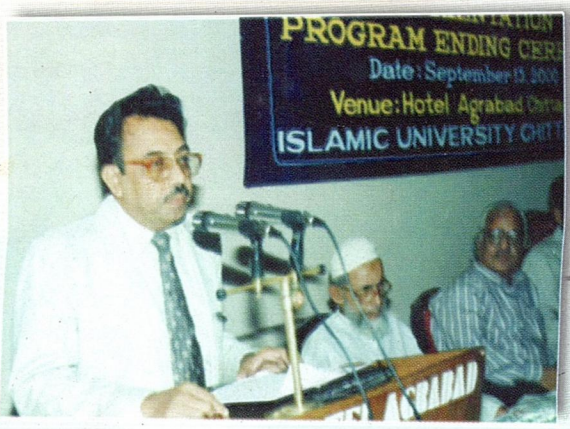

Prof. Dr. M. Nurur Rahman, Director to IBA - Dhaka University, addressing the 'Program Ending Ceremony of EMBA' as the chief guest